ভীষ্মচরিত

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত সঙ্কলিত।

Calcutta:

PRINTED BY JADU NATH SEAL,
HARE PRESS:
23/1, BECHU CHATTERJEE'S STREET.

PUBLISHED BY GURUDAS CHATTERJEE,
BENGAL MEDICAL LIBRARY. 201, CORNWALLIS STREET.
1891.

বিজ্ঞাপন।

ভীষ্মের চরিত্রপাঠে যেরূপ নীতিজ্ঞানের উন্মেষ হয়, সেইরূপ বিশুদ্ধ আমোদলাভ হইয়া থাকে। এক দিকে, পিতৃভক্তির মহান্ ভাব, অপর দিকে, সত্যপ্রতিজ্ঞতা, পরার্থপরতা ও জিতেন্দ্রিয়তার অনন্ত মহিমা, ভীষ্মের চরিত্র অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। ফলতঃ, অসামান্য বীরত্ববৈভবে ও লোকাতীত গুণগৌরবে, ভীষ্মচরিত তুলনারহিত। মহাভারত হইতে এই মহাপুরুষের অতুল্য চরিত সঙ্কলিত হইল। স্থল-বিশেষে, দুই একটি বিষয়ের বর্ণনা, মহাকবি কালিদাসপ্রণীত রঘুবংশ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। ঈদৃশ নীতিপূর্ণ বিষয়, যেরূপ লিখিত হওয়া উচিত, উপস্থিত গ্রন্থে, সেরূপ হয় নাই। ভীষ্মের চরিত্রগত সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করিতে পারি, আমার সেরূপ ক্ষমতা নাই। ভীষ্মচরিত, পাঠক-বর্গের কিয়দংশেও, প্রীতিপ্রদ ও নীতিজ্ঞানের উদ্দীপক হইলেই, চরিতার্থ হইব।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

ভীষ্মচরিত

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুপ্রসিদ্ধ কুরুবংশে শান্তনুনামক এক পরম জ্ঞানী, পরম ধার্ম্মিক ও পরম ধীমান্ নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও সর্ব্বসম্পত্তির অধিপতি, ভূপতি কেহ ছিলেন না। মহারাজ শান্তনু হস্তিনার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, "অপ্রতিহত-প্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন" করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনগুণে সমগ্র জনপদ অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিল, সর্ব্বত্র সাধুতার সম্মান ও সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধি দেখা যাইতে লাগিল, প্রজালোক সদাচার ও সৎকার্য্য হইতে অণুমাত্র বিচ্যুত না হইয়া, সমস্ত রাজ্য শান্তিময় করিয়া তুলিল। শান্তনু, আপনার অসাধারণ ধার্ম্মিকতা ও অপরিসীম প্রজারঞ্জকতায়, এইরূপ সুখপূর্ণ, সমৃদ্ধিপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ রাজ্যের অধিপতি হইয়া, অবহিতচিত্তে ধর্ম্মানুগত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

মহারাজ শান্তনুর একটি পুত্রসন্তান ছিল। এই তনয় দেবব্রত-নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। কুমার দেবব্রত ক্রমে যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেন। তাঁহার প্রশস্ত ললাটফলক, বিশাল বক্ষঃস্থল, সুগঠিত বাহুযুগল, স্থূলোন্নত কলেবর, লোকলোচনের সাতিশয় প্রীতিকর হইয়া উঠিল। কুমার সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন। তাঁহার যেমন অসাধারণ বুদ্ধি, অপ্রমেয় শক্তি ও অবিচলিত দৃঢ়তা, বেদ ও বেদাঙ্গের সহিত ধনুর্ব্বেদও, সেইরূপ সহজে তাঁহার আয়ত্ত হইল। কি শাস্ত্রজ্ঞান, কি শস্ত্রপ্রয়োগ, কি বিচারক্ষমতা, কি শাসনদক্ষতা, কুমার দেবব্রত, সকল বিষয়েই, সর্ব্বগুণান্বিত পিতাকেও অতিক্রম করিলেন।

শান্তনু, দেবব্রতকে যৌবনদশায় উপনীত ও সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত দেখিয়া, অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন, এবং পৌর ও জনপদবর্গকে সমবেত করিয়া, তাহাদের সমক্ষে, উপযুক্ত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুবরাজ দেবব্রত সদ্ব্যবহারপ্রদর্শন ও সৎকার্য্য-সম্পাদন দ্বারা সকলকে সমভাবে সম্প্রীত করিতে লাগিলেন। তাঁহার যেরূপ অলৌকিক পিতৃভক্তি, সেইরূপ অসাধারণ লোকানু-রাগ ছিল। তিনি প্রজালোকের মঙ্গলসাধনের জন্য, কষ্টকে কষ্ট বলিয়াই মনে করিতেন না; বয়োবৃদ্ধদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতেন। তাহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে সর্ব্বদা বিনয়ের চিহ্ন প্রকাশিত থাকিত। তিনি কখনও অবিনয় বা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া, কাহারও অসন্তোষ বা বিরাগ জন্মাইতেন না। তাঁহার যেমন অসাধারণ শক্তি, অপূর্ব্ব তেজস্বিতা ও অলোক-

সাধারণ অস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্য, সেইরূপ অলৌকিক পিতৃভক্তি, অসামান্য সৌজন্য ও অনন্যসাধারণ আত্মসংযম ছিল। শূরতা, তেজস্বিতাপ্রভৃতি ক্ষত্রিয়োচিত গুণ, যেমন তাঁহার দেহকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিনয়প্রভৃতি সুচরিত্রোচিত গুণ সেইরূপ তাঁহার অন্তঃকরণকে প্রশান্ত ও উন্নত করিয়া তুলিয়াছিল। পৌর ও জানপদগণ একাধারে ঈদৃশ গুণসমূহের সমাবেশ দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাহাদের মুখে সর্ব্বদা যুবরাজের প্রশংসাবাদ শুনা যাইতে লাগিল। তাহারা, দেবব্রতকে যেরূপ আর্ত্তের সহায় ও বিপন্নের বন্ধু ভাবিল, সেইরূপ ধর্ম্মের আশ্রয় ও সদাচারের অবলম্বন মনে করিয়া, তৎপ্রতি নিরতিশয় শ্রদ্ধা ও অনুরাগপ্রকাশ করিতে লাগিল। শান্তনু, প্রজালোকের মুখে, পুত্রের গুণোৎকীর্ত্তন শুনিয়া, আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন। এতদিনে তাঁহার দুর্বহ রাজ্যশাসনভার লঘুতর হইল। তিনি পুত্রের হস্তে রাজকীয় কার্য্যের ভার সমর্পিত করিয়া, নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ মনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে চারিবৎসর অতিবাহিত হইল। একদা শান্তনু প্রসন্নসলিলা যমুনার তটবর্ত্তী অটবীবিভাগে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা সৌরভের আঘ্রাণ পাইলেন। কিন্তু সেই সুরভি গন্ধ কোথা হইতে নিঃসৃত হইয়া, কাননস্থলী আমোদিত করিতেছে, সবিশেষ নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া, ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে দেবাঙ্গনার ন্যায় একটি রূপলাবণ্যশালিনী নারী তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তদীয় দেহনিঃসৃত গন্ধই

সমীরণভরে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া, সমস্ত কানন সুরভি করিতে ছিল। শান্তনু, সেই কামিনীর কমনীয় কান্তি এবং সেই বিজন বনভূমিতে অতর্কিতভাবে তাহার আগমন দেখিয়া, কৌতূহলী হইয়া, জিজ্ঞাসিলেন, ভদ্রে! তুমি কে? কাহার রমণী? কি নিমিত্ত এই আরণ্য প্রদেশে একাকিনী উপস্থিত হইয়াছ? সে কহিল, মহাশয়! আমি ধীবরকন্যা। মহাত্মা দাসরাজ আমার পিতা। পিতৃনিদেশে আমি এই কালিন্দীজলে তরণীবাহন করিয়া থাকি। মহারাজ শান্তনু, ধীবরকন্যার অনুপম রূপমাধুরীদর্শনে ও অঙ্গ-সৌরভের আঘ্রাণে প্রীত হইয়া, তদীয় পিতার নিকট গমনপূর্ব্বক তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার প্রার্থনা করিলেন।

শান্তনুর প্রার্থনা শুনিয়া, দাসরাজ কহিল, মহারাজ! আপনি ভুবনবিখ্যাত পবিত্র কুরুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; অতুলধন-সম্পত্তিপূর্ণ এই বিপুল রাজ্যে আপনারই একমাত্র অধিকার; আপনার ন্যায় শাস্ত্রবিশারদ, শস্ত্রদক্ষ নরপতি দৃষ্টিগোচর হয় না। অপরাপর রাজগণ আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া, রাজ্যশাসন করিতেছেন। আপনার যেরূপ অতুল্য ক্ষমতা ও অসাধারণ তেজস্বিতা, সেইরূপ সুদৃঢ় কলেবর, সুদর্শন আকৃতি ও চিত্তচমৎ-কারিণী দেহপ্রভা। আপনার সদৃশ সৎপাত্র আর কোথাও নাই। আমার যখন কন্যা জন্মিয়াছে, তখন অবশ্যই, ইহাকে সৎপাত্রসাৎ করিতে হইবে। কিন্তু, আমার একটি প্রার্থনা আছে। আপনি সত্যবাদী। আমার এই কন্যা সত্যবতীকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিতে হইলে, অগ্রে, আমার প্রার্থনাপূরণে আপনাকে অঙ্গীকার

করিতে হইবে। শান্তনু কহিলেন;, দাসরাজ! তোমার প্রার্থনা না জানিয়া, কিরূপে তাহার পূরণে সম্মত হইতে পারি। যদি প্রার্থনীয় বিষয় দানযোগ্য হয়, অবশ্যই দান করিব, অদেয় হইলে কোনও ক্রমে দিতে পারিব না। শান্তনুর কথায়, দাসরাজ কহিল, আমার এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সেই পুত্রই আপনার অবর্ত্তমানে রাজ্যাভিষিক্ত হইবে, অপর কেহ রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে পারিবে না। আমার এই অভিলাষ। অভিলাষ পূর্ণ হইলেই, আপনার হস্তে দুহিতারত্ন সমর্পিত করিতে পারি।

মহারাজ শান্তনু, দাসরাজের প্রার্থনীয় বিষয় শুনিয়া, ক্ষুব্ধ হইলেন। পৌর ও জানপদবর্গ, অনুক্ষণ যাঁহার গুণগৌরবের ঘোষণা করে, ধর্ম্মপরায়ণ মনস্বিগণ, যাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও সৎকার্য্যশীলতার প্রশংসা করেন, তেজস্বী বীরপুরুষগণ, যাঁহার মহীয়সী বীরত্বকীর্ত্তির জয়োৎকীর্ত্তনে ব্যাপৃত থাকেন, সেই শাস্ত্রদর্শী, শস্ত্রকুশল, প্রাণাধিক দেবব্রত কুরুকুলের পবিত্র সিংহাসনের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইবে, রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন হইতে নিরস্ত থাকিবে, এবং রাজসম্মান ও রাজগৌরব হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত রহিবে, শান্তনু ইহা ভাবিয়া, নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইলেন। তিনি দেবব্রতের জন্য, ধীবরের প্রার্থনায় সম্মত হইতে পারিলেন না; আশাভঙ্গ হওয়াতে, বিষণ্নহৃদয়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শান্তনু, হস্তিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, উদ্বিগ্নচিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই প্রশান্তভাব, সেই প্রফুল্লতা অন্তর্হিত হইল। দুর্বিষহ চিন্তায় তাঁহার লোচনযুগল নিষ্প্রভ ও

মুখমণ্ডল মলিন হইতে লাগিল। পিতৃভক্ত দেবব্রত, পিতাকে এইরূপ বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল দেখিয়া, পরিতপ্ত হইলেন; অনন্তর একদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, বিনীতভাবে তদীয় চরণ-বন্দনাপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, তাত! রাজ্যের কোথাও কোনরূপ অমঙ্গলের চিহ্ন নাই, রাজমণ্ডল আপনার অধীন রহিয়াছেন, প্রজাকুল সৌরাজ্যসুখে পরিতৃপ্ত হইতেছে, চারি দিকেই সুখের উচ্ছ্বাস, শান্তির প্রবাহ ও সমৃদ্ধির বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। তথাপি, কি নিমিত্ত আপনাকে চিন্তাকুল ও বিষাদগ্রস্ত দেখিতেছি। আপনি সর্ব্বদাই যেন শূন্যহৃদয়ে রহিয়াছেন, পুত্রবলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আহ্লাদিতচিত্তে আমায় সম্ভাষণ করিতেছেন না; অশ্বারোহণে আর পরিভ্রমণ করেন না। আপনার শরীর দিন দিন কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছে। কি রোগে আপনার এইরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছে? আজ্ঞা করুন, আমি সেই রোগের প্রতীকার করিব।

শান্তনু, ধর্ম্মব্রত দেবব্রতের কথা শুনিয়া, কহিলেন, বৎস! আমাদের বংশরক্ষার তুমিই একমাত্র অবলম্বন। তুমি অস্ত্রশস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ হইয়াছ। কিন্তু, এই বিনশ্বর জগতে কিছুই অবিনশ্বর নহে। আমি মানুষের অনিত্যতা স্মরণ করিয়া, একান্ত পরিতপ্ত হইতেছি। যদি, কোন সময়ে তোমার কোনরূপ অনিষ্টসংঘটন হয়, তাহা হইলে আমাদের পবিত্র কুল নির্ম্মূল হইবে। ধর্ম্মবাদীরা কহিয়া থাকেন, যাহার এক পুত্র, সে অপুত্র-কের মধ্যেই পরিগণিত। আমি বংশরক্ষার নিমিত্ত, সর্ব্বক্ষণ সর্ব্ব-শক্তিমান্ ঈশ্বরের নিকট তোমার কুশলপ্রার্থনা করি। তুমি

সর্ব্বদা শূরত্বপ্রকাশে তৎপর রহিয়াছ। তোমার যেরূপ পরাক্রম, যেরূপ শস্ত্রসঞ্চালনদক্ষতা ও যেরূপ প্রদীপ্ত অমর্ষ, তাহাতে রণস্থলে তোমার নিধনসম্ভাবনা দেখিতেছি। তাহা হইলে, এই কুলের গতি কি হইবে ? কে এই লোকবিশ্রুত পবিত্র কুরুবংশের অবলম্বস্বরূপ থাকিবে ? বৎস ! তুমি "আমার প্রাণাধিক, তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন।" আমি তোমার জন্য, যার পর নাই সংশয়াপন্ন হইয়াছি। অন্তঃকরণ কিছুতেই সুস্থির হইতেছে না। দুশ্চিন্তায় মানসিক শান্তি তিরোহিত হইয়াছে। ঘোরতর বিষাদবিষে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। দেবব্রত, পিতার বাক্যে কিয়ৎক্ষণ অবনতমুখে চিন্তা করিলেন, অনন্তর পরমহিতৈষী বৃদ্ধ অমাত্যের নিকট গমন করিয়া, তাঁহাকে পিতার বিষাদের কথা জানাইলেন। মন্ত্রিবর, দেবব্রতকে ম্রিয়মান দেখিয়া, তাঁহার নিকট, ধীবরনন্দিনীর বিবরণ, আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। কৌরবশ্রেষ্ঠ দেবব্রত বিশ্বস্ত সচিবের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া, পিতার অভিষ্টসিদ্ধির জন্য যত্নশীল হইলেন। কায়মনোবাক্যে পিতার আজ্ঞাপালন ও পিতৃশুশ্রূষাই তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। পরমদেবতা পিতা বিষণ্ণভাবে কালাতিপাত করিবেন, সমস্ত কার্য্যে হতাশহৃদয়ে ঔদাস্য দেখাইবেন, এবং দুঃসহ মর্ম্মপীড়াব দিন দিন ক্লিষ্ট ও কঙ্কালাবশিষ্ট হইতে থাকিবেন, পিতৃভক্ত দেবব্রত ইহা সহিতে পারিলেন না। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া, বয়োবৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণসমভিব্যাহারে দাসরাজের নিকট গমনপূর্ব্বক পিতার জন্য, স্বয়ং তদীয় কন্যারত্নপ্রার্থনা করিলেন।

দাসরাজ, কৌরবশ্রেষ্ঠ দেবব্রতের যথোচিত আদর ও অভ্যর্থনা করিয়া, বসিতে আসন দিল। দেবব্রত, সমভিব্যাহারী ক্ষত্রিয়গণসহ উপবিষ্ট হইলে, দাসরাজ কহিল, যুবরাজ! আপনি, মহারাজ শান্তনুর কুলপ্রদীপ। আপনার ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে উপযুক্ত পুত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, ঈদৃশ শ্লাঘ্য সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে কোন্ ব্যক্তি পরিতপ্ত না হয়? দেবরাজ ইন্দ্রও এসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমি কন্যার পিতা। অতএব কন্যার মঙ্গলেচ্ছু হইয়া, আপনাকে এক কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই পরিণয় সম্পন্ন হইলে, গুরুতর সাপত্ন্যদোষ ঘটিবে। আপনি যেরূপ পরাক্রান্ত ও যেরূপ অমর্ষপ্রদীপ্ত, তাহাতে, যে, আপনার শত্রু হইবে, সে, যত বড়ই হউক না কেন, কিছুতেই দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারিবে না। বস্তুতঃ, আপনি ক্রুদ্ধ হইলে, সুর, নর, কাহারও নিস্তার নাই। উপস্থিত বিষয়ে কেবল এই মাত্র দোষ দৃষ্ট হইতেছে। পিতৃভক্ত দেবব্রত, দাসরাজের অভিপ্রায় বুঝিয়া, কিছুমাত্র চিন্তিত হইলেন না। তিনি প্রাণান্ত করিয়াও, পিতার পরিতোষসাধনে যত্নশীল ছিলেন। এখন দাসরাজের কঠোর কথায়, তাঁহার কোনরূপ চিত্তবৈকল্য ঘটিল না, কোনরূপ দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হইল না, কোনরূপ কাতরতায় দেহ শিথিল বা হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল না। তিনি পিতৃভক্তিতে অটল হইয়া, প্রশান্তভাবে জগতে মহান্ স্বার্থত্যাগের পরিচয় দিতে উদ্যত হইলেন। ভক্তি ও শ্রদ্ধার মহীয়সী ক্ষমতায়, তাঁহার হৃদয় দেবভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল; স্বার্থের মোহ ও বিষয়বাসনার পঙ্কিল

ভাব দূরীভূত হইল। তিনি, প্রশান্তভাবে সমাগত ক্ষত্রিয়গণসমক্ষে দাসরাজকে কহিলেন, সৌম্য! আমার সত্য প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর। আমি নিশ্চিত বলিতেছি, যিনি তোমার এই কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনিই হস্তিনার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবেন। আমি তাঁহাকেই কুরুরাজ্যের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিব।

তখন দাসরাজ কহিল, সত্যব্রত! আপনি পিতৃপক্ষের কর্ত্তা হইয়া আসিয়াছেন, এখন আমার এই কন্যার দানবিষয়েও কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করুন। এসম্বন্ধে আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে। আপনি সে বিষয়েও বিবেচনা করিয়া দেখুন। তনয়ার প্রতি যাহাদের স্নেহ ও মমতা আছে, তাহারা কখনও ইহা না বলিয়া থাকিতে পারে না। আমি প্রগাঢ় সন্তানবাৎসল্যপ্রযুক্তই এই কথা বলিতেছি। সত্যবাদিন্! আপনি সত্যবতীর জন্য সর্ব্বসমক্ষে যে প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাহা আপনার চরিত্রোচিতই হইয়াছে। আপনি যেরূপ মহানুভব ও যেরূপ সত্যব্রত, তাহাতে যে, কখনও ভবদীয় বাক্যের অন্যথা হইবে, আমার সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যিনি আপনার পুত্র হইবেন, তাঁহার প্রতি আমার সন্দেহ হইতেছে।

মনস্বী, দেবব্রত ইহা শুনিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় স্থিরভাবে ও পূর্ব্বের ন্যায় গম্ভীরস্বরে, দাসরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি ইতঃপূর্ব্বেই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি। এখন আমার পুত্রের রাজ্যপ্রাপ্তিবিষয়ে, যাহা পরিব্যক্ত হইল, তজ্জন্য এই শাস্ত্রদর্শী ক্ষত্রিয় রাজগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি কখনও

দারপরিগ্রহ করিব না, অদ্য হইতে যাবজ্জীবন, দুশ্চর ব্রহ্মচর্য্যের পালন করিব। পিতাই পরম গুরু, পিতাই পরম ধর্ম্ম, পিতাই পরমা তপস্যা। পিতার প্রীতিসাধন হইলেই সমস্ত দেবতা প্রীত হইয়া থাকেন। আমি পরম গুরু পিতার প্রীতিসাধন জন্যই, এই কঠোর প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইলাম। ইহাতে অপুত্রক হইলেও, অবশ্য আমার অক্ষয় স্বর্গের লাভ হইবে। যদি পৃথিবী প্রলয়-পয়োধিজলে নিমগ্না হয়, এই বিচিত্রবিষয়যুক্ত, বিশাল বিশ্ব যদি মুহূর্ত্তের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়, অধিক কি, অমরবাসভূমি, পবিত্র স্বর্গও যদি বিচূর্ণ ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও আমার প্রতিজ্ঞা স্খলিত হইবে না। দাসরাজ, দেবব্রতের এই প্রতিজ্ঞা-বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক অতিমাত্র বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া, মহারাজ শান্তনুকে কন্যাদান করিতে সম্মত হইল। সমবেত ক্ষত্রিয়গণ দেবব্রতের লোকাতীত স্বার্থত্যাগ ও পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়া, বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। স্বর্গস্থ দেব-সমিতিতে কিন্নরগণের বীণানিন্দিত, মধুর স্বরে পিতৃভক্ত দেবব্রতের লোকোত্তর চরিতের গুণগান হইতে লাগিল। সিদ্ধ ও তাপসগণ দেবব্রতের প্রতিজ্ঞার বিষয় শুনিয়া, হৃদয়গত প্রীতির সহিত তাঁহার প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপ ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য যুবরাজ দেবব্রত ভীষ্মনামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

দাসরাজ কন্যাদানে সম্মত হইলে, দেবব্রত সত্যবতীকে কহিলেন, মাতঃ! রথ প্রস্তুত রহিয়াছে, আরোহণ করুন, আমরা গৃহে গমন করি। দেবব্রতের বাক্যে সত্যবতী রথে আরোহণ

করিলেন। দেবব্রত, সত্যবতীকে লইয়া, হস্তিনায় আগমন পূর্ব্বক পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া, বিনীতভাবে সমস্ত বৃত্তান্তের নিবেদন করিলেন। এদিকে সমভিব্যাহারী ক্ষত্রিয়গণও হস্তিনাপুরে সমাগত হইয়া, সেই দুষ্কর কর্ম্মের জন্য, দেবব্রতের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে কহিলেন, অতি ভীষণ কর্ম্ম করাতে, ইঁহার নাম ভীষ্ম হইয়াছে। অনন্তর,তাঁহারা সকলেই দেবব্রতকে ভীষ্ম বলিয়া আহ্বান করিলেন। মহারাজ শান্তনু, তনয়ের অসাধারণ ক্ষমতা ও দুঃসাধ্য কার্য্যসাধনে দৃঢ়তর অধ্যবসায় দেখিয়া, সন্তুষ্টচিত্তে এই বর প্রদান করিলেন, বৎস! স্বেচ্ছাব্যতিরেকে তোমার মৃত্যু হইবে না। পিতৃভক্তিপরায়ণ দেবব্রত, এইরূপে পরিতুষ্ট পিতার নিকট ইচ্ছামৃত্যুরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া, ভীষ্মনামে প্রসিদ্ধিলাভ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মহারাজ শান্তনু যথাবিধানে পরমসুন্দরী সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। অমিতপরাক্রম, ভক্তিমান্ ভীষ্মের জন্য, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার মনোবেদনার শান্তি হইল। শান্তশীল শান্তনু, এখন সত্যবতীর সহিত প্রফুল্ল ও প্রশান্তভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। মহামতি ভীষ্ম অনন্যকর্ম্মা হইয়া, অনুক্ষণ তাঁহাদের শুশ্রূষায় তৎপর রহিলেন। পিতার পরিতোষসাধনে, তাঁহার যেরূপ যত্ন ও আগ্রহ ছিল, মাতার সন্তুষ্টিসম্পাদনেও, তাঁহার সেইরূপ মনোযোগ ও একাগ্রতা পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। সত্যবতী, ভীষ্মের সদাচরণে পরিতুষ্ট হইয়া, পরমসুখে হস্তিনায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে, সত্যবতী একটি পরমসুন্দর কুমার প্রসব করিলেন। শান্তনু পুত্রমুখদর্শনে হৃষ্ট হইলেন। রাজ্যমধ্যে নানা উৎসবের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। কুরুরাজ, নবজাত কুমারের নাম চিত্রাঙ্গদ রাখিলেন। চিত্রাঙ্গদ, মহামতি ভীষ্মের মতানুবর্ত্তী হইয়া, ক্রমে নানাশাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন। অনন্তর তিনি, পবিত্র মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া, শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সমন্ত্রক শস্ত্রবিদ্যার অভ্যাস করিতে লাগিলেন। শস্ত্রবিদ্যাতেও তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা জন্মিল। শান্তনু, পুত্রের ধীশক্তি ও অস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্য দেখিয়া, পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন।

কতিপয় বৎসর পরে, সত্যবতীর গর্ভে আর একটি পুত্রসন্তান জন্মিল। এই দ্বিতীয় কুমার বিচিত্রবীর্য্যনামে অভিহিত হইলেন। বিচিত্রবীর্য্য বয়ঃপ্রাপ্ত না হইতেই, মহারাজ শান্তনুর পরলোকপ্রাপ্তি হইল। ভীষ্ম, পিতৃদেবের লোকান্তরগমনে শোকে একান্ত অভিভূত হইলেন। পিতৃভক্তিতে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। পিতার শুশ্রূষায়, তিনি সুখানুভব করিতেন, পিতার প্রিয়কার্য্যসাধন করিতে পারিলে, তিনি চরিতার্থ হইতেন, পিতাকে নিরন্তর প্রফুল্ল দেখিলে, তিনি ভূলোকে থাকিয়াও, আপনাকে পবিত্র বৈজয়ন্তধামের অধি-বাসী বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপ পরম দেবতা ও পরম ভক্তির পাত্র পিতার লোকান্তরপ্রাপ্তিতে, তাঁহার হৃদয়ে নিদারুণ শোকশল্য বিদ্ধ হইল। তিনি প্রভূত তেজস্বী, লোকাতীত বীরত্বসম্পন্ন ও অসাধারণ ক্ষমতাশালী হইয়াও, তরঙ্গমালাপরিবৃত বিশাল জলধি-তলে, তরণীশূন্য, ভাসমান ব্যক্তির ন্যায়, পিতৃবিয়োগে, আপনাকে এই সংসারসাগরে, নিঃসহায় ও নিরবলম্ব ভাবিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, পিতৃবিয়োগজনিত দুঃখ, বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় তাঁহাকে নিরন্তর নিপীড়িত করিতে লাগিল। ভীষ্ম, পিতৃবিয়োগশোকে এইরূপ মর্ম্মাহত হইলেও, কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হইলেন না। তিনি দুঃসহ শোকাবেগের সংবরণ করিয়া, পিতৃদেবের ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন করিলেন।

অনন্তর, ভীষ্ম সত্যবতীকে কহিলেন, মাতঃ! চিত্রাঙ্গদ এখন সর্ব্বাংশে উপযুক্ত হইয়াছেন। তিনি যেরূপ ধীশক্তিসম্পন্ন, সেইরূপ প্রভূত পরাক্রমশালী। এই বিস্তৃত রাজ্যের শাসনে ও প্রকৃতিবর্গের

পালনে, তাঁহার ক্ষমতা আছে। আপনার অনুমতি হইলে, তাঁহাকে পৌর ও জানপদবর্গের সমক্ষে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে পারি। সত্যবতী, ভীষ্মকে অভীষ্টকার্য্যসাধনে অনুমতি দিলেন। সত্যবতীর অনুজ্ঞা পাইয়া, ভীষ্ম, চিত্রাঙ্গদকে কহিলেন, বৎস! পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এখন এই বিপুল ধনসম্পত্তি ও বিস্তৃত রাজ্যের তুমিই বিধিসঙ্গত অধিপতি। শাস্ত্রানুশীলনে তোমার অন্তঃকরণ সংযত হইয়াছে, শস্ত্রশিক্ষায় তোমার তেজস্বিতা বিকাশ পাইয়াছে, সমরচাতুরীর অভ্যাসে তোমার শক্তি উপচিত হইয়া উঠিয়াছে। তুমি রাজনীতিতে পারদর্শিতালাভ করিয়াছ; এখন রাজপদ গ্রহণ করিয়া, অপ্রমত্তচিত্তে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন কর। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যাবজ্জীবন রাজসিংহাসনে উপবেশন বা রাজদণ্ডধারণ করিব না। অতএব, বৎস! তুমি রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, রাজকীয় কার্য্যের পর্য্যালোচনে তৎপর হও। সমরে পরাক্রমপ্রদর্শন ও সর্ব্বান্তঃকরণে প্রজারঞ্জন,, আমাদের কুলোচিত ধর্ম্ম। তুমি সর্ব্বদা অতন্দ্রিত হইয়া, এই ধর্ম্মের পালন করিবে; নিরন্নকে অন্ন, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় ও নিঃসম্বলকে অর্থদান করিয়া পরিতুষ্ট রাখিবে; দেবদ্বিজের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিবে; বয়োবৃদ্ধদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইবে; এবং প্রকৃতিবর্গকে পুত্র ভাবিয়া, অনুক্ষণ তাহাদের অনুরঞ্জনে তৎপর রহিবে। তুমি, তেজস্বিতা ও কোমলতা, উভয়েরই আশ্রয়স্থল হইয়াছ। উভয়ই, তোমার প্রকৃতিকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। শত্রুগণ তোমার রণস্থলবর্ত্তিনী সংহারমূর্ত্তি দেখিয়া যেরূপ ভীত হয়,

প্রজালোকে, তোমার উদারভাব, প্রশান্ত প্রকৃতি ও সদয় ব্যবহার দেখিয়া, সেইরূপ প্রীত ও পুলকিত হউক। তুমি জিগীষু প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখে, প্রদীপ্ত মধ্যাহ্নতপনের ন্যায় তেজঃপ্রকাশ কর, এবং আশ্রিত ও অনুগত লোকের সম্মুখে, সৌম্যদর্শন, শীতরশ্মির ন্যায় স্নিগ্ধতার পরিচয় দাও।

ভীষ্ম, চিত্রাঙ্গদকে এইরূপ উপদেশ দিয়া, রাজ্যে যথাবিধি অভিষিক্ত করিলেন। চিত্রাঙ্গদ রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া, বিপক্ষের বিজয়িনী শক্তি বিনষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি সর্ব্বদা যুদ্ধবেশে সজ্জিত থাকিতেন। সমরে অরাতিনিপাত ও আত্ম-পরাক্রমপ্রদর্শন, এখন তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইল। তাঁহার পরাক্রমে সমগ্র রাজমণ্ডল পরাজয় স্বীকার করিলেন। চিত্রাঙ্গদনামক এক গন্ধর্ব্বরাজ ছিলেন। তিনি সৈন্যসামন্ত লইয়া, কুরুরাজ চিত্রাঙ্গদকে সমরে আহ্বান করিলেন। পবিত্র কুরুক্ষেত্রে, পবিত্রসলিলাসরস্বতীতীরে উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। যুদ্ধে কুরুরাজ চিত্রাঙ্গদ নিহত হইলেন।

চিত্রাঙ্গদের নিধনসংবাদে, ভীষ্ম, একান্ত পরিতপ্ত হইয়া, তাঁহার প্রেতকৃত্য সম্পন্ন করাইলেন, এবং সত্যবতীর মতানুসারে বিচিত্র-বীর্য্যকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। এই সময়ে বিচিত্রবীর্য্য অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। ভীষ্ম, অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, তাঁহার প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এসময়ে, তিনিই কৌরব-দিগের অবলম্বস্বরূপ ছিলেন। অপরিণতবুদ্ধি কুরুরাজ, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই, নিরাপদে রাজধর্ম্ম ও রাজনীতির পর্য্যালোচনা

করিতে লাগিলেন। বিচিত্রবীর্য্য, ভীষ্মের প্রতি সমুচিত সম্মান-প্রদর্শন করিতেন। তিনি যতদিন অপ্রাপ্তবয়স্ক ও রাজকার্য্যে অদূরদর্শী ছিলেন; ততদিন ভীষ্মের উপদেশানুসারে চলিতেন। ভীষ্মও তাঁহাকে পরম যত্নে ও পরম স্নেহে বিবিধ উপদেশ দিতেন। মহামতি ভীষ্মের উপদেশে, বিচিত্রবীর্য্য নানাবিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়া উঠিলেন।

বিচিত্রবীর্য্য, ক্রমে বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া, যৌবনে পদার্পণ করিলেন। ভীষ্ম, বিচিত্রবীর্য্যকে তরুণবয়স্ক দেখিয়া, তাঁহার বিবাহ দিবার মানস করিলেন। এই সময়ে কাশীপতির তিন কন্যার স্বয়ংবরের সংবাদ, ভীষ্মের কর্ণগোচর হইল। কন্যাত্রয়ের রূপের যেরূপ মাধুরী, সেইরূপ পিতৃকুলের গৌরব ছিল। ভীষ্ম, এজন্য,ঐ তিন কন্যার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিবার ইচ্ছা করিলেন। অনন্তর তিনি, সত্যবতীর অনুমতি লইয়া, সৈন্যসামন্তের সহিত রথারোহণে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে স্বয়ংবরের উদ্‌যোগ হইল। ভীষ্ম, স্বয়ংবরসভায় সমাগত হইয়া দেখিলেন, সভার চারি দিকে উজ্জ্বল রত্নসিংহাসন সকল রহিয়াছে। বিভিন্ন জনপদের ক্ষত্রিয় রাজগণ, উপযুক্ত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, ঐ সকল সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। অগুরুধূপে চারি দিক আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি হইতেছে। কন্যারা স্বয়ংবরোচিত বেশভূষা করিয়া, সেই বিচিত্র সভামণ্ডপে, সুসজ্জিত রাজমণ্ডলের মধ্যে, আসনপরিগ্রহ করিয়াছেন।

অনন্তর, বন্দিগণ সমাগত রাজগণের কুলপরিচয় দিলে, ভীষ্ম সভামণ্ডপে দণ্ডায়মান হইয়া, গম্ভীরস্বরে কহিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, স্ত্রীপরিগ্রহ করিব না; যতদিন জীবন থাকিবে, ততদিন চিরকুমারব্রতের পালন করিব। কখনও আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে না। আমি, এই কন্যাদিগের পাণিগ্রহণার্থী হইয়া, স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হই নাই; আমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের জন্য, ইঁহা-দিগকে প্রার্থনা করিতেছি। বিচিত্রবীর্য্য, এখন সুবিস্তৃত কুরু-রাজ্যের অধিপতি হইয়াছেন। যৌবনসমাগমে, তাঁহার রূপ ও গুণ, উভয়ই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি, সেই রূপগুণসম্পন্ন কুরুরাজের সহিত এই লাবণ্যনিধান কন্যাত্রয়ের বিবাহ দিব। এই জন্য, ইঁহাদিগকে লইতে আসিয়াছি। এইরূপ কহিয়া, ভীষ্ম কন্যাদিগকে পরম যত্নে স্বীয় রথে উঠাইয়া, সমবেত ভূপতিদিগকে কহিলেন, যাঁহারা ইঁহাদের পাণিগ্রহণার্থী হইয়াছেন, ইচ্ছা হইলে, তাঁহারা আমাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া, ইঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারেন। আমি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিয়াছি। ইহা বলিয়াই, ভীষ্ম কন্যাদিগকে লইয়া, রথারোহণে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন।

এই অতর্কিত ব্যাপারে, সভামধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। রাজগণ ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া, স্বয়ংবরসভার উপযোগী বেশ-ভূষা পরিত্যাগ করিয়া, যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইতে লাগিলেন। চারি দিকে অস্ত্রশস্ত্রের শব্দে, সভামণ্ডল আকুল হইল। ক্ষণকাল পূর্ব্বে, যে স্থলে বিবাহকালীন শান্তভাব বিরাজ করিতেছিল, সুগন্ধি অগুরু-ধূপে, মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনিতে, যে স্থল পরিপূর্ণ ছিল, তাহা এখন রথের

ঘর্ঘরশব্দে, অশ্বের হ্রেষাধ্বনিতে যুদ্ধযাত্রী রাজন্যকুলের ভৈরব রবে, ভীষণ হইয়া উঠিল। পরাক্রান্ত বীরপুরুষেরা সত্বর অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ভীষ্মের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। তাঁহারা, ভীষ্মকে তাঁহাদের প্রার্থনীয় কন্যাত্রয় লইয়া যাইতে দেখিয়া, ক্রোধারক্তনেত্রে, ভ্রূকুটিকুটিল মুখে, তর্জ্জন করিতে করিতে, অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু, যুদ্ধে তাঁহাদের জয়লাভ হইল না, অমিতপরাক্রম ভীষ্ম, একাকী বহুসংখ্য ভূপতির সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাঁহাদের সকলের ক্ষমতা বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। রাজগণ, পরাজিত হইয়া, ক্ষুণ্নমনে স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিলেন। ভীষ্ম বিজয়শ্রীতে গৌরবান্বিত হইয়া, সেই কন্যদিগকে দুহিতার ন্যায় যত্ন ও আদরপূর্ব্বক হস্তিনায় লইয়া আসিলেন।

ভীষ্ম, এইরূপ দুরূহ কার্য্যসাধনপূর্ব্বক হস্তিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, সত্যবতীর সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া, ভ্রাতার বিবাহের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা, ভীষ্মকে অবনতমুখে কহিলেন, আমি ইতঃপূর্ব্বে মনে মনে শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি। শাল্বরাজও আমায় প্রার্থনা করিয়াছেন, এবিষয়ে আমার পিতারও সম্পূর্ণ অভিমত আছে। এখন, ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ, যাহা আপনার কর্ত্তব্যবোধ হয়, করুন। ভীষ্ম, অম্বার এই কথা শুনিয়া, বেদপারগ ব্রাহ্মণদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া, কহিলেন, ভদ্রে! তুমি মনে মনে যাঁহার করে আত্মসমর্পণ করিয়াছ, তিনিই তোমার বিধিসংগত পতি, আমি তোমার ইচ্ছার প্রতিকূলে কোন কার্য্য করিতে চাহি না। তোমায় বলপূর্ব্বক এস্থানে

রাখিতে আমার প্রবৃত্তি নাই। আমি এরূপ কার্য্য সাতিশয় গর্হিত ও অবমাননাকর বলিয়া মনে করি। শাল্বরাজ স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত হইয়া, আমার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে পরাজিত করিয়া, তোমায় আনিয়াছি। তথাপি, তুমি যখন তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ, তখন তাঁহারই সহধর্ম্মিণী হইয়া, পরমসুখে কালযাপন কর। আমি সমরাঙ্গণে তেজস্বিতা দেখাই, শত্রুবিমর্দ্দনে পরাক্রম প্রকাশ করি, আর্ত্তরক্ষণে আত্মশক্তির বিকাশে উন্মুখ হই, কিন্তু, দয়াধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া, ক্ষমতা দেখাইতে ইচ্ছা করি না। নারীর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপকরা কাপুরুষের কার্য্য। আমি কাপুরুষোচিত কার্য্য করিয়া, জীবিত থাকিতে চাহি না। ভীষ্ম, ইহা কহিয়া, অম্বাকে যথোচিত আদর ও সম্মানের সহিত তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবার অনুমতি দিলেন। অনন্তর, বারাণসীপতির অপর দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহের আয়োজন হইল। ভীষ্ম, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণবর্গের সমক্ষে, ঐ দুই কন্যার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিলেন। সত্যবতী, পুত্রের অনুরূপ অভিনব বধূদিগকে পাইয়া আহ্লাদপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, পুরবাসীরা রাজযোগ্য রমণীযুগলকে দেখিয়া, আমোদসাগরে নিমগ্ন হইল। সমগ্র কুরুরাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন উৎসবস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

তরুণবয়স্ক বিচিত্রবীর্য্য, সেই লাবণ্যবতীকামিনীযুগলকে বিবাহ করিয়া, অনুক্ষণ তৎসহবাসসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। মহিষীদ্বয়ও, দেবসেনানীসদৃশ রূপবান, দেবরাজসদৃশ পরাক্রমশালী ও দেবগুরুসদৃশ সর্ব্বগুণান্বিত পতিলাভ করিয়া, চরিতার্থ হইলেন।

তাঁহারা, আপনাদিগকে সৌভাগ্যশালিনী মনে করিয়া, প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে পতিসেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু, বিচিত্রবীর্য্যের অদৃষ্টে এইরূপ ভোগসুখ দীর্ঘস্থায়ী হইল না। অনিয়ত আচারে ও অতিব্যসনে, তিনি যৌবনেই ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইলেন। ভীষ্ম, ভ্রাতার রোগশান্তির জন্য, অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ রোগের নানারূপ প্রতীকারে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু রোগের শান্তি হইল না। দুরন্ত ক্ষয়রোগে, বিচিত্রবীর্য্য ক্রমে ক্ষয়োন্মুখ হইলেন। তাঁহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল, পরিচ্ছদ ভার বোধ হইতে লাগিল, এবং দেহ শীর্ণ ও অপরের অবলম্বনব্যতিরেকে চলৎশক্তিশূন্য হইয়া পড়িল।

বিচিত্রবীর্য্য ক্ষয়াতুর ও ভীষ্ম অকৃতদার হওয়াতে, কলামাত্রা-বশিষ্টচন্দ্রযুক্ত নভোমণ্ডলের ন্যায়, অথবা নিদাঘকালের পঙ্কাবশিষ্ট জলাশয়ের ন্যায়, কুরুবংশের সাতিশয় দুর্দ্দশা ঘটিল। পারদর্শী চিকিৎসকগণ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সমস্তই বিফল হইল। বিচিত্রবীর্য্য, রোগের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিলেন না; সেই তরুণ বয়সেই কালগ্রাসে পতিত হইলেন। সত্যবতী, পুত্রশোকে অধৈর্য্য হইয়া, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন; অম্বিকা ও অম্বালিকা ভর্ত্তৃবিয়োগে ব্যাকুল হইয়া, শিরে করাঘাত ও কেবল হাহাকার করিতে লাগিলেন; ভীষ্ম ভ্রাতৃশোকে কাতর হইয়া, বাষ্পবিমোচন করিতে লাগিলেন। যে রাজভবন আহ্লাদ-ময়, আমোদময় ও উৎসবময় ছিল, তাহা এখন গভীর শোকান্ধকারে আচ্ছন্ন হইল।

সত্যবতী, দুঃসহ শোকবেগের কথঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া, একদা ভীষ্মকে কহিলেন, বৎস! তোমার পিতৃদেবকে জলপিণ্ড দিয়া, সন্তৃপ্ত করে, এখন এমন ব্যক্তি তোমাব্যতীত আর নাই। তুমি ধর্ম্মতত্ত্বে অভিজ্ঞ, বেদবেদাঙ্গে পারদর্শী ও রাজনীতিতে কুশল হইয়াছ। তোমার যেরূপ বলবতী ধর্ম্মনিষ্ঠা, সেইরূপ কুলাচারে অভিজ্ঞতা ও দুরূহ কার্য্যসাধনে মহীয়সী সহিষ্ণুতা আছে। আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি এখন রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, প্রজাপালন ও দারপরিগ্রহ করিয়া, ধর্ম্মানুষ্ঠান কর। সত্যবতীর বাক্যশ্রবণে ভীষ্ম বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, মাতঃ! আপনি ধর্ম্মসঙ্গত অনুমতি করিতেছেন, যথার্থ বটে, কিন্তু আমি রাজদণ্ডধারণ ও স্ত্রীগ্রহণ বিষয়ে, যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা আপনার অবিদিত নাই। আপনি পূর্ব্বাপর দেখিয়া আসিতেছেন, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রতিজ্ঞাপালন করিতেছি; পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিলে, আপনার অনুমতি লইয়া, চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি, চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্ব্বযুদ্ধে নিহত হইলে, অপ্রাপ্তবয়স্ক বিচিত্রবীর্য্যকেই রাজপদ দিয়াছি, স্বয়ং রাজদণ্ডধারণ করি নাই; বিচিত্রবীর্য্য যৌবন দশায় উপনীত হইলে, বারাণসীতে যাইয়া, রাজগণকে পরাভূত করিয়া, কাশীরাজের তিন কন্যাকে লইয়া আসিয়াছি, এবং প্রথমা কন্যাকে তাঁহার প্রার্থনানুরূপ কার্য্য করিতে আদেশপ্রদান করিয়া, অপর দুই কন্যার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিয়াছি; স্বয়ং স্ত্রীগ্রহণে উন্মুখ হই নাই। এখন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিলে, আমি ইহলোকে ধর্ম্মভ্রষ্ট ও লোকান্তরে নিরয়গামী হইব। আমি বিলাসী

বা ভোগাভিলাষী নহি। অকিঞ্চিৎকর বিষয়ভোগের জন্য, ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া, জীবিত থাকিতে আমার প্রবৃত্তি নাই। পিতার পরিতোষসাধন জন্য, ভীষণ প্রতিজ্ঞা করাতে, আমি লোকসমাজে দেবব্রতের পরিবর্ত্তে ভীষ্ম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছি। এখন প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হইলে, আমার সেই নামে কলঙ্কস্পর্শ হইবে, সেই দৃঢ়তার অবমাননা ঘটিবে, সেই পিতৃভক্তি অধর্ম্ম ও অপযশের পরিচয়স্থল হইয়া উঠিবে। মাতঃ! বলিব কি, আমি ত্রৈলোকের আধিপত্য পরিত্যাগ করিতে পারি, ইন্দ্রত্ব পরিত্যাগ করিতে পারি, ইহা অপেক্ষাও যদি কিছু অভীষ্ট বিষয় থাকে, তাহারও পরিত্যাগে প্রস্তুত হইতে পারি, কিন্তু কখনও সত্য পরিত্যাগ করিতে পারিব না। যদি ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মচ্যুত হয়েন, দেবরাজ যদি পরাক্রমভ্রষ্ট হইয়া পড়েন, তপন যদি তাপদানে বিরত থাকেন, চন্দ্রমা যদি স্নিগ্ধতাপ্রকাশে বিমুখ হয়েন, তাহা লইলেও, ভীষ্ম কখনও প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইবে না।

ভীষ্মের সত্যপালনে এইরূপ অটলতা, ভোগসুখে এইরূপ বীতস্পৃহতা ও বৈষয়িক কার্য্যে এইরূপ নিঃস্বার্থপরতা দেখিয়া, সত্যবতী প্রীতিস্নিগ্ধনয়নে ও স্নেহমধুরবচনে কহিলেন, বৎস! তোমার কথা শুনিলে, শরীর শীতল হয়; হৃদয় ধর্ম্মভাবে পূর্ণ হয়; ইন্দ্রিয়সকল পবিত্রতার সংযোগে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দরসে অভিষিক্ত হয়; অন্তঃকরণ বিষয়বাসনা ও স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়া, ভোগাভিলাষশূন্য ও পরার্থপর হয়। পিতৃভক্তিতে ও প্রতিজ্ঞাপালনে, তুমি অমর লোকেরও বরণীয়। আমি তোমার প্রকৃতি জানি,

সত্যের প্রতি তোমার যে, অবিচলিত ভক্তি ও প্রীতি আছে, তাহা আমার অবিদিত নাই। আমি রাজসিংহাসন শূন্য দেখিয়া, এবং প্রাণাধিক বিচিত্রবীর্য্যের বিয়োগে একান্ত অধৈর্য্য ও পূর্ব্বাপর বিবেচনাশূন্য হইয়াই, তোমায় উক্তরূপ অনুরোধ করিয়াছি। চিত্রাঙ্গদের অভাবে, আমি এতদিন বিচিত্রবীর্য্যের মুখ দেখিয়াই, আশ্বস্ত ছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, বিচিত্রবীর্য্য দীর্ঘকাল রাজত্বসুখ ভোগ করিয়া, উপযুক্ত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবে। আমি পুত্র ও পৌত্র রাখিয়া, সুখে মরিব। কিন্তু, বিধাতা এ হতভাগিনীর অদৃষ্টে, সে সুখ লিখেন নাই। আমি দুঃসহ পতি-বিয়োগদুঃখ সহিয়াছি, এখন পুত্রশোকও অবলীলায় সহিতেছি। আমার হৃদয় নিঃসন্দেহ পাষাণে নির্ম্মিত হইয়াছে। হায়! এখন কি করিয়া জীবনধারণ করিব, কি করিয়া যৌবনবতী বধূদিগের বৈধব্যযন্ত্রণা দেখিব, কি করিয়া শূন্য রাজভবনে পতিবিয়োগ-বিধুরা, ব্রহ্মচর্য্যবেশধারিণী বধূদিগকে লইয়া থাকিব। ইহা অপেক্ষা মৃত্যু আমার পক্ষে সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর ছিল। আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে, সমস্ত সুখের অবসান হইয়াছে। আমি এখন কেবল দুর্ব্বহ দুঃখভারের বহন জন্যই, জীবনধারণ করিতেছি। আমার প্রাণ কি কঠিন! দুঃখের এরূপ নিপীড়নে, শোকের এরূপ নিষ্পেষণেও, ইহা বহির্গত হইতেছে না। এই বলিয়া, সত্যবতী পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম, সত্যবতীর কাতরতাদর্শনে কহিলেন, মাতঃ! সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। জন্ম হইলেই মৃত্যু হয়, উৎপত্তি হইলেই

বিনাশ হয়, সংযোগ হইলেই বিয়োগ ঘটে। আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলেই, জীব লোকান্তরগত হইয়া, কর্ম্মফলানুসারে ভিন্ন ভিন্ন গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিধিনির্বন্ধের খণ্ডন কিছুতেই হয় না। অপ্রতিবিধেয় বিষয়ে কাতর হওয়া উচিত নহে। আমিও ত আপনার পুত্র, এই পুত্র আপনার সেবার জন্য, সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছে। এই আজ্ঞাবহ সেবক বর্ত্তমান থাকিতে, কোনও বিষয়ে, আপনার কোনরূপ অসুবিধা ঘটিবে না। এখন এই পুত্রের মুখ দেখিয়া, মন স্থির করুন। রাজসিংহাসন আপাততঃ শূন্য থাকিলেও, আমার পরাক্রমে, কেহ ঐ সিংহাসনের অবমাননা করিতে সাহস পাইবে না, এবং রাজ্য আপাততঃ অরাজক হইলেও, আমার বাহুবলে ও মন্ত্রণাকৌশলে; উহা কোনও রূপে উচ্ছৃঙ্খল বা উপদ্রবগ্রস্ত হইবে না। আমাদের জগদ্‌বিশ্রুত পবিত্র বংশের বিলোপাশঙ্কা, এখনও আমার মনে উদিত হয় নাই। যিনি গলে পিতৃচিহ্ন যজ্ঞোপবীত ও হস্তে মাতৃচিহ্ন ভীষণ শরাসনধারণ করিয়া, বীরত্বপ্রদর্শনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, যিনি রোষনিষ্ঠুর পিতার আদেশপালন জন্য, তীক্ষ্ণধার কুঠারদ্বারা, ভয়ব্যাকুলা জননীর শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন, যাঁহার লোকাতীত পরাক্রমে মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য ছিন্নবাহু হইয়াছিলেন, যিনি পিতৃবধে ক্রোধপ্রদীপ্ত হইয়া, রাজবংশের সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং একবিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া, অরাতিশোণিতজলে পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর, ভগবান্ ভার্গবও পরিশেষে ক্ষত্রিয়-কুলের রক্ষায় সযত্ন, হইয়াছিলেন। ফলতঃ, যাঁহারা আর্ত্তের

পরিরক্ষণে সতত উদ্যত রহিয়াছেন, ধরিত্রীর পালনে নিয়ত শ্রমশীলতার একশেষ দেখাইতেছেন, এবং বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত না হইয়া, নিরন্তর নিখিল পৃথ্বীমণ্ডলের উৎপাতদমন ও শান্তি-সম্পাদন করিতেছেন, বিধাতার বিশ্বপালনী শক্তি, সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে সর্ব্বধ্বংস হইতে রক্ষা করিবে। বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীযুগলের সন্তানসম্ভাবনা হইয়াছে; অতএব, আপনি স্থিরচিত্তে সুসময়ের অপেক্ষায় থাকুন। ভীষ্ম, এইরূপ প্রবোধবাক্যে সত্যবতীকে আশ্বস্ত করিয়া, বিচিত্রবীর্য্যের গর্ভবতী পত্নীদ্বয়ের সন্তানপ্রসবের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীদ্বয়ের এক একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। ভীষ্ম, যথাবিধানে কুমারযুগলের জাতকর্ম্মাদিসম্পাদন করিয়া, অম্বিকার পুত্রের নাম ধৃতরাষ্ট্র ও অম্বালিকার পুত্রের নাম পাণ্ডু রাখিলেন। দৈববশতঃ ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হইলেন। যাহা হউক, ভীষ্ম, পুত্রনির্ব্বিশেষে কুমারযুগলের পালন করিতে লাগিলেন। তিনি, বিচিত্রবীর্য্যের প্রতি যেরূপ যত্ন ও স্নেহ-প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এখন, তৎপুত্রদ্বয়ের প্রতিও সেইরূপ যত্ন ও স্নেহপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হইলেও, ভীষ্ম তাঁহাকে রাজকুলোচিত শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিলেন না। কুমা-রেরা যথাসময়ে উপনীত হইয়া, ভীষ্মের নিয়োজিত শিক্ষকের সন্নিধানে বেদাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বেদশাস্ত্রে পারদর্শী হইলে, তাঁহারা অস্ত্রাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীষ্মের তত্ত্বাবধানে তাঁহাদের অস্ত্রশিক্ষাতেও কোন ত্রুটি হইল না। তাঁহারা অল্প সময়ের মধ্যেই, ধনুর্ব্বেদ, গদাযুদ্ধপ্রণালী, অসিচর্ম্মপ্রয়োগপ্রভৃতি বিষয়ে দক্ষতালাভ করিলেন। কুমারযুগলের মধ্যে পাণ্ডু অদ্বি-তীয় ধানুষ্ক ও ধৃতরাষ্ট্র অসাধারণ বাহুবলশালী বলিয়া, প্রসিদ্ধ হইলেন।

কুমারেরা, এইরূপে নানাবিষয়ে পারদর্শিতালাভ করিলে, ভীষ্ম অপরিসীম সন্তোষলাভ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, যদিও দর্শনশক্তি-

রহিত ছিলেন, তথাপি পাণ্ডুর জন্য, কুরুরাজ্য দীর্ঘকাল অরাজক অবস্থায় রহিল না, এবং হস্তিনার সিংহাসনও দীর্ঘকাল শূন্য থাকিল না। ভীষ্ম, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুকেই রাজ্য-শাসনের উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া, হর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। সত্যবতী ও তদীয় বধূদ্বয়ও পাণ্ডুকর্ত্তৃক রাজ্যরক্ষা হইবে ভাবিয়া, প্রফুল্লভাবে দিনপাত করিতে লাগিলেন। এখন নিরানন্দ ও নিরাশার বিষাদময়ী ছায়া অপসারিত হইল। রাজ্যমধ্যে আবার আনন্দস্রোত বহিতে লাগিল। পুরবাসিগণ আবার উৎসব ও আমোদে মত্ত হইল। হস্তিনাপুরী আবার যেন অভি-নব উৎসাহ ও অভিনব শক্তিতে সজীব হইয়া উঠিল।

মহামতি ভীষ্ম, পাণ্ডুকে আপনার নিকটে আনাইয়া কহিলেন, বৎস! বিধাতার নির্ব্বন্ধক্রমে তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জন্মান্ধ হইয়াছেন। এজন্য, অস্মৎকুলে, তুমিই রাজসিংহাসনের অধিকারী হইতেছ। অধুনা, তোমাকে কুরুরাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে হইবে। পিতৃবৎ প্রজাপালন করা, অস্মৎকুলের পবিত্র ধর্ম্ম। আপনার ন্যায়পরতা ও বিবেকশক্তি দ্বারা, রাজ্যস্থিত সমস্ত লোকের সুখবর্দ্ধন হইবে, রাজা এই জন্যই, রাজদণ্ডধারণ করিয়া থাকেন। প্রজালোককে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও নিপীড়িত করিয়া, ভোগা-ভিলাষ পূর্ণ করা, রাজার উচিত নহে। ইহাতে রাজকীয় শক্তির অবমাননা হয়। ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি হইলেই, রাজা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়েন না, অবিচলিত ন্যায়পরতা, দীর্ঘস্থায়িনী অব-দানপরম্পরা ও মহীয়সী কীর্ত্তিদ্বারাই, তিনি শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইয়া

থাকেন। সর্ব্বক্ষণেই; তাঁহার আত্মসংযম ও প্রশান্তভাব থাকা উচিত। তিনি যেমন স্বীয় বাহুবলে দেশান্তরে আধিপত্যস্থাপন ও শক্রর আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা করিবেন, সেইরূপ স্বীয় উদারতা ও মহত্ত্বের গুণে, প্রজালোকের চরিত্রসংশোধন ও সুখসমৃদ্ধির সংবর্দ্ধনে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিবেন। সর্ব্বান্তঃকরণে প্রজারঞ্জনই, তাঁহার একমাত্র ব্রত হওয়া উচিত। তিনি প্রজারঞ্জনে ব্যাপৃত থাকিবেন, প্রজারঞ্জনে আত্মসুখেও অবলীলায় জলাঞ্জলি দিবেন, এবং প্রজারঞ্জনেই পরম প্রীতিলাভ করিবেন। প্রকৃতিবর্গকে সুখে ও শান্তিতে রাখিবার জন্যই,বিধাতা তাঁহাকে তাদৃশ উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি, প্রকৃতিবর্গের সুখবর্দ্ধনে যে পরিমাণ কষ্টস্বীকার ও স্বার্থত্যাগ করিবেন, সেই পরিমাণেই পবিত্র রাজসিংহাসনের যোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন। তুমি, রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া, সুনিয়মে রাজ্যশাসন ও আত্মসুখের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, প্রজালোকের সুখবর্দ্ধন করিবে। উৎসাহ, অধ্যবসায় ও ধীশক্তির গুণে, তোমার সকল কার্য্যই যেন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। তুমি প্রকৃতিবর্গের হিতসাধন জন্য, করগ্রহণ ও লোকস্থিতির জন্য দণ্ডবিধান করিবে। শরণাগত দুর্ব্বলের প্রতি কখনও বলপ্রকাশ করিবে না। ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্মানুসারে, সমরে পরাক্রমপ্রকাশ করিবে। অরাতিনিপাতে আত্মবলের বিকাশ হইলেও, তোমার মনে যেন আত্মশ্লাঘার উদয় না হয়। তুমি, অনর্থকর রিপুবর্গকে আত্মবশে রাখিয়া, বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইবে। তোমার রাজ্যে, যেন নারীজাতির সম্মান, বৃদ্ধ ও

গুরু জনের আদর এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মর্য্যাদালাভ হয়। তুমি অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন হইলেও, ক্ষমাপ্রদর্শনে বিমুখ হইবে না। দুর্দ্দান্ত অশ্ব, যেমন রশ্মির আকর্ষণেও সংযত না হইয়া, অপথে ধাবমান হয়, তোমার শাসনাধীন জনগণ, যেন সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া, বিধিবহির্ভূত অসন্মার্গ অবলম্বন না করে। দেবতাদিগের প্রতি অচলা ভক্তি ও তত্ত্বদর্শী ঋষিদিগের প্রতি অটল বিশ্বাস, মানুষকে সর্ব্বদা মঙ্গলের পথে লইয়া যায়। তুমি, দেবভক্তিতে পরিপূর্ণ ও ঋষিদিগের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ থাকিবে। ভীষ্ম, পাণ্ডুকে এইরূপ উপদেশ দিয়া, তাঁহার অভিষেকের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, শুভক্ষণে তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ এবং পৌর ও জানপদবর্গের সমক্ষে, পাণ্ডুর অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইল। পাণ্ডু রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ভীষ্মের উপদেশানুসারে, রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনগুণে হস্তিনাপুরী শ্রীসম্পন্ন হইল; জনপদ সকল ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; প্রকৃতিবর্গ সৌরাজ্যসুখে পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল। ভীষ্ম, রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি ও সমৃদ্ধি দেখিয়া, সন্তোষলাভ করিলেন। তিনি, যে উদ্দেশ্যে পাণ্ডুকে বিবিধ শাস্ত্রে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন, এবং যে উদ্দেশ্যে তাঁহাকে রাজধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য সর্ব্বাংশে সিদ্ধ হইল দেখিয়া, চরিতার্থ হইলেন।

একদা, ভীষ্ম বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! পাণ্ডু এখন যথানিয়মে রাজ্যশাসন করিতেছেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হইলেও, পাণ্ডুর প্রভাবে জনপদ সকল সুরক্ষিত ও শান্তিপূর্ণ হই-

য়াছে। ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় রাজকুল অপেক্ষা আমাদের কুল, ধনে, মানে ও প্রতিপত্তিতে শ্রেষ্ঠ। যাহাতে এই বংশের ক্রমশঃ উন্নতি হয়, তাহার উপায়বিধান করা, আমাদের সর্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শুনিয়াছি, গান্ধাররাজ ও মদ্রেশ্বরের এক একটি পরমসুন্দরী কুমারী আছে। কুমারীযুগল আমাদের বংশের অনুরূপ। আমি সেই কুলীনা কামিনীদ্বয়ের সহিত ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পরিণয়সম্বন্ধ স্থির করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। এ বিষয়ে তোমার অভিপ্রায় কি, বল। দাসীপুত্র হইলেও বিদুর নিরতিশয় ধার্ম্মিক ও বুদ্ধিমান ছিলেন। উদারতাসুলভ প্রশান্তভাবে ও অলোকসাধারণ ধর্ম্মানুরাগে তিনি, পুর ও জনপদবাসী, সকলেরই বরণীয় হইয়াছিলেন। সকলেই, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিত, সকলেই, তাঁহার উপদেশগ্রহণে অগ্রসর হইত, এবং সকলেই তাঁহাকে লোকহিতৈষী মহাপুরুষ ভাবিয়া, প্রীতিসহকারে তদীয় গুণগৌরবের ঘোষণায় ব্যাপৃত থাকিত। ভীষ্ম বা পাণ্ডু, দাসীতনয় বলিয়া, বিদুরের প্রতি কখনও অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিতেন না। তাঁহারা, বিদুরের বুদ্ধিকৌশল, বিদুরের নীতিজ্ঞান, সর্ব্বোপরি বিদুরের ধর্ম্মভাব দেখিয়া, পুলকিত হইতেন, এবং বিদুরকে বিশ্বস্ত আত্মীয়, হৃদয়ঙ্গম বন্ধু, হিতৈষী মন্ত্রী ও প্রীতিভাজন পরিজন ভাবিয়া, তৎসহবাসে সুখানুভব করিতেন। ধর্ম্মানুরক্ত দাসীতনয়, পবিত্র কুরুকুলে এই রূপ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন; কুরুবংশীয় রাজন্যগণ দাসীতনয়ের অসাধারণ গুণগ্রামে ও লোকাতীত ধর্ম্মভাবে মোহিত হইয়া, তৎপ্রতি এই রূপ প্রীতিপ্রকাশ করিতেন।

বিদুর, ভীষ্মের কথা শুনিয়া, বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন; আর্য্য! আপনিই আমাদের পিতা, আপনিই আমাদের মাতা, এবং আপনিই আমাদের পরম গুরু। আপনি, মাতার ন্যায় আমাদের লালনপালন করিয়াছেন, পিতার ন্যায় আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, এবং গুরুর ন্যায় আমাদিগকে সদুপদেশদান ও সৎপথপ্রদর্শন করিতেছেন। আপনার জন্যই, এই পবিত্র কুরুকুলের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। অপনি, বিষয়ভোগে বীতস্পৃহ হইয়াও, বংশের গৌরবরক্ষার জন্য, বৈষয়িক কার্য্যে নিবিষ্ট রহিয়াছেন, দারপরিগ্রহে বিমুখ হইয়াও, পবিত্র কুলের উন্নতিবিধানে নিরন্তর পরিশ্রম করিতেছেন, এবং রাজদণ্ড পরিত্যাগ করিয়াও, রাজ্যের মঙ্গলসাধনার্থ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃষ্পুত্রদিগকে নানা উপদেশ দিয়া, রাজ্যাভিষিক্ত করিতেছেন। আপনাকে আর কি বলিব, আপনার বিবেচনায়, যাহা শ্রেয়স্কর বলিয়া, স্থির হয়, তাহাই করুন। ধীরপ্রকৃতি বিদুর, এই বলিয়া, নিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর, ভীষ্ম, সত্যবতীর অনুমতি লইয়া, গান্ধাররাজের নিকট, তদীয় কন্যার প্রার্থনায় দূত প্রেরণ করিলেন। গান্ধাররাজ সুবল, ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া, প্রথমে কন্যাদানে দোলায়মানচিত্ত হইলেন। পরে, কৌরবদিগের কুল, খ্যাতি ও সদবৃত্তের পর্য্যালোচনা করিয়া, ধৃতরাষ্ট্রকেই কন্যাদান করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া উঠিলেন। তিনি, দূতকে যথোচিত সম্মানের সহিত বিদায় দিয়া, দুহিতার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে সমস্ত আয়োজন হইল।

গান্ধাররাজকুমার শকুনি, পিতার আদেশে ভগিনীকে লইয়া, হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইলেন, ভীষ্মের মতানুসারে, সুবলতনয়া গান্ধারীর সহিত ধৃতরাষ্ট্রের পরিণয় সম্পন্ন হইল। গান্ধাররাজকুমার, যথাবিধানে ভগিনীসম্প্রদান করিয়া ও ভীষ্মকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া, স্বরাজ্যে গমন করিলেন। গান্ধারী যেরূপ রূপলাবণ্যবতী, সেই-রূপ পতিপ্রাণা ছিলেন। বাগ্‌দত্তা হইবার পরে, যখন তিনি, ভাবী স্বামীকে অন্ধ বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখনই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, স্বামী অন্ধ হইলেও, কখনও তাঁহার অসম্মান বা অশ্রদ্ধা করিবেন না। গান্ধারী, এখন প্রতিজ্ঞাপালনে যত্নবতী হইলেন। তিনি প্রগাঢ় ভক্তিযোগসহকারে অন্ধ স্বামীর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, সদাচারে ও সদ্‌ব্যবহারে, গুরুজনের পরিতোষ জন্মাইতে লাগিলেন, এবং বিনয় ও সুশীলতায়, সকলের প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই, কুরুকুলে পতিপ্রাণা গান্ধা-রীর প্রতিপত্তি বদ্ধমূল হইল।

ভীষ্মের এক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। সত্যবতী, গুণবতী বধূ পাইয়া প্রীতিলাভ করিলেন, ধৃতরাষ্ট্র পতিপ্রাণা পত্নীলাভে সন্তুষ্ট হইলেন, কৌরবগণ কুলানুরূপা কামিনী দেখিয়া, ভীষ্মের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম এইরূপে এক বিষয়ে পূর্ণমনোরথ হইয়া, বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহের পর, তিনি, পাণ্ডুর পরিণয়কার্য্যসম্পাদনে যত্নশীল হইলেন। এই সময়ে, রাজা কুন্তিভোজের কন্যা কুন্তীর স্বয়ংবরের উদ্যোগ হইতেছিল। যদুবংশীয়, বসুদেবজনক, শূরনামক নরপতির পৃথা

নামে একটি কন্যা ছিল। মহামতি শূর, পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে, স্বীয় কন্যারত্ন, পরম মিত্র কুন্তিভোজের হস্তে সমর্পিত করেন। কুন্তিভোজের পালিতা পৃথা, অতঃপর কুন্তী নামে প্রসিদ্ধা হইলেন। ক্রমে, বয়োবৃদ্ধিসহকারে, কুন্তীর রূপলাবণ্যের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কুন্তিভোজ, কন্যার স্বয়ংবর জন্য, নানারাজ্যের ভূপালগণকে নিমন্ত্রিত করিলেন। কুন্তিভোজের সাদর আহ্বানে, বিভিন্ন জনপদের ভূপতিগণ, স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এদিকে, ভীষ্ম, পাণ্ডুকে উপযুক্ত অনুচরগণের সহিত কুন্তিভোজের রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন। পাণ্ডু, স্বয়ংবরোচিত বেশভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া, সেই সুশোভন সভামণ্ডপে, সুসজ্জিত ভূপতিসমূহের মধ্যে, আসনপরিগ্রহ করিলেন। সভাস্থিত লোকে, তাঁহার প্রফুল্ল-শতদলসদৃশ যৌবনকান্তিতে মোহিত হইয়া, চিত্রার্পিতের ন্যায় তৎপ্রতি দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিল। সমাগত রাজগণ, পাণ্ডুর সেই চিত্তবিমোহিনী আকৃতিদর্শনে স্তম্ভিত হইয়া, রূপলাবণ্য-নিধান কামিনীরত্নলাভের আশায় জলাঞ্জলি দিলেন।

নিমন্ত্রিতবর্গ, একে একে যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলে, কুন্তী সময়োচিত বেশপরিগ্রহ ও হস্তে বরমাল্য ধারণ করিয়া, প্রতিহারী-সমভিব্যাহারে সভাগৃহে সমাগতা হইলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে, সহসা সেই লোকারণ্যময়ী সভা নিস্তব্ধ হইল; সহসা ভূপতিবৃন্দের নয়ন বিস্ফারিত, ললাটফলক বিস্তৃত ও মুখমণ্ডল গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সকলেই সেই লাবণ্যবতী ললনালাভের জন্য, নিরতিশয় উৎসুক হইলেন। বন্দিগণ, একে একে, সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় নৃপতি

গণের বংশপরিচয় দিল। অনন্তর, কুন্তী, সেই নৃপতিমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে করিতে, ক্রমে পাণ্ডুর সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। নবযৌবনসম্পন্ন কুরুরাজের প্রফুল্ল মুখকমল, বিশাল বক্ষঃস্থল, আকর্ণবিস্তৃত, তেজঃপূর্ণ লোচনযুগল ও লোকাতিশায়িনী মাধুরী-দর্শনে, তাঁহার হৃদয়ে অচিন্ত্যপূর্ব্ব আহ্লাদের সঞ্চার হইল। তিনি, সকলকে অতিক্রম করিয়া, পাণ্ডুকেই বরমাল্য দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার দৃষ্টি, আর কোন ভূপতির অন্তঃকরণে আশা উদ্দীপিত করিল না। কৌমুদীসমাগমে, কুমুদস্থল যেরূপ হাস্যময় হয়, কুন্তিভোজদুহিতার সানুরাগ দৃষ্টিতে, কুরুরাজের হৃদয় সেইরূপ উৎফুল্ল হইল। কুমারী, লজ্জানম্রমুখে, কমনীয় করপল্লবস্থিত, পবিত্র মাল্য, পাণ্ডুর গলদেশে সমর্পণ করিলেন। সেই মঙ্গলপুষ্পময়ী মালা, কুরুরাজের বিশাল বক্ষোদেশে বিলম্বিত হইয়া, তদীয় দেহলক্ষ্মীকে অধিকতর গৌরবান্বিত করিয়া তুলিল। প্রভাতসময়ে, এক দিকে কমলদল বিকশিত ও অপর দিকে কুমুদসকল মুকুলিত হওয়াতে, সরোবর যেরূপ যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের লীলাস্থল হয়, স্বয়ংবরসভা-গৃহেও, সেইরূপ এক দিকে প্রসন্নতা ও অপর দিকে, বিষাদের মলিনভাব যুগপৎ আবির্ভূত হইল। সভাস্থিত নৃপতিবর্গ, অনুপমরূপনিধান কামিনীরত্নলাভে হতাশ হইয়া, বিষণ্ণহৃদয়ে, হস্তী অশ্ব বা রথারোহণে যেমন আসিয়াছিলেন, অমনি স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করিলেন।

কুরুরাজ পাণ্ডুর গলে বরমাল্য সমর্পিত হইয়াছে দেখিয়া, পুরবাসিগণ আহ্লাদপ্রকাশ করিতে লাগিল। রাজা কুন্তিভোজ

প্রফুল্লহৃদয়ে বরকন্যা লইয়া, সভামণ্ডপ হইতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় বেদবিধানানুসারে উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। অতঃপর, কুন্তিভোজ, বহুমূল্য যৌতুক দিয়া, জামাতাকে কন্যার সহিত হস্তিনাপুরে পাঠাইয়া দিলেন।

পাণ্ডু, স্বয়ংবরসভায়, সমাগত নরপতিগণকে অধঃকৃত করিয়াছেন, এবং সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অধিকারী হইয়া, লক্ষ্মীস্বরূপা পত্নীর সহিত রাজধানীতে আসিতেছেন শুনিয়া, ভীষ্ম, যার পর নাই সন্তোষলাভ করিলেন। তিনি, নবদম্পতীর যথোচিত অভিনন্দন করিয়া, তাঁহাদিগকে গৃহে লইয়া গেলেন। ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় পাণ্ডুও, মনোমত স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়াছেন, দেখিয়া, সত্যবতী ও অম্বিকা, অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন। সর্ব্বগুণবতী বধূ পাইয়া, অম্বালিকা কতই আমোদ, কতই আহ্লাদপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। পুরবাসিনীগণ, অভিনব বধূর প্রশংসাবাদে, তাঁহার আমোদ ও আহ্লাদ দ্বিগুণিত করিতে লাগিল। রাজভবন উৎসববেশ ধারণ করিল। পুরবাসীরা বিবিধ মাঙ্গলিক কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। তাহাদের গৃহাবলীর পুরোভাগে আম্রপল্লবসমন্বিত, সলিলপূর্ণ, মঙ্গলকলসসমূহ স্থাপিত, সপত্রকদলীবৃক্ষ রোপিত ও মঙ্গলময়ী পতাকা সকল বায়ুভরে প্রকম্পিত হওয়াতে, বোধ হইল, যেন হস্তিনাপুরী, হর্ষভরে স্বীয় রূপগুণবান অধিপতির সহিত রূপগুণবতী কামিনীর সম্মিলনের নিদানভূত প্রজাপতির সম্বর্দ্ধনা করিতেছে। জনপদে জনপদে, এই রূপ আমোদের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। ভীষ্ম, পাণ্ডুর বিবাহোৎসবে, পুরবাসী ও জনপদবাসী, সকলকেই সমভাবে, সম্প্রীত করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে ভীষ্ম, পাণ্ডুর আর এক বিবাহ দিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। মদ্রাধিপতি শল্যের একটি পরমসুন্দরী ভগিনী ছিল। ভীষ্ম; প্রথমে তাঁহার সহিত পাণ্ডুর বিবাহ দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এখন, তিনি সেই সঙ্কল্পসিদ্ধির মানসে চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া, মদ্ররাজ্যে যাত্রা করিলেন। কর্ত্তব্য কার্য্যের সমাধান জন্য, প্রধান অমাত্য, ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণও তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন। মদ্ররাজ শল্য, ভীষ্মের আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র সত্বর হইয়া, প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক, তাঁহাকে পরম সমাদরে গৃহে আনিলেন এবং পাদ্য, অর্ঘ্য ও আসন প্রদান করিয়া, বিনীতভাবে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শল্যকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া, সকলে আসনপরিগ্রহ করিলে, ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! আমি কন্যার্থী হইয়া, এই স্থানে আসিয়াছি। শুনিয়াছি, মাদ্রীনাম্নী, আপনার একটি পরমসুন্দরী, অনূঢ়া ভগিনী আছেন। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুর সহিত সেই কুমারীর পরিণয় সম্পন্ন হয়, ইহাই প্রার্থনা। বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপনে, আপনি আমাদের যোগ্যপাত্র। আপনার ও আমাদের বংশ, দুইই তুল্যরূপ পবিত্র ও গুণাংশে শ্রেষ্ঠ। আপনি, পাণ্ডুকে ভগিনী দান করিয়া, আমাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করিলে, সাতিশয় সুখী হইব। মদ্ররাজ, সন্তোষসহকারে এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশপূর্ব্বক বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিতা ভগিনীকে ভীষ্মের হস্তে সমর্পিত করিলেন। ভীষ্মও, মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও মণিমুক্তাপ্রবালাদি দ্বারা শল্যকে সৎকৃত করিয়া,আদর ও যত্নসহকারে, মাদ্রীকে লইয়া, হস্তিনাপুরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর, ভীষ্ম, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণবর্গ ও সত্যবতীপ্রভৃতির মতানুসারে শুভদিন স্থির করিয়া, সেই দিনে পাণ্ডুর পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। পাণ্ডু, সর্ব্বসুলক্ষণা মাদ্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া, অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন এবং নবপরিণীতা ভার্য্যার বাসের জন্য সুরম্য হর্ম্ম্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কুন্তিভোজদুহিতার সহিত পাণ্ডুর পরিণয়ে যেরূপ উৎসব হইয়াছিল, এ বিবাহেও সেইরূপ উৎসব হইল। কুন্তী ও মাদ্রী, পরস্পর সপত্নী হইলেও, উভয়ের মধ্যে, অল্প সময়েই, অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ জন্মিল। উভয়েই সাপত্ন্যদোষ পরিহার করিয়া, কায়মনোবাক্যে স্বামিশুশ্রূষায় মনোনিবেশ করিলেন। মহারাজ পাণ্ডু, পরস্পরপ্রণয়বদ্ধ পত্নীযুগলের শুশ্রূষায় পরিতৃপ্ত হইয়া, পরমসুখে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু, একে একে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। সমদর্শী ভীষ্মের জন্য, কাহারও কোনরূপ মনঃকষ্টের আবির্ভাব হইল না। ভীষ্ম, কুলানুরূপা কুমারীর সহিত ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ দিয়া, যেরূপ তাঁহার সন্তোষসাধন করিলেন, পাণ্ডুকেও সেইরূপ রূপগুণসম্পন্ন কন্যাযুগলের সহিত উদ্বাহবন্ধনে বদ্ধ করিয়া, পরিতুষ্ট করিয়া তুলিলেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হইলেও, ভীষ্মের নিকটে চক্ষুষ্মান্ ও পরম রূপবান্ বলিয়াই পরিগণিত ছিলেন। ভীষ্ম, উভয় ভ্রাতাকেই সমভাবে দেখিতেন, উভয়ের প্রতিই সমভাবে প্রীতিপ্রকাশ করিতেন, এবং উভয়েরই পরিতোষসাধনে সমভাবে যত্নশীল হইতেন। তাঁহার দৃষ্টি, তাঁহার ব্যবহার, বা তাঁহার কার্য্য,

চক্ষুষ্মান্ ও চক্ষুহীনের মধ্যে, কোনরূপ ইতরবিশেষ করিতে জানিত না। আচারে, সৌন্দর্য্যে ও কুলগৌরবে, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পত্নীদিগের মধ্যে, কোন বৈলক্ষণ্য ছিল না। ভীষ্মের সদ্‌ব্যবহারে, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু, উভয়েই অপরিসীম সন্তোষের অধিকারী হইলেন, এবং উভয়েই পবিত্র সৌভ্রাত্রসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর বিবাহোৎসবের অবসানে, ভীষ্ম, বিদুরের পরিণয়সম্পাদনে উদ্যত হইলেন। এ কার্য্যেও, ভীষ্মের সার্ব্বজনীন স্নেহ, প্রীতি ও মমতার পরিচয় পাওয়া গেল। দাসীতনয় হইলেও, বিদুর, দাসের ন্যায় অবজ্ঞেয় বা অশ্রদ্ধেয় ছিলেন না। ভীষ্ম, বিদুরকে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর মতই দেখিতেন। ধর্ম্মানুগত প্রশান্তভাবে, বিদুর যেমন সৌম্যদর্শন ও সর্ব্বজনের অধিগম্য ছিলেন, ভীষ্মও, সেইরূপ ধর্ম্মানুরাগিণী, সুলক্ষণবতী ও সৌন্দর্য্যশালিনী কুমারী আনিয়া, বিদুরের বিবাহ দিলেন।

ক্রমে শরৎকাল সমাগত হইল। জলদমণ্ডল তিরোহিত হওয়াতে, তপনের রশ্মি প্রখর ও চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কিরণজাল উজ্জ্বল হইতে লাগিল। প্রফুল্ল কমলদলে,সরোবরের অনির্ব্বচনীয় শোভা হইল। মরালকুল, সেই সরসীসলিলে সুমন্দসমীরসঞ্চালিত তরঙ্গাবলীর সহিত উৎফুল্লভাবে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিকশিত কাশকুসুমে, সর্ব্বদিক হাস্যযুক্ত হইয়া উঠিল ; বোধ হইল, যেন ধরিত্রী আপনাকে পবিত্র করিবার জন্য, বক্ষঃস্থলে, মহামতি ভীষ্মের অবদাত যশোরাশি, গুচ্ছে গুচ্ছে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন।

নভোমণ্ডল জলদজালবিমুক্ত, পথসকল কর্দ্দমবিমুক্ত ও নদীসকল প্রখরস্রোতোবেগবিমুক্ত হওয়াতে, সর্ব্বত্র যাতায়াতের সুবিধা হইল। ক্ষেত্রসকল, শস্যসম্পত্তিতে শোভিত হইয়া, কৃষীবলদিগের হৃদয়ে, অভিনব আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করিতে লাগিল। দিক্ সকল প্রসন্ন, মারুতহিল্লোল সুখস্পর্শ, পৃথ্বীতল বারিসম্পাতশূন্য ও সুনীল গগনতলে জ্যোতিষ্কমণ্ডল উজ্জ্বলতর হইল।

শরৎসমাগমে, পাণ্ডু দিগবিজয়যাত্রায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি, ভীষ্মের নিকট, আপনার অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত করিলে, ভীষ্ম প্রশস্তহৃদয়ে অনুমোদন করিলেন। অবিলম্বে নানাস্থান হইতে সৈন্য সংগৃহীত হইতে লাগিল। সামন্তবর্গ, স্ব স্ব সৈন্যদল সহ, কুরুরাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। হস্তী, অশ্ব, রথপ্রভৃতি বিচিত্রবেশে সজ্জিত হইল। পাণ্ডু, স্বাধিকার সুরক্ষিত ও সৈন্য-দিগকে অগ্রিম বেতন দিয়া, বশীভূত করিলেন, অনন্তর ভীষ্ম ধৃত-রাষ্ট্র ও সত্যবতীপ্রভৃতি মাতৃদেবীদিগের চরণবন্দনা করিয়া শুভক্ষণে, চতুরঙ্গ সৈন্যসমভিব্যাহারে নগর হইতে বহির্গত হইলেন।

পাণ্ডু, প্রথমতঃ দশার্ণজনপদে উপনীত হইলেন। দশার্ণরাজ পাণ্ডুর পরাক্রমে পরাজিত হইলেন, এবং বিবিধ বহুমূল্য উপায়ন দিয়া, বিজেতাকে পরিতুষ্ট করিলেন। পাণ্ডু, বিজয়শ্রীর অধিকারী হইয়া, দশার্ণ হইতে মগধ রাজ্যে যাত্রা করিলেন। মগধরাজ সাতিশয় বলগর্ব্বিত ছিলেন। তিনি, পাণ্ডুর নিকটে অবনতমস্তক হইলেন না। তাঁহার বলদর্প অধিকতর হইল, এবং আত্মপ্রাধান্য ও আত্মগৌরবরক্ষার বাসনা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি, পাণ্ডুর

সেই বিজয়িনী শক্তি, সেই বলশালিনী, বিশাল বাহিনীর প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু, যুদ্ধে তাঁহার জয়লাভ হইল না। পাণ্ডুর পরাক্রমে তদীয় পতনকাল আসন্ন হইল। মগধেশ্বর সমরে নিহত হইলেন। পাণ্ডু, তাঁহার ধনরত্নগ্রহণপূর্ব্বক মিথিলার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বিদেহবাসীরা পাণ্ডুব বিক্রমে পরাভূত হইয়া, অধীনতাস্বীকার করিল। পাণ্ডু, যেরূপ উদ্ধত লোকের শাসনকর্ত্তা, সেইরূপ শরণাগতজনবৎসল ছিলেন। তিনি, বশংবদ বিদেহবাসীদিগকে স্ব স্ব পদে পুনঃস্থাপিত করিয়া. বারাণসীতে গমন করিলেন। এস্থানেও, তাঁহার প্রতাপ অক্ষুণ্ন রহিল। অনন্তর, তিনি সুহ্মপ্রভৃতি জনপদে যাইয়া, আত্মপ্রাধান্য-স্থাপনের সহিত আত্মবংশের যশোরাশি বিস্তীর্ণ করিলেন।

অমিতবিক্রম পাণ্ডু, এইরূপে, যে যে জনপদে উপনীত হইতে লাগিলেন, যে যে জনপদ আক্রমণ করিতে লাগিলেন, সেই সেই জনপদেই, তাঁহার প্রতাপ অক্ষুণ্ন ও আধিপত্য অব্যাহত হইতে লাগিল। যে স্থলে, দুস্তর তরঙ্গিণী, তরঙ্গরঙ্গবিস্তার করিয়া,তাঁহার গমনে বাধা জন্মাইল, তিনি সেই স্থলে, সুদৃঢ় সেতু নির্ম্মিত করাইলেন; যে স্থলে, পানীয় জল দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল, তাঁহার আদেশে সেই স্থলে সরোবর খনিত হইল; যে স্থলে, অন্ধকারময় নিবিড় অরণ্য, তাঁহার গমনপথ নিরুদ্ধ করিল, তিনি, সেই স্থলে, জঙ্গল পরিষ্কৃত ও প্রশস্ত পথ নির্ম্মিত করাইলেন। সর্ব্বত্র তাঁহার লোকাতীত ক্ষমতার চিহ্নসকল পরিব্যক্ত হইতে লাগিল। বিভিন্ন রাজ্যের অধিপতিগণ, তাঁহার অধীনতাস্বীকারপূর্ব্বক মূল্যবান্

উপায়নরাশি সমর্পিত করিলেন। এইরূপে কুরুরাজ পাণ্ডু, অসাধারণ বীরত্বে, বীরভোগ্য বসুন্ধরা করতলগত করিয়া, সেই বহুমূল্য দ্রব্যজাত লইয়া, হৃষ্টচিত্তে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডু,হস্তিনানগরীর সমীপবর্ত্তী হইলে, ভীষ্ম তদীয় আগমনবার্ত্তা পাইয়া,আহ্লাদসহকারে, পৌর, জানপদ ও অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। তিনি, যখন দেখিলেন, পাণ্ডু, ভূপালদিগের অধীনতাস্বীকারের চিহ্নস্বরূপ, তাঁহাদের প্রদত্ত বহুমূল্য সম্পত্তিরাশি লইয়া আসিতেছেন, চতুরঙ্গ কৌরবসৈন্য, বিজয়শ্রীতে গৌরবান্বিত হইয়া, তাঁহার অনুগমন করিতেছে, তখন তাঁহার আহ্লাদের অবধি রহিল না। তিনি, অগ্রসর হইয়া, ভুবনবিজয়ী পাণ্ডুকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল। পাণ্ডু, বিজয়গৌরবে উন্নত হইলেও, বিনম্রভাবে ভীষ্মের চরণবন্দনা ও তৎসমভিব্যাহারী অমাত্যপ্রভৃতির প্রতি যথাযোগ্য সম্মানপ্রদর্শন করিলেন। চারি দিকে তূর্য্য, শঙ্খ, দুন্দুভিপ্রভৃতি মঙ্গলবাদ্য বাদিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। পুরাঙ্গনারা নানাবিধ মঙ্গলাচরণ করিয়া, দিগ্বিজয়ী পাণ্ডুর প্রতি প্রীতিপ্রকাশ করিতে লাগিল। পৌর ও জানপদগণ, সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল,যেসকল ভূপতি, পূর্ব্বে,কুরুকুলের সম্পত্তিহরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই, মহারাজ পাণ্ডুর পরাক্রমে পরাজিত হইয়া, তাঁহার করপ্রদ হইলেন। মহাত্মা ভীষ্ম, যদি পাণ্ডুকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত, অস্ত্রশস্ত্রে সুশিক্ষিত ও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত না করি-

তেন, তাহা হইলে, অদ্যকার এই আনোন্দোৎসব আমাদের নেত্রপথবর্ত্তী হইত না। ভীষ্ম, পবিত্র কুরুকুলে, মঙ্গলবিধাত্রী দেবতাস্বরূপ বিরাজ করিতেছেন। ইঁহার অনন্যসাধারণ কার্য্য-পরম্পরায়, অনুক্ষণ ভরতবংশের মঙ্গল সাধিত হইতেছে। এই নিঃস্বার্থপর ও বিষয়বাসনাশূন্য মহাপুরুষের প্রসাদেই, অদ্য দিগ্‌বিজয়ী পাণ্ডুর বিজয়িনী কীর্ত্তি দিগন্তব্যাপিনী হইল। এইরূপ সার্ব্বজনীন আমোদে ও আহ্লাদের মধ্যে, ভীষ্ম, পাণ্ডুকে লইয়া, নগরে প্রবেশ করিলেন।

আনন্দকোলাহলময় রাজভবনে প্রবেশ করিয়া, পাণ্ডু, যথাক্রমে, সত্যবতী, অম্বিকা, অম্বালিকা ও ধৃতরাষ্ট্রের চরণে প্রণাম করিলেন। সত্যবতী, প্রিয়তম পৌত্রের শিরশ্চুম্বন করিয়া,আহ্লাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অম্বিকা, হৃষ্টচিত্তে দেবতাদিগের নিকট পুত্রের কুশলপ্রার্থনা করিলেন; অবিরত আনন্দাশ্রুপাতে অম্বালিকার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। অম্বালিকা, কোন কথা না বলিয়া, আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতনয়নে ও প্রগাঢ়স্নেহভরে,প্রিয়তম তনয়কে আলিঙ্গন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, অনুজের অলোকসাধারণ কার্য্যের বিবরণ শুনিয়া, যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলেন। কুন্তী ও মাদ্রীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাহারা,পতির বীরত্বগৌরবে, আপনাদিগকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। বিজয়ী পাণ্ডুর প্রত্যাবর্ত্তনে, সকলের হৃদয়ই এইরূপ প্রফুল্ল হইল। সকলেই কুরুরাজের বীরত্বকীর্ত্তির উদ্ঘোষণে ও পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের লোকোত্তর চরিত্রের গুণোৎকীর্ত্তনে, কিয়দ্দিন অতিবাহিত করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কালক্রমে,কুরুবংশ বহুশাখায় বিভক্ত হইয়া উঠিল। পাণ্ডুমহিষী কুন্তী, যথাক্রমে তিনটি পুত্র ও মাদ্রী, যমল কুমার প্রসব করিলেন। এদিকে, ধৃতরাষ্ট্রপত্নী গান্ধারীর গর্ভে শতপুত্রের উৎপত্তি হইল। পাণ্ডু, আত্মানুরূপ, পঞ্চকুমারলাভে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন। ধৃত-রাষ্ট্রও বহু পুত্র পাইয়া,তাহাদের প্রতি যথোচিত স্নেহপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। যথাবিধানে কুমারদিগের জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন হইল। কুন্তীর তনয়ত্রয়ের নাম,যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জ্জুন, এবং মাদ্রীর কুমারযুগলের মধ্যে, জ্যেষ্ঠের নাম নকুল ও কনিষ্ঠের নাম সহদেব হইল। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, ক্রমানুসারে দুর্য্যোধন, দুঃশাসনপ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিল।

কুমারেরা সুশিক্ষিত ও যৌবনসীমায় উপনীত না হইতেই, পাণ্ডু কলেবরত্যাগ করিলেন। পাণ্ডুর লোকান্তরপ্রাপ্তিতে, সমগ্র কুরুরাজ্য শোকাচ্ছন্ন হইল। সত্যবতীভীষ্মপ্রভৃতির শোকসিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। কুন্তী ও মাদ্রী, হায়! কি হইল বলিয়া, শিরে করাঘাত করিতে করিতে, মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে, চেতনার সঞ্চার হইলে, কুন্তী, মাদ্রীকে কহিলেন, শুভে! আমি আর্য্যপুত্রের জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী। সুতরাং ধর্ম্মানুসারে সমস্ত কার্য্য, অগ্রে আমারই করা কর্ত্তব্য। এখন

আর্য্যপুত্র যে পথে গিয়াছেন, আমিও সেই পথে যাইব। আমার সন্তানগুলির প্রতিপালনভার তোমার হস্তে সমর্পিত করিলাম। তুমি, শোকাবেগের সংবরণ করিয়া, ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর থাকিবে, এবং লোকান্তরে আর্য্যপুত্রের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলকামনায় নিয়ত ধর্ম্মাচরণ করিবে, আমি আর্য্যপুত্রের সহগমন করিতেছি; তুমি আমায় বাধা দিওনা। শোকাকুলা কুন্তীর কথা শুনিয়া, মাদ্রী কহিলেন, আর্য্যে! আমি সাংসারিক বিষয়ে অনভিজ্ঞা, বয়সের অল্পতায়, আমার বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি,কিছুই পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। সন্তানপালনরূপ দুরূহ কার্য্য, আমাদ্বারা সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ, আমি, যদি বুদ্ধিদোষে আমার সন্তানের ন্যায় আপনার সন্তানগণের প্রতি স্নেহপ্রকাশ না করি, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ নিরয়গামিনী হইব। আমাদের সন্তানগুলি, এখনও শৈশবসীমা অতিক্রম করে নাই। আপনি জীবিত না থাকিলে, কে ইহাদের অবলম্বস্বরূপ হইবে? কে ইহাদিগকে যত্ন ও স্নেহসহকারে পরিবর্দ্ধিত করিবে? ইহারা কাহার মুখ চাহিয়া থাকিবে? হয় ত ইহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া, আমাকে অধিকতর শোকাকুল করিবে। ইহাদের জীবনরক্ষার জন্য, আপনারই জীবিত থাকা আবশ্যক। ইহারা জীবিত না থাকিলে, কে আর্য্যপুত্রকে উদক-দানে সন্তৃপ্ত করিবে? অতএব, ইহাদের জীবনরক্ষা ও পরলোকে আর্য্যপুত্রের পরিতৃপ্তিসাধনজন্য, আপনি সহগমন হইতে নিবৃত্ত হউন। আমি, আর্য্যপুত্রের সহিত লোকান্তরগামিনী হইব। আমার পুত্র দুইটি যেন কোন কষ্ট না পায়; আপনি, যুধিষ্ঠিরাদির

ন্যায়, ইহাদেরও প্রযত্নসহকারে পালন করিবেন। ইহারা, যেন কখনও আপনার স্নেহে বঞ্চিত না হয়। এই বলিয়া, পতিপ্রাণা মাদ্রী, মৃত পতির সহগমন করিলেন। কুন্তী, শিশু সন্তানগুলির জন্য, নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে, জীবনবিসর্জ্জনে বিরতা থাকিলেন।

পাণ্ডু, লোকান্তরিত হইলে, ভীষ্ম, স্বীয় প্রকৃতিসিদ্ধ উদারতা ও সমদর্শিতার সহিত যুধিষ্ঠিরাদি কুমারগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি,যেরূপ স্নেহসহকারে বিচীত্রবীর্য্যের মঙ্গলসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন, যেরূপ মমতা দেখাইয়া, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুকে রাজোচিত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, এখন যুধিষ্ঠি-রাদির প্রতিও, সেইরূপ স্নেহ ও সেইরূপ মমতা দেখাইতে লাগি-লেন। পুনঃ পুনঃ বিপৎপাতেও, তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি তিরোহিত বা বিচারশক্তি ক্ষীণতর হইল না। তিনি, উন্নতশীর্ষ গিরিবরের ন্যায় অটলভাবে থাকিয়া, আপনার কর্ত্তব্যপালন করিতে লাগি-লেন। চিত্রাঙ্গদের নিধনে, তিনি,যেরূপ কুরুরাজ্যের মঙ্গলবিধানে যত্নশীল ছিলেন, বিচিত্রবীর্য্যের লোকান্তরগমনে, তিনি, যেরূপ বংশের গৌরবরক্ষার জন্য, অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, এখন পাণ্ডুর বিয়োগেও, কুরুকুলের প্রতিপত্তিবিস্তারে,সেইরূপ যত্ন,পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতে লাগিলেন। তাঁহার যত্নপরতা ও শ্রমশীলতা দেখিয়া, সকলে অবাক্ ও হতবুদ্ধি হইল। তিনি, রাজদণ্ডগ্রহণ ও স্ত্রীপরিগ্রহ না করিয়া, রাজভক্ত প্রজার ন্যায় নিঃস্বার্থভাবে যেরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখাইতে লাগিলেন, তাহাতে পৌর ও জানপদগণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া, ভক্তিরসার্দ্র-

হৃদয়ে, তাঁহার অলোকসামান্য চরিত্রের নিকট মস্তক অবনত করিতে লাগিল। কুমারগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিলেও, ভীষ্ম, কোনও বিষয়ে, কর্ত্তৃত্ব করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। রাজ্য-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য, ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে নিষ্পন্ন হইতে লাগিল।

পাণ্ডুর বিয়োগে, সত্যবতীর মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। সত্যবতী, সমস্ত কার্য্যে সাতিশয় ঔদাস্য দেখাইতে লাগিলেন। একদা, তিনি, ভীষ্মকে কহিলেন, বৎস! পাণ্ডুর শোকে, আমার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, কিছুই ভাল লাগিতেছে না; রাজভবন শূন্য ও সংসার দাবদগ্ধ অরণ্যের ন্যায় বোধ হইতেছে। আমি, এতদিন পাণ্ডুর মুখ দেখিয়াই, প্রাণাধিক বিচিত্রবীর্য্যের শোক ভুলিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, পাণ্ডুদ্বারা আমাদের পবিত্র কুল উজ্জ্বল হইবে। কিন্তু, এখন আমার সে আশা নির্ম্মূল হইয়াছে। অল্প বয়সেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগের যেরূপ প্রকৃতি দেখা যাইতেছে, তাহাতে আমি সাতিশয় সংশয়াপন্ন হইয়াছি। কুলক্ষয়কর, দুর্নিবার ভ্রাতৃবিরোধাশঙ্কা, আমার হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিতেছে। আমি, প্রিয়বিয়োগে ও অপ্রিয়-সংযোগে, একান্ত অভিভূত হইয়াছি। আমার জীবিতপ্রয়োজন পর্য্যবসিত হইয়াছে; পূর্ব্বতন শোক অনুক্ষণ নবীনতর হইয়া উঠিতেছে, এবং সর্ব্বদাই যেন সর্ব্বসংহারক কালের ভয়ঙ্করী ছায়া প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। সংসারে থাকিতে আমার প্রবৃত্তি নাই; বৈষয়িক কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইতে, আমার উৎসাহ নাই; রাজভবনে রাজভোগ্য দ্রব্যজাতের সৌন্দর্য্য দেখিতেও, আমার লালসা নাই।

আমি স্নুষাদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া, বনে প্রবেশ করিব, এবং তথায়, অন্তিমে অনন্তপদপ্রাপ্তির জন্য, গভীর তপস্যায় নিমগ্ন থাকিব।

সত্যবতীর এইরূপ নির্ব্বেদকর বাক্য শুনিয়া, ভীষ্ম কহিলেন, মাতঃ! আপনি, উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত পথেরই অবলম্বনে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন। ধর্ম্মের অনুশাসন এখন অবজ্ঞাত হইতেছে; পৃথিবীতে পাপপ্রবাহ এখন প্রসারিত হইতেছে; জীবসকল, এখন অসঙ্কোচে দুষ্পরিহর কলঙ্কপঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে। এসময়ে, তপোমার্গের আশ্রয়গ্রহণই কর্ত্তব্য। আমি, কঠোর প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়া, যেরূপ দারপরিগ্রহে বিমুখ রহিয়াছি, সেইরূপ রাজসিংহাসনও পরিত্যাগ করিয়াছি। এই বিস্তৃত কুরু-রাজ্যে, এখন আমি, এক জন সামান্য প্রজা। রাজ্যের ধনসম্পত্তিতে আমার কোন অধিকার নাই; রাজকীয় আদেশের অন্যথাচরণেও আমার কোন ক্ষমতা নাই। আমি, কুরুরাজের অন্নে প্রতিপালিত হইতেছি; সুতরাং সর্ব্বান্তঃকরণে, রাজভক্ত প্রজার ধর্ম্মপালন করিব। অন্নদাতা কুরুরাজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধনই, এখন আমার কর্ত্তব্য হইতেছে। আমি, কুরুকুলের হিতকামনায় যুধিষ্ঠিরাদি কুমারগণকে প্রতিপালিত ও সুশিক্ষিত করিব। এজন্য, তপস্যায় মনোনিবেশ না করিলেও, বোধ হয়, আমায় পাপস্পর্শ হইবে না। আমি, পিতৃপরিতোষের নিমিত্ত, যে সত্যে নিবদ্ধ হইয়াছি, এ পর্য্যন্ত, সেই সত্যানুসারেই, সমস্ত কার্য্য করিয়া আসি-তেছি। কায়মনোবাক্যে সত্যের পালন করিলেই, আমার পরমধর্ম্মলাভ হইবে। আমি, সেই ধর্ম্মবলেই অক্ষয় স্বর্গে

যাইয়া, অক্ষয়সিদ্ধিদাতা পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে উপনীত হইতে পারিব।

ভীষ্ম, এইরূপ কহিলে, সত্যবতী বনগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়া, পুত্রবধূযুগলকে আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন। অম্বিকা ও অম্বালিকাও, ইহাতে সম্মতিপ্রকাশ করিলেন। অনন্তর, সত্যবতী, সকলের নিকট বিদায় লইয়া, অম্বিকাও অম্বালিকার সহিত পবিত্রসলিলা ভাগীরথীর তটবর্ত্তী অরণ্যে গমন করিলেন। এখন, পর্ণ কুটীর, তাঁহাদের শয়নগৃহ, কুশাসন, তাঁহাদের শয্যা ও অরণ্যজাত ফলমূল, তাঁহাদের খাদ্য হইল। তাঁহারা এই সকল পবিত্র পদার্থ দ্বারা, হস্তিনার সেই মনোহর প্রাসাদ, সেই সুদৃশ্য দ্রব্যজাত বিস্মৃত হইলেন। অরণ্যচারিণী কুরঙ্গী ও বনান্তবাসিনী ঋষিপত্নীদিগের সহিত তাঁহাদের সখীত্ব জন্মিল। তাঁহারা,সেই পবিত্রসলিলা ভাগীরথীর তটবিভাগে, সেই শান্তরসাস্পদ পবিত্র নিকেতনে, যোগমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক তনুত্যাগ করিলেন।

এদিকে, যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ, হস্তিনার রাজভবনে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কুমারেরা যখন ক্রীড়াকৌতুকে মত্ত থাকিত, যখন কোমলকণ্ঠে,অস্ফুট,মধুর স্বরে মা মা বলিয়া ডাকিত, তখন কুন্তী, সমুদয় শোকদুঃখ বিস্মৃত হইয়া, প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে তাহাদের মুখচুম্বন করিতেন। যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনের ন্যায় নকুল ও সহদেবও, তাঁহার নিরতিশয় স্নেহের পাত্র ছিল। সকলের কোমল কথাই, তাঁহার শ্রোত্রযুগলে অমৃতধারাবর্ষণ করিত, সকলের প্রফুল্ল মুখারবিন্দই, তাঁহার হৃদয়,অনির্ব্বচনীয় সন্তোষরসে পরিপ্লুত

করিত, এবং সকলের প্রীতিব্যবহার ও সারল্যময় সদাচারই, তাঁহার সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা, বিস্মৃতিসাগরে নিমজ্জিত করিত।

কুমারেরা পঞ্চমবর্ষীয় হইলে, ভীষ্ম, যথাক্রমে সকলের চূড়াকর্ম্ম-সম্পন্ন করিয়া, শিক্ষাদানার্থ উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। একাদশবর্ষে উপনয়নসংস্কার হইলে, সকলকে যথা-ক্রমে বেদাধ্যয়নে প্রবর্ত্তিত করিলেন। কুমারদিগের মধ্যে, যুধি-ষ্ঠিরের প্রকৃতি নিরতিশয় উদার, ধর্ম্মপ্রবণ ও সারল্যপূর্ণ ছিল। তাঁহাব প্রশান্তভাব, সরলতাময় সদাচার,বলবতী ধর্ম্মনিষ্ঠা ও প্রগাঢ় সত্যপরায়ণতা দেখিলে, বোধ হইত, যেন ধর্ম্মরাজ মানবমূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া, ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এদিকে, ধৃতরাষ্ট্রের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ তনয় দুর্য্যোধন, সাতিশয় ক্রূর, পাপাচাররত ও ঐশ্বর্য্যলুব্ধ হইয়া উঠিল। যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ, একান্তমনে বেদাদিশাস্ত্রের অনুশীলন করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রজ্ঞানে, তাঁহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি অধিকতর বিকশিত ও ধর্ম্মানুরাগ অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল। দুর্য্যোধন, শাস্ত্রাভ্যাসে তাদৃশ মনোনিবেশ করিল না, শাস্ত্রীয় তত্ত্ব তাহার কঠোর হৃদয়ে স্থানপরিগ্রহ করিতে পারিল না। দুর্য্যো-ধন ঐশ্বর্য্যমদে প্রমত্ত হইয়া, অসঙ্কোচে গুরুজনেরও অসম্মান করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির উপর তাহার মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষের সঞ্চার হইল। যে কোন প্রকারে হউক, পাণ্ডবদিগকে নিপীড়িত ও নিগৃহীত করিতে পারিলেই, তাহার অপরিসীম আনন্দলাভ হইত। ভীষ্ম, ধীরভাবে অনেক বুঝাইলেন, শান্তভাবে, শান্তিময় জীবনের উৎকর্ষকীর্ত্তন করিলেন, এবং শাস্ত্রীয় বিধির নির্দ্দেশ করিয়া, পবিত্র

সৌভ্রাত্রসুখের গৌরবপ্রতিষ্ঠায় অনেক কথা কহিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধনের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইল না। কুন্তী, এজন্য ক্ষুব্ধ হইয়া,বিদুরের নিকট অনেক পরিতাপ করিলেন। মহামতি বিদুর, তাঁহাকে সাবধানে তনয়দিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে,এবং প্রকাশ্যে দুর্য্যোধনের নিন্দা করিতে, বারণ করিয়া দিলেন, যেহেতু,দুরাত্মা, আত্মনিন্দাবাদশ্রবণে উত্তেজিত হইয়া, অধিকতর উপদ্রব করিতে পারে। এদিকে, যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণও, প্রকাশ্যে দুর্য্যোধনের বিরুদ্ধে কোন কথা না বলিয়া, পরস্পরের রক্ষার জন্য, যত্নশীল হইলেন।

দুর্য্যোধনের অবিনয় ও অশিষ্টাচারে, ভীষ্ম সাতিশয় মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। যুধিষ্ঠিরাদির ধর্ম্মভাব ও সদ্‌ব্যবহার, যেমন তাঁহাকে সম্প্রীত করিতে লাগিল, দুর্য্যোধনাদির ঔদ্ধত্য ও পাপাচার, সেই রূপ তাঁহার অসন্তোষের কারণ হইয়া উঠিল। ভীষ্ম, সকলকেই সমভাবে ধর্ম্মশাস্ত্র, রাজনীতি, লৌকিকতত্ত্বপ্রভৃতি বিষয়ে, শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ, কোন স্থলে কার্য্যকর হইল, কোন স্থলে অকার্য্যকর হইয়া পড়িল। সংযতচিত্ত ও বুদ্ধিমান কুমারেরাই,সেই উপদেশের ফলভোগী হইল, অসংযতচিত্ত,নির্ব্বোধদিগের হৃদয়ে, তাদৃশ উপদেশের কার্য্যকারিতা লক্ষিত হইল না। গুরু, সকল শিষ্যকে সমভাবে উপদেশ দিলেও, পাত্রভেদে উপদেশের ফলভেদ হয়। ময়ূখমালা, সমুজ্জ্বল মণিনিচয়েই প্রতিফলিত হইয়া থাকে ; মৃত্তিকাস্তূপে প্রতিবিম্বিত হয় না। শাস্ত্রীয় উপদেশে, যুধিষ্ঠিরাদির প্রকৃতি, যেরূপ প্রসন্ন, প্রশান্ত ও প্রবুদ্ধ হইল, দুর্য্যোধনাদির প্রকৃতি সেরূপ হইল না।

একদা, কুমারগণ নগরের বহির্ভাগে, লৌহকন্দুক লইয়া, ক্রীড়া করিতেছিলেন, সহসা ক্রীড়াকন্দুক, একটি জলশূন্য কূপে নিপতিত হইল। কুমারেরা, কন্দুকের উদ্ধারজন্য, অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। এই সময়ে, এক জন বর্ষীয়ান্ ব্রাহ্মণ, সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণের অঙ্গসৌষ্ঠব বা বর্ণগৌরব; কিছুই ছিল না। ব্রাহ্মণ, কৃশ, শ্যামবর্ণ ও সাতিশয় দীনভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে অগ্নিহোত্র ছিল। বয়সের আধিক্যে, তদীয় সমস্ত কেশ শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কুমারেরা, কন্দুকের উদ্ধারে বিফলপ্রযত্ন হইয়া, ব্রাহ্মণের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন। কৃশকায়, বর্ষীয়ান্ পুরুষ, ঈষৎ হাস্য করিয়া, কুমারদিগকে কহিলেন, বালকগণ! তোমরা, মহাপ্রভাব ভরতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও, এই সামান্য, জলশূন্য কূপ হইতে কন্দুক তুলিতে পারিলে না। ইহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, তোমাদের অস্ত্রশিক্ষা, কিছুই হয় নাই; ক্ষাত্র বলও, তোমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলে নাই। আমি, ঐ কন্দুক ও এই অঙ্গুরীয়ক, উভয়েরই উদ্ধার করিব। তোমরা, আমায় আহার্য্যদানে পরিতুষ্ট করিও। এই বলিয়া, ব্রাহ্মণ, স্বীয় অঙ্গুরীয়ক, অঙ্গুলি হইতে উন্মোচিত করিয়া, নিরুদক কূপে ফেলিয়া দিলেন; অনন্তর, অপূর্ব্ব কৌশলে কুশগুচ্ছদ্বারা, প্রথমে ক্রীড়া কন্দুকটি তুলিলেন; শেষে, শরাসনগ্রহণপূর্ব্বক, তাহাতে জ্যারোপণ ও শরসন্ধান করিয়া, সেই সংহিত শর কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। ব্রাহ্মণের অব্যর্থসন্ধানে অঙ্গুরীয়ক শরবিদ্ধ হইল। ব্রাহ্মণ, শরবিদ্ধ অঙ্গুরীয়ক উত্তোলিত

করিয়া, বালকদিগের সম্মুখে আনিয়া দিলেন। কুমারেরা শীর্ণ-কায়, মলিনবেশ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই অসাধারণ কার্য্যদর্শনে, একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া, পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, ব্রাহ্মণকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন! আমরা, আপনার অভিবাদন করিতেছি। আপনি, যেরূপ ক্ষমতাপ্রদর্শন করিলেন, তাহা অপরের সাধ্য নহে। আপনার অস্ত্রপ্রয়োগকৌশলে, আমরা, একান্ত বিস্মিত হইয়াছি। যদি কোন বাধা না থাকে, পরিচয় দিয়া, আমাদিগকে চরিতার্থ করুন। বর্ষীয়ান্ ব্রাহ্মণ, প্রথমেই আত্মপরিচয় না দিয়া, কৌশলসহকারে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৎস! তোমরা, ভীষ্মের নিকটে যাইয়া, আমার আকার, প্রকার ও গুণের বর্ণনা করিয়া কহিবে, সেই বৃদ্ধ পুরুষ, এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণের কথায়, যুধিষ্ঠির, অনুজদিগের সহিত ভীষ্মের নিকটে উপস্থিত হইয়া, কহিলেন, আর্য্য! আমরা, নগরের বহিঃপ্রদেশে কন্দুকক্রীড়া করিতেছিলাম, সহসা কন্দুক, একটি নিরুদক কূপে পতিত হইল। সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও, উহা তুলিতে পারিলাম না। সেই স্থান দিয়া, এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যাইতেছিলেন; তিনি আমাদের কথায়, অসামান্য কৌশলসহকারে একমুষ্টি কুশদ্বারা, কন্দুকটি তুলিয়া দিলেন, পরে, কূপমধ্যে নিপতিত স্বীয় অঙ্গুরীয়ক শরবিদ্ধ করিয়া, উত্তোলিত করিলেন। আমরা, তাঁহার কার্য্যে একান্ত বিস্মিত হইয়া, তদীয় পরিচয় জিজ্ঞাসিলে, তিনি পরিচয় না দিয়া, ভবৎসকাশে, তাঁহার আকার, প্রকার ও গুণের বর্ণনা করিতে কহিলেন। আমরা, তদনুসারে, ভবদীয়

চরণসমীপে উপস্থিত হইয়াছি। ব্রাহ্মণ, শ্যামবর্ণ, কৃশকায় ও পলিত-কেশ; সঙ্গে অগ্নিহোত্র রহিয়াছে। তাঁহার মলিনবেশ দেখিলে, তাঁহাকে নিরতিশয় দরিদ্র বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার আকার-দর্শনমাত্র, তদীয় অমানুষী ক্ষমতার উদ্‌বোধ হয় না। সেই মহা-তেজস্বী, বর্ষীয়ান্ পুরুষ, নগরপ্রান্তে উপস্থিত রহিয়াছেন।

যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণে, ভীষ্ম বুঝিতে পারিলেন, ধনুর্ব্বিদ্যা-বিশারদ, দ্রোণাচার্য্য আগমন করিয়াছেন। তিনি, ইতঃপূর্ব্বেই কুমারদিগকে অস্ত্রশিক্ষার্থ, একজন উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে, সমর্পণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এখন সহসা দ্রোণের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া, আহ্লাদসহকারে, তাঁহার নিকট গমন করি-লেন, এবং সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহাকে রাজভবনে আনিয়া, যথোচিত সম্মান ও বিনয়সহকারে কহিলেন, ভগবন! আমি কুমারদিগকে ধনুর্ব্বেদকুশল শিক্ষকের হস্তে সমর্পিত করিবার ইচ্ছা করিতেছিলাম, এমন সময়ে, সৌভাগ্যক্রমে আপনার দর্শনলাভ হইল। আপনি, যদৃচ্ছাক্রমে এস্থানে আসিয়া, আমায় চরিতার্থ করিয়াছেন; এখন অনুগ্রহপূর্ব্বক কুমারদিগের অস্ত্রশিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া, ভরতকুলের মঙ্গলসাধন করুন। কুমারেরা, নিরন্তর আপনার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে, কৌরবগণ, আপনার সন্তোষ-বিধানার্থ নিরন্তর যত্ন করিবেন। রাজকিঙ্করগণ, আপনার অভীষ্ট-বিষয়সংগ্রহে নিরন্তর তৎপর রহিবে। আপনি, যখন যাহা চাহিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইয়া, সুখানুভব করিবেন। ভীষ্মের সৌজন্য ও শিষ্টাচারে পরিতুষ্ট হইয়া, দ্রোণ, কুমারদিগের শিক্ষার ভার

গ্রহণে সম্মত হইলেন। তিনি, কিছুদিন হস্তিনাপুরীতে বিশ্রাম করিলেন। অনন্তর, ভীষ্ম, শুভক্ষণে প্রচুর অর্থের সহিত কুমারদিগকে শিষ্যরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পিত করিলেন। আচার্য্য দ্রোণও, তাঁহাদিগকে অন্তেবাসী বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধানে অস্ত্রশিক্ষা দিতে লাগিলেন।

আচার্য্য দ্রোণ, হস্তিনায় থাকিয়া, কুরুবংশীয় কুমারদিগকে অস্ত্রশিক্ষা দিতেছেন, এই সংবাদশ্রবণে, সূতপুত্র কর্ণ ও অন্যান্য রাজকুমার, অস্ত্রশিক্ষার্থে, তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন। দ্রোণের শিষ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইল, শিক্ষাদানপ্রণালীর সুখ্যাতি লোকমুখে পরিকীর্ত্তিত হইতে লাগিল, এবং সম্মান ও প্রতিপত্তির সহিত বিপুল সম্পত্তির, সমাগম হইল। যিনি, এক সময়ে অর্থাভাবপ্রযুক্ত, অনশনে কালাতিপাত করিয়াছিলেন, গুণগ্রাহী ভীষ্মের প্রসাদে, তিনি, এখন অর্থশালী হইয়া, রাজভোগ্য বিষয়াদির, উপভোগ করিতে লাগিলেন। যে চিরদীপ্তিময় মণি, সম্রাটের স্বর্ণকিরীটে, অপূর্ব্ব শোভাসম্পাদন করে, এবং স্বীয় রশ্মিতরঙ্গে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, দর্শকের নেত্রবিনোদন করিয়া থাকে, রত্নপরীক্ষকের হস্তগত না হইলে, তাহার দীপ্তি হয় না, এবং পৃথ্বীপতির ললাটদেশেও, তাহা স্থানপরিগ্রহ করে না; গুণগ্রাহী লোকের অভাবে, হয়ত, উহা, চিরকাল অনাদরে ও অবজ্ঞায়, খনির তিমিরময় গর্ভেই পড়িয়া থাকে। ভীষ্ম, গুণের মর্য্যাদারক্ষায় অগ্রসর না হইলে, দারিদ্র্যসহচর আচার্য্যও, হয়ত, দুশ্চিন্তাও দুর্দ্দশায় একান্ত মর্ম্মাহত হইয়া, বিজন স্থানে আত্মগোপন করিতেন। তাঁহার অপূর্ব্ব অস্ত্রপ্রয়োগকৌশল,

হয় ত, তাঁহার সহিতই তিরোহিত হইত। লোকে, তাঁহার অনন্যসাধারণ তেজস্বিতায় স্তম্ভিত হইত না, লোকাতিশায়িনী অস্ত্রচালনা শক্তিতে, আহ্লাদপ্রকাশ করিত না, এবং অতুল্য শিক্ষাপদ্ধতিতেও, প্রশংসাবাদকীর্ত্তনে অগ্রসর হইত না। ভীষ্মের গুণগ্রাহিতার জন্য, আচার্য্যের যেমন অভাবপূরণ হইল, সেই রূপ তদীয় বীরত্বকীর্ত্তি দিগন্তপ্রসারিণী হইয়া উঠিল। চিরদরিদ্র আচার্য্য, অবস্থার পরিবর্ত্তনে সন্তুষ্ট হইলেন, এবং সন্তুষ্টচিত্তে অনুপম নৈপুণ্যসহকারে, শিষ্যদিগকে অস্ত্রশিক্ষা দিতে লাগিলেন।

ধনুর্ব্বেদশিক্ষায়, শিষ্যগণের মধ্যে, অর্জ্জুনের ক্রমশঃ প্রতিপত্তি-লাভ হইতে লাগিল। সূতনয় কর্ণ, দুর্য্যোধনের পক্ষে থাকিয়া, পাণ্ডবদিগের অবমাননা করিতে লাগিলেন, কিন্তু, তিনি, ধনুর্ব্বেদে, অর্জ্জুনকে কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিলেন না। আচার্য্য দ্রোণ, অর্জ্জুনের অস্ত্রবিদ্যায় অনুরাগ, প্রয়োগ, লাঘব ও কৌশলদর্শনে, সবিশেষ প্রীত হইয়া, তাঁহাকে আগ্রহসহ-কারে উপদেশ দিতে লাগিলেন। আচার্য্যের উপদেশ, সৎপাত্রে সমাহিত হওয়াতে, সর্ব্বাংশে কার্য্যকর হইল। অর্জ্জুন, অস্ত্রের সন্ধান, প্রয়োগ ও সংহারবিষয়ে, গুরুর সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন। তিনি, যখন অপূর্ব্ব কৌশলে শরাসনে শরযোজনা করিতেন, যখন অসাধারণ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত শরপ্রয়োগে নৈপুণ্য দেখাইতেন, যখন অব্যর্থসন্ধানে লক্ষ্যভেদে কৃতকার্য্য হইতেন, যখন নিমিষমধ্যে, সংহিত শরের সংহার করিতেন, তখন সতীর্থগণ, বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার অসাধারণ কার্য্যনিরীক্ষণ করিত। আচার্য্য, শিষ্যের

অসামান্য ক্ষিপ্রকারিতা, লক্ষ্যভেদক্ষমতা ও সন্ধানকৌশল দেখিয়া, আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন।

একদা, দ্রোণাচার্য্য, শিষ্যদিগের অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষার্থ, তাহাদের অজ্ঞাতসারে, একটি নীলপক্ষী নির্ম্মিত করাইয়া, কোন এক উচ্চ বৃক্ষের অগ্রশাখায় স্থাপিত করিলেন। পরে, সমবেত কুমারদিগকে সম্বোধিয়া, কহিলেন, বৎসগণ! তোমরা শরাসনে শরসন্ধান করিয়া, আমার আদেশের অপেক্ষায় থাক। আমি, তোমাদিগকে একে একে, লক্ষ্যভেদে নিযুক্ত করিতেছি। আমার বাক্যের অবসান হইতে না হইতেই, বৃক্ষশাখাস্থিত ঐ লক্ষ্যের শিরশ্ছেদ করিতে হইবে। আচার্যের আদেশে, যুধিষ্ঠির, প্রথমে, লক্ষ্যের দিকে শরযোজনা করিয়া, দণ্ডায়মান রহিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে, আচার্য্য, যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৎস! বৃক্ষের শিখরস্থিত শকুন্তকে দেখিতেছ? যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, ভগবন! শকুন্ত, আমার স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছে। দ্রোণ, পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! এই বৃক্ষকে, আমাকে বা আপন ভ্রাতৃগণকে দেখিতেছ? যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন! আমি এই বৃক্ষকে, আপনাকে, ভ্রাতৃগণকে ও বৃক্ষস্থিত পক্ষীকে নিরীক্ষণ করিতেছি। তখন, আচার্য্য অপ্রসন্নবদনে কহিলেন, বৎস! তুমি লক্ষ্যভেদ করিতে পারিবে না; এস্থান হইতে অপসৃত হও। অনন্তর, দুর্যোধনপ্রভৃতি, একে একে নির্দ্দিষ্টস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। আচার্য্য, সকলকেই পূর্ব্বোক্তপ্রকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু, কেহই, আচার্য্যের মনোমত উত্তরদানে সমর্থ হইলেন না।

সর্ব্বশেষে আচার্য্য, সহাস্যমুখে অর্জ্জুনকে কহিলেন, বৎস! এই বার, তোমাকে লক্ষ্যভেদ করিতে হইবে। অতএব, শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থলে দণ্ডায়মান হও। অর্জ্জুন, গুরুর আদেশানুসারে, শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক বৃক্ষের শাখাগ্রস্থিত শকুন্তকে লক্ষ্য করিয়া, রহিলেন। তখন, দ্রোণ, পূর্ব্বের ন্যায় জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! বৃক্ষকে, বৃক্ষস্থ পক্ষীকে, আমাকে বা ভ্রাতৃগণকে দেখিতেছ? অর্জ্জুন উত্তর করিলেন, ভগবন্! আমি বৃক্ষ দেখিতে পাইতেছি না, আপনিও আমার নয়নপথে পতিত হইতেছেন না, ভ্রাতৃগণও আমার দৃষ্টিবিষয়ের বহির্ভূত রহিয়াছেন। আমি, কেবল শকুন্তকেই নিরীক্ষণ করিতেছি। অর্জ্জুনের সদুত্তরে, আচার্য্যের মুখ প্রসন্ন হইল। আচার্য্য, প্রীতিবিস্ফারিতনেত্রে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! শকুন্তের কি সর্ব্বাবয়ব দেখিতেছ? অর্জ্জুন, মুহূর্ত্তমধ্যেই উত্তর করিলেন, ভগবন্! আমি শকুন্তের সর্ব্বাবয়ব দেখিতে পাইতেছি না, কেবল উহার মস্তকটিই দেখিতেছি। অর্জ্জুনের সদুত্তর শেষ হইল। আচার্য্য, প্রসন্নবদনে কহিলেন, বৎস! এখন লক্ষ্য বিদ্ধ কর। আচার্য্যের বাক্যের অবসান হইতে না হইতেই, অর্জ্জুন, কিছুমাত্র সন্দেহ বা বিতর্ক না করিয়া, লক্ষ্যে শরক্ষেপ করিলেন। তরুশাখাস্থিত কৃত্রিম বিহঙ্গ, অর্জ্জুনের নিশিত শায়কে ছিন্নমস্তক হইয়া, ভূতলে নিপতিত হইল। সতীর্থগণ, অর্জ্জুনের অস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্যদর্শনে, বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল। আচার্য্য, প্রসন্নবদনে ও প্রগাঢ়প্রীতিসহকারে অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন।

অস্ত্রপরীক্ষায়, অর্জ্জুনের জয়লাভ হওয়াতে, আচার্য্য দ্রোণ, তাঁহাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধনুর্দ্ধর বলিয়া মনে করিলেন। অনন্তর তিনি, প্রীত হইয়া, অর্জ্জুনকে ব্রহ্মশিরানামক সমন্ত্রক অস্ত্রের প্রয়োগ ও সংহারশিক্ষা দিলেন। অর্জ্জুনও, গুরুপ্রদত্ত অমোঘ অস্ত্রলাভে, অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া, তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। দ্রোণের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে, অর্জ্জুন, যেরূপ অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর হইলেন, সেইরূপ অসি ও রথযুদ্ধেও পারদর্শিতালাভ করিলেন। যুধিষ্ঠির, উৎকৃষ্ট রথী হইলেন। লোকাতীতবাহুবলশালী ভীমসেন, গদাযুদ্ধ অভ্যাস করিয়া, উহাতে সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিলেন। নকুল ও সহদেব, অসিচর্য্যায় কুশলী হইলেন, এবং দুর্য্যোধন গদাচালনায় নিপুণ হইয়া উঠিলেন। বুদ্ধি, উৎসাহ ও তেজস্বিতায়, অর্জ্জুনই, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠপদলাভ করিলেন। অস্ত্রপ্রয়োগে, সসাগরা পৃথিবীতে, কেহই তাঁহার ক্ষমতাস্পর্দ্ধী হইতে পারিলেন না। আচার্য্য, অর্জ্জুনের অসাধারণ গুরুভক্তি ও অস্ত্রবিদ্যায় অলৌকিক পারদর্শিতা দেখিয়া, প্রসন্নবদনে কহিলেন, বৎস! এই জীবলোকে, কেহই, তোমার তুল্য ধনুর্দ্ধর হইবে না।

আচার্য্য দ্রোণ, এই রূপে কুমারদিগকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়া, ভীষ্মকে শিক্ষাসমাপ্তির কথা জানাইলেন। কুমারেরা, যথাবিধি শিক্ষালাভ করিয়াছে, এবং ক্ষাত্রতেজের অধিকারী ও অস্ত্রপ্রয়োগে নিপুণ হইয়া উঠিয়াছে, আচার্য্যের মুখে, ইহা শুনিয়া, ভীষ্মের আনন্দের অবধি রহিল না। ভীষ্ম, যথোচিত বিনয়সহকারে, আচার্য্যকে কহিলেন,

ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমি চরিতার্থ হইলাম। আপনি কুমারদিগকে শিক্ষা দিয়া, অস্মৎকুলের পরম উপকারসাধন করিলেন। আপনার যেরূপ শিক্ষাদানকৌশল ও যেরূপ ধনুর্ব্বেদপারদর্শিতা, তাহাতে কুমারগণ যে, সমীচীনশিক্ষালাভ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আপনি, রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এবিষয় বিজ্ঞাপিত করিয়া, কুমারদিগের অস্ত্রক্রীড়াপ্রদর্শনের অনুমতিপ্রার্থনা করুন। রাজকীয় আদেশব্যতিরেকে, ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শিত হইবে না।

ভীষ্মের বাক্যানুসারে, আচার্য্য দ্রোণ, একদা,ভীষ্মবিদুরপ্রভৃতির সন্নিধানে, ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, রাজন্। কুমারেরা সকলেই ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য হইয়াছেন; অনুমতি হইলে, আপন আপন শিক্ষাকৌশলের পরিচয় দিতে পারেন। ধৃতরাষ্ট্র, বিনীতভাবে কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাদের এক মহৎকার্য্যসাধন করিলেন। কুমারেরা,আপনার প্রসাদেই অস্মৎসমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠিল। এখন,যেস্থলে ও যেরূপে, অস্ত্রকৌশলদর্শনবিধায়িনী রঙ্গভূমির নির্ম্মাণ আবশ্যক বোধ করেন, আজ্ঞা করুন। আপনার আদেশ প্রতিপালিত হইবে। আজ, আমার অন্ধতানিবন্ধন পরিতাপের উদয় হইল। বিধাতা আমায় অন্ধ করিয়াছেন; কুমারদিগের অস্ত্রপ্রয়োগকৌশল, আমার দৃষ্টিগোচর হইবে না। যাঁহারা, কুমারদিগের অস্ত্রচালনাচাতুরী দেখিবেন, আমি, তাঁহাদের নিকট, সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া, পরিতোষ প্রাপ্ত হইব। এই বলিয়া, ধৃতরাষ্ট্র, ধর্ম্মবৎসল বিদুরকে আচার্য্য দ্রোণের আদেশানুসারে রঙ্গভূমি নির্ম্মিত করাইতে কহিলেন। বিদুর, রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য

করিয়া, আচার্য্যের সঙ্কল্পক্রমে, শিল্পিগণদ্বারা নির্দ্দিষ্টস্থানে সুবিস্তৃত রঙ্গভূমি প্রস্তুত করাইলেন। বিবিধ কারুকার্য্যে ও যথাস্থলে বিবিধ-বর্ণ মণির সন্নিবেশে, রঙ্গস্থান অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিল। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দর্শকদিগের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন স্থান নিরূপিত হইল। অতঃপর আচার্য্য দ্রোণ, দিন নির্দ্ধারিত করিয়া, সমগ্রবীরসমাজে এবং পৌর ও জানপদবর্গের মধ্যে, কুমারদিগের ক্রীড়াকৌশল-প্রদর্শনসম্বন্ধে, ঘোষণা করিয়া দিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্মকে পুরোবর্ত্তী করিয়া, মন্ত্রিগণ-সমভিব্যাহারে, রঙ্গগৃহে উপস্থিত হইলেন। দেবী গান্ধারী ও কুন্তী, পরিচারিকাগণে পরিবৃতা হইয়া, হর্ষোৎফুল্ললোচনে যথা-স্থানে, আসন পরিগ্রহ করিলেন। ক্রমে, পৌর ও জানপদগণ, রাজকুমারদিগের অস্ত্রক্রীড়াদর্শনার্থী হইয়া, রঙ্গমণ্ডপে আসিতে লাগিল; ক্ষণকালমধ্যে, সেই সুবিস্তৃত রঙ্গভূমি দর্শকগণে, পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এদিকে, বাদ্যকরেরা, মৃদুমধুররবে বাদ্য করিয়া, দর্শক-মণ্ডলীর কৌতুক জন্মাইতে লাগিল; পতাকাসকল বায়ুভরে প্রক-ম্পিত হইয়া, রঙ্গমঞ্চের শোভাসম্পাদন করিতে লাগিল; সমাগত লোকের কোলাহলে, সমগ্র স্থান, বায়ুসন্তাড়িত মহাসাগরের সাদৃশ্যলাভ করিল। এই অবসরে, শ্বেতাম্বরপরিহিত, শ্বেতকেশ, শ্বেতযজ্ঞোপবীত-ধারী, শ্বেতশ্মশ্রু, শ্বেতচন্দনানুলিপ্তদেহ, সৌম্যমূর্ত্তি, আচার্য্য দ্রোণ, স্বীয় পুত্র অশ্বত্থামার সহিত রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রবেশমাত্র মহান্ কোলাহল নিবৃত্ত হইল। দর্শকগণ, আচার্য্যের প্রশস্ত ললাটফলক, দীপ্তিময় লোচনযুগল, অনুপম তেজস্বিতার

আধার কলেবর, চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্তব্ধভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বর্ষীয়ান আচার্য্য, রঙ্গগৃহে সমাগত হইয়া, ব্রাহ্মণগণদ্বারা, যথাবিধানে মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপবেশন করিলেন। পুণ্যকার্য্যের সমাপ্তি হইলে, অনুচরেরা বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া, রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিল।

অনন্তর, কুমারগণ, বদ্ধপরিকর হইয়া, জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠক্রমে, রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিত্র, পৃষ্ঠদেশে তূণীর ও হস্তে শরাসন, শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহারা, ভীষ্মপ্রভৃতি গুরুজনকে অভিবাদন করিয়া, ক্রীড়াভূমিতে সমবেত হইলেন। তাঁহাদের উপস্থিতিতে,মহান্ কোলাহল সমুত্থিত হইল। দর্শকগণের মধ্যে, কেহ কেহ, অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক সমীপোপবিষ্ট ব্যক্তিকে, যুধিষ্ঠিরের সৌম্যমূর্ত্তি, কেহ কেহ ভীমসেনের স্থূলোন্নত কলেবর ও আজানুলম্বিত বাহুযুগল, কেহ কেহ বা, অর্জ্জুনের উদ্ভিন্ন প্রভাতকমলের ন্যায় প্রফুল্ল মুখমণ্ডল ও নবকিসলয়দলসদৃশ অপূর্ব্ব দেহকান্তি দেখাইয়া, প্রশংসা করিতে লাগিল। কুমারগণ, কখন অশ্বে, কখন রথে আরোহণপূর্ব্বক রঙ্গস্থলীতে অতিবেগে পরিভ্রমণ করিতে করিতে, স্ব স্ব নামাঙ্কিত বাণদ্বারা, লক্ষ্যভেদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তাঁহারা অসিচর্ম্মধারণপূর্ব্বক পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। খড়্গমুষ্টি, তাঁহাদের হস্ত হইতে একবারও স্খলিত হইল না। তাঁহারা, অসিচালনাকৌশলের সহিত আপনাদের নির্ভীকতার পরিচয় দিতে লাগিলেন,। তাঁহাদের নিরবচ্ছিন্ন ভ্রাম্যমাণ অসির অংশুমণ্ডল, ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হওয়াতে,

রঙ্গভূমিতে যেন,মুহুর্মুহুঃ সৌদামিনীর আলোকতরঙ্গের আবির্ভাব হইতে লাগিল। রঙ্গমণ্ডপস্থিত দর্শকগণ, কুমারদিগের অদৃষ্টচর লক্ষ্যভেদকৌশল ও অসিচর্য্যাদর্শনে, অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া, মুক্তকণ্ঠে প্রশংসাবাদ করিতে লাগিল। দুর্য্যোধন ও ভীমসেন, গদা লইয়া, পরস্পরকে রোষকষায়িতনেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। আচার্য্য দ্রোণ, তাঁহাদের বিদ্বেষ ও ক্রোধপরায়ণতা দেখিয়া, প্রিয় পুত্র অশ্বত্থামাকে পাঠাইয়া, তাঁহাদিগকে গদাযুদ্ধে নিবারিত করিলেন।

তৎপরে, আচার্য্য দ্রোণ, সভামণ্ডপে দণ্ডায়মান হইয়া, জলদগম্ভীরস্বরে বাদ্যধ্বনি নিবারিত করিয়া, কহিলেন, এই সুবিস্তৃত রঙ্গগৃহে, নানাদেশের বীরেন্দ্রবৃন্দের সমাগম হইয়াছে। হস্তিনাপুরবাসী ও বিভিন্ন জনপদবাসী, বহুলোকও উপস্থিত রহিয়াছে। আমি সকলকে বলিতেছি যে, আমার পুত্র হইতেও প্রিয়তর, মদীয় শিষ্য, অর্জ্জুন, ধনুর্ব্বেদে বিশারদ হইয়াছেন। ইঁহার সমকক্ষ বীরপুরুষ ভূমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হয় না। অসামান্য উৎসাহ ও বুদ্ধিকৌশলে, ইনি, আমার শিষ্যগণের মধ্যে, শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইঁহার এমনই হস্তলাঘব, এমনই সন্ধাননৈপুণ্য ও এমনই সংহারকৌশল, যে, ইনি কখন শরসন্ধান, কখন শরমোচন ও কখন শরসংহার করেন, কিছুই জানিতে পারা যায় না। প্রাণাধিক অর্জ্জুন, এখন রঙ্গভূমিতে অস্ত্রপ্রয়োগকৌশলের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন; সকলে দর্শন কর। আচার্য্য, এই বলিয়া, আসনপরিগ্রহ করিলে, অর্জ্জুন, শরাসন হস্তে করিয়া, রঙ্গমধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন। অমনি আবার মহান্ কলরব সমু-

খিত হইল। তৎসঙ্গে সঙ্গে, শঙ্খধ্বনি ও বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। সুদূরব্যাপী জনকোলাহল, বাদ্যধ্বনির সহিত সম্মিলিত হইয়া, সমগ্র রঙ্গস্থল প্রতিমুহূর্ত্তে কম্পিত করিতে লাগিল। দর্শকগণ, কুমারের নবদুর্ব্বাদলশ্যাম দেহের কমনীয় মাধুরীর সহিত সুকঠিন বর্ম্ম, ভীষণ শরাসন, শাণিত অসি ও সুতীক্ষ্ণ শায়কের সম্মিলন দেখিয়া, যুগপৎ বিস্ময় ও আহ্লাদসহকারে, উচ্চৈঃস্বরে, ইনি, পাণ্ডবদিগের তৃতীয়, ইনিই, কৌরবদিগের রক্ষক, ইনিই, অস্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইত্যাদি প্রশংসাবাক্য বারংবার উচ্চারণ করিতে লাগিল। পুত্রবৎসলা কুন্তী, প্রাণাধিক তনয়ের প্রশংসাবাদ শুনিয়া, আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন, মহামতি ভীষ্ম, সেই মহতী জনতার মধ্যে, পরম স্নেহাস্পদ পাণ্ডবের সুখ্যাতি শুনিয়া, যারপর নাই হৃষ্ট হইলেন, এবং ধৃতরাষ্ট্র, বিদুরের মুখে, তৃতীয় পাণ্ডবের উদ্দেশে এইরূপ প্রশংসাধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে, শ্রবণ করিয়া, সন্তোষপ্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, সেই কোলাহল নিবৃত্ত হইলে, অর্জ্জুন, আচার্য্য দ্রোণের আদেশানুসারে, অস্ত্রপ্রয়োগের বিবিধ কৌশলপ্রদর্শনে উদ্যত হইলেন। তিনি, অপূর্ব্ব শিক্ষাবলে, কখন আগ্নেয়াস্ত্র, কখন বারুণাস্ত্র, কখনও বা, বায়ব্যাস্ত্রের প্রয়োগ করিয়া, অগ্নিসৃষ্টি, বারিসৃষ্টি ও বাত্যাসৃষ্টি করিতে লাগিলেন; নিমিষমধ্যে, কখন রথে আরোহণ, কখনও বা, রথ হইতে অবতরণ করিয়া, অবলীলাক্রমে, স্থূল ও সূক্ষ্ম লক্ষ্য সকল বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; অনন্তর শরাসনে পঞ্চশরের সন্ধান করিয়া, তৎসমুদয়, একবারে, দ্রুতিগতিশীল,

লৌহময় বরাহের মুখে,এক শরের ন্যায় নিক্ষেপ করিলেন, তৎপরে, কেশময়,সূক্ষ্ম রজ্জুদ্বারা লম্বিত গোবিষাণকোষ, এক বারে, একবিংশতিবাণে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে, অসিচালনাপ্রভৃতিতেও, তাঁহার সবিশেষ কৌশল প্রদর্শিত হইল। দর্শকগণ,নিস্পন্দভাবে, তাঁহার অনুপম অস্ত্রপ্রয়োগচাতুরী দেখিতে লাগিল। তদীয় সুকুমার দেহে অসাধারণ তেজস্বিতা ও কমনীয় করপল্লবে অপূর্ব্ব দৃঢ়তার সমাবেশ দেখিয়া, তাঁহাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। অতিমাত্র বিস্ময়ে, তাহাদের লোচন বিস্ফারিত, ললাটফলক বলিরেখাবিবর্জ্জিত ও দেহ পটসন্নিবেশিত চিত্রের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল। অর্জ্জুন, একে একে, সমস্ত অস্ত্রের অদ্ভুত প্রয়োগকৌশলপ্রদর্শন করিলেন। দর্শকেরা, উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার জয়োৎকীর্ত্তন করিতে লাগিল। বহুসহস্র লোকের একীভূত প্রশংসাধ্বনিতে, বাদ্য কোলাহল নিস্তব্ধপ্রায় এবং রঙ্গমণ্ডপ বিকম্পিত, বিদীর্ণ ও বিদলিতপ্রায় বোধ হইল।

অর্জ্জুনের অস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্যদর্শনে,ভীষ্ম,অপরিসীম হর্ষপ্রাপ্ত হইয়া, আপনার প্রযত্ন ও প্রয়াস সর্ব্বাংশে সফল বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তিনি, আচার্য্য দ্রোণের সমক্ষে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনে বিমুখ হইলেন না। যুধিষ্ঠির, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি, যথাবিধানে রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া, রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করেন, এখন, ভীষ্ম, একান্তমনে, ইহারই কামনা করিতে লাগিলেন। এদিকে,যাবতীয় পুরবাসী ও জনপদবাসী, কি সভামণ্ডপে,কি চত্বরে, কি বিপণিক্ষেত্রে, কি গোষ্ঠীকথাস্থলে, সর্ব্বত্রই

বলিতে লাগিল, যুধিষ্ঠির, রাজ্য পাইবার উপযুক্ত পাত্র। ভীষ্ম, রাজ্যগ্রহণ করিবেন না বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তিনি, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও মহাব্রত; সর্ব্বান্তঃকরণে প্রতিজ্ঞার পালন, করিয়া আসিতেছেন। চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াস্তের বিপর্য্যয় ঘটিলেও, তাঁহার প্রতিজ্ঞা বিপর্য্যস্ত হইবে না। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হওয়াতে, পূর্ব্বে রাজ্য প্রাপ্ত হন নাই; এখন কি বলিয়া রাজপদ গ্রহণ করিবেন। যুধিষ্ঠির, যেরূপ ধর্ম্মবৎসল, যেরূপ সত্যশীল ও যেরূপ করুণাসম্পন্ন, তাহাতে তিনি, ভীষ্ম ও সপুত্র ধৃতরাষ্ট্রের যথোচিত সম্মাননা করিয়া, তাঁহাদিগকে বিবিধ রাজভোগে পরিতৃপ্ত রাখিতে বিমুখ হইবেন না। আমরা, যুধিষ্ঠিরকে রাজপদে অধিষ্ঠিত দেখিলে, পরম পরিতোষলাভ করিব।

পুরবাসীদিগের মুখে, এইরূপ কথা শুনিয়া, ভীষ্ম, অধিকতর আহ্লাদিত হইলেন। আহ্লাদের আবেগে তাহার অপাঙ্গদেশ অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। ভীষ্ম, আনন্দাশ্রুপাতে বক্ষঃস্থল সিক্ত করিয়া, পুরবাসীদিগকে কহিলেন, আমি সর্ব্বপ্রযত্নে কুমারদিগকে সুশিক্ষিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, এখন আমার সে ইচ্ছা ফলবতী হইল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, যেরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইয়াছেন, তাহাতে তিনি, রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনে যশস্বী হইতে পারিবেন। পাণ্ডু, স্বর্গবাসী হইয়াছেন; মাতা সত্যবতী, এবং ভাগ্যবতী অম্বা ও অম্বালিকা, যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া পরমপদলাভ করিয়াছেন; আমি, রাজপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রজাশ্রেণীতে নিবেশিত হইয়াছি; প্রজাধর্ম্মের পালনজন্যই, আমি যোগমার্গের আশ্রয়গ্রহণ করি নাই,

শান্তরসাস্পদ তপোবনে থাকিয়া, তাপসবৃত্তির অনুসরণেও উদ্যত হই নাই। যৌবনেই, আমার বিষয়বাসনা অন্তর্হিত হইয়াছে, এবং পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য, একমাত্র ব্রত হইয়া উঠিয়াছে। এখন আমি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। আমার কেশ পলিত হইয়াছে, দেহও ক্রমে শিথিল হইতেছে। আমি, কুরুরাজের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া, তাঁহার হিতকর কার্য্যসাধনজন্যই, এখন জীবনধারণ করিতেছি। আমি, যৌবনে পিতৃদেবের সমক্ষে, যে ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি, বার্দ্ধক্যেও, সেই ধর্ম্মের পালন করিব। যুধিষ্ঠির রাজ্যে অভিষিক্ত হউন, বিভিন্ন রাজ্যের ভূপতিগণ, তাঁহার রাজশক্তির নিকটে মস্তক অবনত করুন, প্রজালোকে, মহতী দেবতাজ্ঞানে তাঁহার পূজা করুক, দেখিয়া, আমি চরিতার্থ হই; আমার অনির্ব্বচনীয় আত্মপ্রসাদলাভ হউক। আমি, এক সময়ে যাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া, স্নেহ দেখাইয়াছি, যাঁহার আধ আধ কথায় মোহিত হইয়া, মুখচুম্বন করিয়াছি, যাঁহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে শিক্ষা দিয়াছি, এবং অনুক্ষণ আত্মশাসনে রাখিয়া, যাঁহাকে সৎপথপ্রদর্শন করিয়াছি, এখন তাঁহারই আজ্ঞাবহ হইয়া, তদীয় প্রীতিকর কার্য্যসাধন করিব। ইহাই আমার পরম ধর্ম্ম, ইহাই আমার পরম কর্ম্ম, এবং ইহাই আমার পরম তপের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

ভীষ্মের এইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত ও উদারতাপূর্ণ বাক্যে, পুরবাসীরা, সন্তোষপ্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু, দুর্য্যোধন, এজন্য সাতিশয় অসূয়াপরতন্ত্র হইলেন। যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা-

বাদ, যেন তাঁহার কর্ণে বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি, পৌরগণের প্রস্তাবে পরিতোষপ্রকাশ করিলেন না, ভীষ্মের সম্মতিতেও, সন্তুষ্ট হইলেন না। ঘোরতর হিংসায় ও অপরিসীম বিদ্বেষে, তাঁহার হৃদয় অধীর হইল। তিনি, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যত দিন,দেহে জীবন থাকিবে, তত দিন, যুধিষ্ঠির বা তদীয় ভ্রাতৃগণকে রাজ্যাধিকারী হইতে দিবেন না। এদিকে, সর্ব্ববিষয়ে পাণ্ডবদিগের উৎকর্ষ ও স্বীয় তনয়গণের অপকর্ষ জানিয়া, ধৃতরাষ্ট্রও সাতিশয় পরিতপ্ত হইলেন। বলবতী পরশ্রীকাতরতায়, তাঁহার মানসিক শান্তি তিরোহিত হইল, তীব্র বিদ্বেষবিষে তাঁহার মনোগত সাধু ভাব দূষিত হইতে লাগিল, এবং দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের আত্মদুর্গতিজ্ঞাপক কাতরবাক্যে, তাঁহার হৃদয়গত প্রীতি ও স্নেহ বিলুপ্ত হইয়া গেল। যিনি, পাণ্ডুর রাজ্যপ্রাপ্তিতে আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন, এখন তিনিই, পাণ্ডবদিগের সৌভাগ্যে সদসৎপরিবেদনাবিহীন হইয়া, দয়াধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিলেন। অপত্যবাৎসল্য, ন্যায়ানুগত না হইলে, সাধুহৃদয়কেও এইরূপ কলুষিত করিয়া থাকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের প্রস্তাবে, নিতান্ত পরিতপ্ত হইয়া, দুর্য্যোধন, পিতৃসমীপে গমন করিলেন, এবং পিতাকে একান্তে উপবিষ্ট দেখিয়া, তদীয় পাদবন্দনা করিয়া, কহিলেন, তাত! পৌরগণ আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া, যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিতে চাহিতেছে। পিতামহ ভীষ্ম, রাজ্যভোগে পরাঙ্মুখ হইয়া, এবিষয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে সম্মতিপ্রকাশ করিতেছেন। পৌরবর্গের মুখে, এই অশ্রদ্ধেয় কথা শুনিয়া, আমার সাতিশয় মনস্তাপ হইতেছে। আপনি, জ্যেষ্ঠ হইয়াও, অন্ধতাপ্রযুক্ত পূর্ব্বে রাজ্যলাভ করিতে পারেন নাই, আর্য্য পাণ্ডু, বয়ঃকনিষ্ঠ হইয়াও, আপনার বর্ত্তমানে রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এখন, যুধিষ্ঠির, যদি পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হন, তাহাহইলে, তৎপরে, তদীয় পুত্র, তদনন্তর, তদীয় পৌত্র, এইরূপে পাণ্ডবেরাই পরমসুখে এই সমৃদ্ধরাজ্যভোগ করিতে থাকিবে। আমরা, রাজবংশীয় হইয়াও, প্রজালোকের সমক্ষে হীনভাবে থাকিব। পরপিণ্ডোপজীবী লোকের দুর্দ্দশার ইয়ত্তা নাই। তাহারা, ইহলোকে যেরূপ পরনিগৃহীত, পরলাঞ্ছিত ও পরাবজ্ঞাত হয়, লোকান্তরেও সেইরূপ নিরয়গামী হইয়া, অনন্ত কষ্টভোগ করে। যাহাতে, আমরা দুর্ব্বিষহ নরকযাতনা হইতে পরিত্রাণ পাই, আপনি, তদনুরূপ উপায়নির্দ্দেশ করুন।

দুর্য্যোধনের কথায়, ধৃতরাষ্ট্র, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, অধোবদনে রহিলেন। যুধিষ্ঠির রাজা হইবে, আর তিনি পুত্র-গণের সহিত তাঁহার প্রসাদকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকিবেন, ইহা ভাবিয়া, তিনি পরিতপ্ত হইলেন। তাঁহার অপ্রসন্ন মুখমণ্ডল, তদীয় গভীর দুশ্চিন্তার পরিচয় দিতে লাগিল। উপস্থিত বিষয়ে, কি কর্ত্তব্য, সহসা অবধারণ করিতে না পারিয়া, তিনি দোলায়মানচিত্ত হইলেন। দুঃশাসনপ্রভৃতি দুর্ম্মতি ভ্রাতৃগণ ও শকুনিপ্রভৃতি কুমন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া, দুর্য্যোধন, পাণ্ডবদিগকে বারণাবত নগরে পাঠাইয়া, কৌশলক্রমে, অগ্নিতে দগ্ধ করিবার ষড়-যন্ত্র করিয়াছিলেন। তিনি, এক্ষণে পিতাকে বিষণ্ণ দেখিয়া, প্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, তাত! আপনি, যদি কৌশলক্রমে পাণ্ডবদিগকে বারণাবতে পাঠাইতে পারেন, তাহা হইলে আর কোন আশঙ্কা থাকে না। ধৃতরাষ্ট্র, পুত্রের কথায়, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, কহিলেন, বৎস! তুমি যাহা কহিলে, তাহা, আমারও অভি-প্রেত বটে, কিন্তু, পাণ্ডু, নিরতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি, জ্ঞাতিবর্গের, বিশেষতঃ, আমার সহিত সর্ব্বদা সদ্ব্যবহার করিতেন। এমন কি, স্বয়ং বিষয়ভোগে মনোযোগ না দিয়া, আমাদিগকে বিবিধ ভোগ্যবস্তুতে সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত রাখিতেন। তাঁহার এমনই সরলতা ও ভ্রাতৃবৎসলতা ছিল যে, আমার নিকটে রাজকীয় বৃত্তান্তের নিবেদন না করিয়া, কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। তৎপুত্র যুধিষ্ঠির, তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ, গুণবান্ এবং পৌরগণ ও জানপদবর্গের প্রিয় হইয়াছেন। বিশেষতঃ, তিনি তোমাদের

সকলের বড়, এরাজ্যও তাঁহার পৈতৃক। এখন কি করিয়া, তাঁহাদিগকে এস্থান হইতে নির্ব্বাসিত করিব। এরূপ করিলে, অমাত্যবর্গ ও সৈন্যগণ, পাণ্ডুকৃত উপকার স্মরণ করিয়া, আমাদের বিনাশে উদ্যত হইবে। আর্য্য ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ ও ধর্ম্মবৎসল বিদুর প্রভৃতিও,ইহাতে কদাচ সম্মত হইবেন না। কৌরবগণ,পাণ্ডু ও আমার সম্বন্ধে, সমদর্শী। তাঁহারা,তোমাদিগকে ও যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতিকে সমান জ্ঞান করেন। তাঁহাদের কেহই, পাণ্ডবদিগের প্রতি অত্যাচার সহিতে পারিবেন না। সকলেই, আমাদের প্রতিকূল পক্ষ অবলম্বন করিবেন। আমরা, কৌরব ও অমাত্যবর্গের বিরাগভাজন হইয়া, কষ্টের একশেষ ভোগ করিব।

পিতৃবাক্যে দুর্য্যোধন নিরস্ত হইলেন না; তাঁহার বলবতী হিংসা লুপ্ত বা প্রবল বিদ্বেষবুদ্ধি বিদূরিত হইল না। দুর্য্যোধন, পাণ্ডবগের সর্ব্বনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, পুনর্ব্বার কহিলেন, পিতঃ! পনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, যথার্থ বটে, কিন্তু অর্থদ্বারা পরিতুষ্ট রলে,সৈন্যগণ অবশ্য আমাদের সহায় হইবে। এখন রাজ্যের স্পত্তি, আপনার হস্তগত রহিয়াছে, অমাত্যগণও নার অধীন রহিয়াছেন। আর পিতামহ ভীষ্ম, আমাদের য়রই সমপক্ষপাতী। অশ্বত্থামা আমার একান্ত অনুগত; র্য্য দ্রোণ, কখনও পুত্রের বিপক্ষ হইতে পারিবেন না। , যদিও পাণ্ডবদিগের সপক্ষতা করিতেছেন, তথাপি, তিনি, া আমাদের কোনও অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবেন না। , তাত! আপনি, কিছুমাত্র আশঙ্কা না করিয়া, পাণ্ডব-

দিগকে বারণাবতে প্রেরণ করুন, সমগ্র সাম্রাজ্য, আমার হস্ত-গত হইলে, তাঁহারা পুনর্ব্বার এস্থানে আগমন করিবেন।

ধৃতরাষ্ট্র, পুত্রের বাক্যে, সদসৎবিবেচনায় জলাঞ্জলি দিয়া, পাণ্ডবদিগকে বারণাবতে পাঠাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এদিকে, দুর্য্যোধন, সম্মান ও অর্থদ্বারা, অমাত্য ও সৈন্যদিগকে বশীভূত করিলেন। কূটনীতিপরায়ণ অমাত্যেরা, ধৃতরাষ্ট্রের নিদেশানু-সারে, পাণ্ডবদিগের সমক্ষে কহিতে লাগিল, বারণাবত পরম রমণীয় স্থান। ভূমণ্ডলে, তাদৃশ মনোহর নগর দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সময়ে, তথায় ভগবান্‌, ভূতভাবন, ভবানীপতির উৎসব হইবে। এই উৎসবপ্রসঙ্গে, বারণাবত, বিবিধ রত্নে সমাকীর্ণ ও বিভিন্ন দেশাগত জনগণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। তথায়, আমো-দের সীমা থাকিবে না; আহ্লাদেরও অন্ত হইবে না। বিবিধ দ্রব্যের সমবায়ে ও বিভিন্ন জনপদের জনসমাগমে, সেস্থান সৌন্দর্য্যে ও বৈভবে, জগতে অতুলনীয় হইবে। দৈবনির্ব্বন্ধ অখণ্ডনীয়। অমত্যদিগের মুখে, বারণাবতের এইরূপ প্রশংসা-বাদশ্রবণে, পাণ্ডবদিগের তথায় যাইতে ইচ্ছা হইল। ধৃতরাষ্ট্রও, যখন জানিতে পারিলেন, পাণ্ডবগণ, বারণাবতদর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন, তখন, তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, বৎসগণ! সকলে আমার নিকট প্রত্যহ কহে, ভূমণ্ডলের মধ্যে, বারণাবত সাতিশয় রমণীয়। যদি, তথায় যাইয়া, তোমাদের উৎসবদর্শনে অভিলাষ থাকে, সপরিবারে গমন করিয়া, আমোদভোগ কর। তথায়, কিছুদিন পরমসুখে বাস করিয়া, পুনরায় হস্তিনাপুরীতে আসিও।

যুধিষ্ঠির, ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় বুঝিলেন ; কিন্তু, কি করেন, আপনাকে নিতান্ত অসহায় ভাবিয়া, যে আজ্ঞা বলিয়া, তাঁহার আদেশপালনে সম্মত হইলেন। অনন্তর, ভীষ্মপ্রভৃতির নিকটে গমন করিয়া, কহিলেন, আমরা, পরম পূজ্য পিতৃব্যের আদেশে, বারণাবতে যাইতেছি ; আপনারা, প্রসন্নমনে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন, আমাদের কোন অমঙ্গল না হয়, আমরা যেন, কোনরূপে পাপ-স্পৃষ্ট না হই। যুধিষ্ঠির, একে একে, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, ও গান্ধারীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, সকলেই প্রগাঢ় স্নেহ-প্রদর্শনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে, গুরু-জনের পাদবন্দনা করিয়া, যুধিষ্ঠির, মাতা ও চারি ভ্রাতার সহিত বারণাবতে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময়ে, বিদুর, অপরের অবোধ্য ভাষায়, যুধিষ্ঠিরকে, দুর্যোধনের দুরভিসন্ধির বিষয় জানাইলে, যুধিষ্ঠির, "বুঝিলাম" বলিয়া, বারণাবতে, সাবধানে থাকিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন।

অতর্কিতভাবে, দুর্নিবার আত্মবিরোধ উপস্থিত দেখিয়া, ভীষ্ম, নিরতিশয় পরিতপ্ত হইলেন। দুর্যোধনের পাপাচার ও ধৃতরাষ্ট্রের পাপপ্রবৃত্তি, তাঁহাকে যার পর নাই চিন্তাকুল করিয়া তুলিল। অতীত সময়ের ঘটনাবলী, একে একে, তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল। তিনি, যেরূপ যত্নাতিশয়ে বিচিত্রবীর্য্যের রক্ষণা-বেক্ষণ করিয়াছিলেন, যেরূপ স্নেহসহকারে, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং যেরূপ প্রগাঢ় বাৎসল্য-সহকৃত অধ্যবসায়ের সহিত যুধিষ্ঠিরদুর্য্যোধনপ্রভৃতির পরিপালনে

ব্যাপৃত ছিলেন, তাহা ভাবিতে ভাবিতে, অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। যে পাণ্ডু, আত্মসুখের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, ধৃতরাষ্ট্রের সন্তুষ্টিসাধনে যত্নশীল ছিলেন, যিনি রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াও, রাজকার্য্যে, সর্ব্বদা ধৃতরাষ্ট্রের পরামর্শগ্রহণ করিতেন, এখন ধৃতরাষ্ট্র, তাঁহারই সন্তানগণের অনিষ্টসাধনে উদ্যত হইয়াছেন, দুর্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রণায়, তাহাদের জীবন সংশয়াপন্ন হইয়াছে, ইহা যখন মনে হইল, তখন তাঁহার যাতনার অবধি রহিল না। স্বহস্তরোপিত ও সযত্নবর্দ্ধিত বৃক্ষের ফল, বিষময় হইলে, যেরূপ কষ্টের সঞ্চার হয়, দুর্য্যোধনের দুরাচারে, তাঁহার সেইরূপ মনোবেদনার আবির্ভাব হইল। তিনি দুর্ব্বিষহ মনস্তাপে, অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। কেন আমি, পাণ্ডুপ্রভৃতির প্রতিপালনের ভারগ্রহণ করিলাম, কেন হস্তিনাপুরী পরিত্যাগ করিয়া, বনবাসী না হইলাম, কেন মাতা সত্যবতীর সহিত যোগমার্গ অবলম্বন না করিলাম, কেন কুরুকুলে প্রতিপালিত হইলাম, কেনই বা, কুরুরাজের কার্য্যসাধনে ব্যাপৃত রহিলাম, এখন কি করিব? কি করিয়া হৃদয়বিদারক আত্মবিরোধ দেখিব? সর্ব্বথা আমার জীবন কষ্টময় হইয়াছে। দিবসে আমার শান্তি নাই; রাত্রিতে আমার নিদ্রা নাই। নিদারুণ তুষানল, যেন অলক্ষ্যভাবে প্রতিশিরায় প্রসারিত হইয়া, নিরন্তর আমার হৃদয় বিদগ্ধ করিতেছে। আমি রাজ্যভার পরিত্যাগ করিয়াছি। রাজকীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপে, আমার কোন অধিকার নাই। বিধাতা, এখন কেবল আমাকে আত্মবিগ্রহে, আত্মকুলের বিধ্বংস দেখাইবার জন্যই, জীবিত রাখিয়াছেন।

ভীষ্ম, গভীর মর্ম্মবেদনায় অধীর হইয়া, এইরূপ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম, এইরূপ সন্তপ্ত হৃদয়ে ও বিষণ্নমনে, হস্তিনাপুরীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি পাণ্ডবগণ, বারণাবতে উপস্থিত হইলে, নগরবাসিগণ, পরমসমাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিল। সমদর্শী যুধিষ্ঠিরের অহঙ্কার নাই; যুধিষ্ঠির যথাক্রমে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের গৃহে গমন করিয়া, সকলকে সাদর-সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিলেন। পৌরগণ, এইরূপ সদাচরণে সম্প্রীত হইল। দুর্য্যোধন, বারণাবতে জতুগৃহ নির্ম্মিত ও পাণ্ডব-গণকে তন্মধ্যে কৌশলক্রমে দগ্ধ করিবার জন্য, পুরোচননামক একজন ক্রূরপ্রকৃতি পারিষদকে পাঠাইয়াছিলেন। পুরোচন, বাহিরে বিনয় ও সৌজন্য দেখাইয়া, পাণ্ডবদিগকে রমণীয় প্রাসাদে লইয়া গেল, এবং তথায় তাঁহাদের পরিতোষের নিমিত্ত, উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য ও পানীয়, এবং দুগ্ধফেননিভ শয্যাপ্রভৃতি প্রদান করিল। যুধিষ্ঠির, পুরোচনের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেও, প্রকাশ্যে কিছুই বলিলেন না। তিনি, সাবধানে, মাতা ও ভ্রাতৃগণের সহিত নির্দ্দিষ্ট প্রাসাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দশ দিন অতীত হইলে, পুরোচন, তাঁহাদিগকে নবনির্ম্মিত গৃহে যাইতে অনুরোধ করিল। যুধিষ্ঠির, মাতা ও ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে, পুরোচনের নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিয়া, ঘৃত ও জতুমিশ্রিত বসা-গন্ধের আঘ্রাণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, উহা, আগ্নেয় দ্রব্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা বুঝিয়াও, পাণ্ডবেরা, পুরোচনের সমক্ষে, এ বিষয়ে

কোন কথা কহিলেন না। বাহিরে তাঁহাদের প্রশান্তভাবের ব্যত্যয় ঘটিল না, এবং আমোদ ও আহ্লাদেরও বিরাম হইল না। তাঁহারা বিশ্বাসশূন্য হইয়াও, বিশ্বস্তের ন্যায়, নিরন্তর অসন্তুষ্ট হইয়াও, সন্তুষ্টের ন্যায় এবং বিস্ময়াপন্ন হইয়াও,অবিস্মিতের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু, গোপনে তাঁহারা আত্মরক্ষার যথোচিত উপায় অবলম্বন করিলেন। একজন বিশ্বস্ত খনক, হস্তিনাপুর হইতে আসিয়া, পুরোচনের অজ্ঞাতসারে, জতুগৃহে মহাসুরঙ্গ প্রস্তুত করিয়া, গোপনে বহির্গমনের পথ করিয়া দিল। এদিকে, পুরোচন পাণ্ডবদিগকে হৃষ্ট ও অসন্দিগ্ধ মনে করিয়া, সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ করিবার জন্য, নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষায় রহিল। পাণ্ডবেরা, সেই সময়ের পূর্ব্বেই, সুরঙ্গদ্বার দিয়া, পলায়নের পরামর্শ করিলেন।

একদা, গভীর নিশীথে, বারণাবতবাসিগণ, নিদ্রাভিভূত রহিয়াছে, সমীরণ, ক্বচিৎ বৃক্ষশাখা আন্দোলিত করিয়া, ক্বচিৎ শাখাস্থিত সুষুপ্ত বিহঙ্গকুলের শান্তিসুখের ব্যাঘাত জন্মাইয়া, ক্বচিৎ জনকোলাহলশূন্য নগরের নিস্তব্ধতাভঙ্গ করিয়া, বেগে প্রবাহিত হইতেছে; পুরোচন, সুকোমল শয্যায় নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে, এমন সময়ে, ভীমসেন, পুরোচনের শয়নগৃহে ও জতুগৃহের দ্বারে, অগ্নি প্রদান করিলেন। হুতাশন,বায়ুবেগে মুহূর্ত্তমধ্যে, গৃহের চতুর্দ্দিকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন পাণ্ডবেরা, মাতার সহিত সুরঙ্গ দিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে, প্রজ্বলিত পাবকের প্রচণ্ড শিখা, গগনে উত্থিত হইল; বিকট শব্দে চারি দিক পূর্ণ হইয়া উঠিল; এবং

অন্ধকারময় গভীর নিশীথে, অনলস্তূপ দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া,সমস্ত নগর আলোকিত করিল। পুরবাসিগণ, সসম্ভ্রমে শয্যা হইতে উঠিয়া, দেখিল, জতুগৃহ, করাল হুতাশনে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে ; অনল, অনিলের সাহায্যে প্রবর্দ্ধিত হইয়া, গৃহের পর গৃহ, ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিতেছে। অসময়ে, অতর্কিতভাবে, এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারদর্শনে, তাহাদের মনস্তাপের সীমা রহিল না। পাণ্ডবগণ যে, মাতার সহিত গৃহ হইতে নিরাপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই, সুতরাং, সকলেই ভাবিল, সমাতৃক পাণ্ডবেরা, জতুগৃহের সহিত ভস্মাবশিষ্ট হইয়াছেন। এই ভাবিয়া, পৌরগণ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। ভয়ঙ্করী রাত্রি প্রভাত হইলে, তাহারা, পাণ্ডবদিগের অনুসন্ধানার্থ ভস্মস্তূপ আলোড়িত করিতে লাগিল। একটি নিষাদী, পঞ্চপুত্রের সহিত সেই রাত্রিতে জতুগৃহে আশ্রয় লইয়া ছিল, তাহার ও তদীয় পুত্রপঞ্চকের অঙ্গারময় কঙ্কাল, পৌরগণের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল। সুতরাং, সমাতৃক পাণ্ডবগণ যে, অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে তাহাদের অণুমাত্র সংশয় রহিল না। এই সময়ে, সেই বিশ্বস্ত খনক, স্থান পরিষ্কৃত করিবার ছলে, সুরঙ্গদ্বার, ভস্মস্তূপে আচ্ছাদিত করিল। পৌরগণের কেহই, তদ্বিষয় জানিতে পারিল না। পৌরগণ, পুরোচনের বিদগ্ধ কঙ্কালও দেখিতে পাইল। অনন্তর, সকলেই, পাণ্ডবদিগের অকালমৃত্যুতে শোকাতুর হইয়া, বিলাপ করিতে করিতে,জতুগৃহ দাহ এবং তৎসঙ্গে পুরোচন ও মাতৃসমবেত পাণ্ডবদিগের ভস্মাবশেষের সংবাদ ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে পাঠাইয়া দিল। ধৃতরাষ্ট্র, কৃত্রিম শোকপ্রকাশ

পূর্ব্বক জ্ঞাতিবর্গের সহিত পাণ্ডবদিগের উদকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

এদিকে, যুধিষ্ঠির, মাতা ও ভ্রাতৃগণের সহিত জতুগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, অলক্ষ্যভাবে ভাগীরথীতটে উপনীত হইলেন, অনন্তর, তরণীসংযোগে ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া, তটবর্ত্তী নিবিড়, বনপ্রদেশে প্রবেশ করিলেন। এখন, অরণ্য তাঁহাদের রাজ্য, আরণ্য বৃক্ষের তল, তাঁহাদের আশ্রয়স্থল ও আরণ্য ফল তাঁহাদের খাদ্য হইল। যাঁহারা সুরম্য রাজপ্রাসাদে অবস্থিতি করিতেন, বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইতেন, এবং বিবিধ ভোগ্যবস্তুতে পরিতৃপ্ত থাকিতেন, এখন তাঁহারা, নিরতিশয় দীনভাবে, বিজন অটবীবিভাগে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আশঙ্কার অবধি ছিল না, দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না, এবং দুর্দ্দশারও ইয়ত্তা ছিল না। পাছে, দুরাত্মা দুর্য্যোধন, তাঁহাদের সন্ধান পায়, তাঁহারা এই আশঙ্কায়, ছদ্মবেশে নানাস্থানে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভিক্ষালব্ধ অন্নে, কোনও প্রকারে তাঁহাদের উদরপূর্ত্তি হইতে লাগিল। এইরূপ ভিক্ষাজীবী হইয়া, তাঁহারা, ব্রাহ্মণের বেশে,একচক্রা নগরীতে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে,পাঞ্চাল রাজ্যের অধিপতি দ্রুপদ, স্বীয় তনয়া কৃষ্ণার স্বয়ংবরের উদ্যোগ করিতেছিলেন। তৎকালে, কৃষ্ণার ন্যায় লাবণ্যবতী কুমারী দৃষ্টিগোচর হইত না। রূপমাধুরীতে, কৃষ্ণা, রমণীসমাজে অতুলনীয়া ছিলেন। অসামান্যরূপনিধান দুহিতারত্ন,

ধনুর্ব্বেদবিশারদ উপযুক্ত পাত্রে সমর্পিত হয়, এই জন্য,দ্রুপদ, নৃপতি-সমাজে ঘোষণা করিয়াছিলেন, যিনি এককালে পঞ্চশরদ্বারা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যভেদে সমর্থ হইবেন, তিনিই পাঞ্চাললক্ষ্মী কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন। এই সংবাদ পাইয়া, বিভিন্ন-রাজ্যের নরপতিগন, পাঞ্চালের স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণবেশধারী পাণ্ডবগণও, ব্রাহ্মণগণের সহিত পাঞ্চালরাজ্যে যাইয়া, স্বয়ংবরসভায় ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে, আসনপরিগ্রহ করি-লেন।

পাঞ্চালরাজ, নগরের প্রান্তভাগে,সুবিস্তৃত সমতলক্ষেত্রে,স্বয়ংবর-সভামণ্ডপ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। সভাগৃহ, প্রাকার ও পরিখা-দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং সুদৃশ্য চন্দ্রাতপ ও সুগন্ধ কুসুমমালাবলীতে অলঙ্কত ছিল। স্থানে স্থানে, সমুন্নত তোরণরাজি বিরাজ করিতে-ছিল; চারিদিকে সুধাধবলিত প্রাসাদাবলী, তুষারজালসমাচ্ছন্ন হিমগিরির ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ঐ সকল প্রাসাদের কুট্টিম-ভূমি, মণিময় শিলাপট্টে উদ্ভাসিত হইতেছিল। সুবাসিত অগুরু-ধূপে, গন্ধবারির পরিষেকে ও মঙ্গলময় তূর্য্যের নিনাদে, সভাভূমি, সকলের হৃদয়হারিণী হইয়া উঠিতেছিল। মণিময় মঞ্চে, বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত, বিভিন্নদেশের ভূপালগণ উপবেশন করিয়া-ছিলেন; অপরদিকে পৌর ও জানপদগণ, উপবিষ্ট হইয়া, স্বয়ংবর-সভার শোভা সন্দর্শন করিতেছিল। ব্রাহ্মণগণ, যথাস্থলে আসন-পরিগ্রহপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিতেছিলেন। পাণ্ডবগণ,দরিদ্র ব্রাহ্ম-ণের বেশে, ব্রাহ্মণসমাজে উপবিষ্ট ছিলেন। আর, মহার্হ মঞ্চে,

সুসজ্জিত ভূপালশ্রেণীর মধ্যে, দুর্য্যোধনপ্রভৃতি কৌরবগণ, আসন,-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

অনন্তর, মন্ত্রবিৎ পুরোহিত, যথাবিধানে আহুতিপ্রদানপূর্ব্বক হুতাশনের সন্তর্পণ করিলে, কৃষ্ণা কৃতস্নানা ও সর্ব্বাভরণভূষিতা হইয়া, হস্তে, দধি, অক্ষত ও মাল্যপূর্ণ, কাঞ্চনময় বরণপাত্র লইয়া, ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সভামণ্ডপে সমাগতা হইলেন। নৃপতিগণ, চিত্রা-র্পিতের ন্যায় নিশ্চলভাবে, তাঁহার অনুপমলাবণ্যময়ী মাধুরী দর্শন করিতে লাগিলেন। সমাগত জনগণ, নরপতিদিগের মধ্যে, কাহার অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়, দেখিতে, সাতিশয় কৌতূহলী হইয়া উঠিল। পাঞ্চালরাজকুমার, দ্রৌপদীর সহিত সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া, বাদ্যধ্বনি নিবারিত করিয়া, জলদগম্ভীরস্বরে ভূপালদিগকে কহি-লেন, রাজগণ! শ্রবণ করুন। এই শরাসনও এই নিশিত শর-পঞ্চক রহিয়াছে; ঐ আকাশস্থিত কৃত্রিম মৎস্য ও তন্নিম্নে যন্ত্রমধ্যস্থ ছিদ্র লক্ষিত হইতেছে। যিনি, জলমধ্যে লক্ষ্যের প্রতিবিম্ব দেখিয়া, যন্ত্রস্থিত ছিদ্র দিয়া, পঞ্চশরদ্বারা লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, মদীয় ভগিনী কৃষ্ণা, অদ্য তাঁহারই গলদেশে বর-মাল্য সমর্পিত করিবেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন, এই বলিয়া নিবৃত্ত হইলে, সভামধ্যে মহান্ কোলাহল সমুত্থিত হইল। সকলেই লক্ষ্যভেদ দেখিতে উদ্গ্রীব হইয়া রহিল। কলরব নিবৃত্ত হইলে, নৃপতিবর্গ, একে একে আসন পরিত্যাগ করিয়া, স্ব স্ব ভুজবলপ্রদর্শন ও অতুল্যলাবণ্যবতী কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ জন্য, লক্ষ্যভেদে দণ্ডায়মান হইলেন; কিন্তু, কেহই, দুর্নানম্য শরাসন আনত

করিয়া, জ্যারোপণে সমর্থ হইলেন না। দুর্য্যোধনপ্রভৃতি কৌরবগণও, শরসন্ধানে বিফলপ্রযত্ন হইলেন। মহামতি ভীষ্ম, দারপরিগ্রহে বিমুখ ছিলেন। পাঞ্চালের স্বয়ংবরসভায়, তাঁহার অসামান্য বাহুবল ও অব্যর্থ সন্ধানকৌশল প্রদর্শিত হইল না। পাণ্ডবগণের বিয়োগদুঃখ, তাঁহাকে অতিমাত্র কাতর করিয়াছিল; তিনি স্বয়ংবরসভার সমৃদ্ধিদর্শনেও উৎসুক হইলেন না। পাঞ্চালের বীরত্বপ্রদর্শনী রঙ্গভূমি, বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের সংস্রবশূন্য রহিল।

বাহুবলদৃপ্ত রাজগণ, একে একে হতোদ্যম হইলে, অর্জ্জুন ব্রাহ্মণসমাজ হইতে উত্থিত হইলেন, অর্জ্জুনের তদানীন্তন ছদ্মবেশদর্শনে, দুর্য্যোধনপ্রভৃতি ভূপতিগণ, পৌর বা জানপদগণ, কেহই, তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। এদিকে ব্রাহ্মণবেশধারী অর্জ্জুনকে লক্ষ্যভেদে উদ্যত দেখিয়া, ব্রাহ্মণগণ, অজিনপ্রকম্পনপূর্ব্বক কোলাহল করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ, বলিতে লাগিলেন, ধনুর্ব্বেদবিশারদ মহারথগণ, যে শরাসন আনত করিতে পারেন নাই, অস্ত্রবিদ্যায় অনভিজ্ঞ দুর্ব্বল ব্রাহ্মণতনয়, কিরূপে তাহা সজ্য করিবে? এই বটু, চাপল্যপ্রযুক্ত ঈদৃশ দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে, ইহাতে সিদ্ধিলাভ না হইলে, আমরা সকলেই, ভূপতিসমাজে হাস্যাস্পদ হইব। তোমরা ইহাকে নিবারিত কর। কেহ কেহবা, কহিতে লাগিলেন, এই তরুণবয়স্ক ব্রাহ্মণযুবক, যেরূপ শ্রীসম্পন্ন, সেইরূপ সুগঠিতকলেবর ও উৎসাহশীল, ইঁহার অধ্যবসায়দর্শনে বোধ হইতেছে, ইনি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। ব্রাহ্মণগণ, যখন এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন অর্জ্জুন, শরাসনসমীপে

অচলের ন্যায় অটলভাবে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং ভক্তিভাবে বরপ্রদ মহাদেবকে স্মরণ ও সেই বিচিত্র কার্ম্মুক প্রদক্ষিণ করিয়া, উহা, অবলীলায় গ্রহণপূর্ব্বক জ্যাযুক্ত করিলেন; অনন্তর, সজ্য শরাসনে শরপঞ্চকসন্ধান করিয়া, কষ্টভেদ্য লক্ষ্য বিদ্ধ ও ভূতলে পাতিত করিয়া ফেলিলেন। তখন, সভামধ্যে, মহান্ কোলাহল হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ, উত্তরীয় সঞ্চালিত করিয়া, মহোল্লাসপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, বাদ্যকরেরা, উৎসাহসহকারে তূর্য্যবাদন করিতে লাগিল; সুকণ্ঠ মাগধগণ, মধুরস্বরে স্তুতিপাঠ করিতে আরম্ভ করিল; মঞ্চস্থিত ভূপালগণ, লজ্জায় অধোবদন হইয়া, আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন, কৃষ্ণা, বরমাল্য লইয়া, লক্ষ্যভেদকারী পার্থের পার্শ্ববর্ত্তিনী হইলেন।

পাঞ্চালরাজ, দুহিতারত্ন, কাহার হস্তগত হইল, প্রথমে, বুঝিতে পারেন নাই; পাছে, অজ্ঞাতকুলশীল কোন ব্যক্তি, প্রাণাধিক তনয়ার পাণিগ্রহণ করে, এই আশঙ্কায়, তিনি ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন। শেষে, যখন জানিতে পারিলেন, ধনুর্ব্বেদবিশারদ পার্থ, লক্ষ্যভেদ করিয়া, কন্যারত্ন, লাভ করিয়াছেন, তখন তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি, রাজ্যমধ্যে উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন। পুরবাসিগণ, নানারূপ আমোদ করিতে লাগিল। রাজা, দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে, পঞ্চপাণ্ডবের সহিত কৃষ্ণার বিবাহ দিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ, দ্রুপদভবনে, দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়া, পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ, জীবিত রহিয়াছেন, অর্জ্জুন, লক্ষ্য-

ভেদকরিয়া, পঞ্চভ্রাতায় মিলিয়া, দ্রৌপদীর সহিত পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইয়াছেন, এই সংবাদ, ক্রমে চারিদিকে প্রচারিত হইল। হস্তিনাপুরবাসিগণও, লোকমুখে, এই সংবাদ শুনিতে পাইল। ভীষ্ম, ইহা শুনিয়া, যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন। পাণ্ডবদিগের বিয়োগে, তিনি, এতদিন নিদারুণ অন্তর্দাহে ক্লিষ্ট হইতেছিলেন। তাঁহার প্রসন্নভাব অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল, তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে কালিমার সঞ্চার হইয়াছিল, এবং নিরবচ্ছিন্ন দুশ্চিন্তার জন্য, শান্তি ও তৃপ্তি, তাঁহার নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি, কল্পনায় বিমুগ্ধ হইয়া, সম্মুখে যে সম্মোহন দৃশ্য অবস্থিত দেখিতেছিলেন, তাহা সহসা অন্তর্হিত হইয়াছিল। সে সম্মোহন দৃশ্যের পরিবর্ত্তে, গভীর বিষাদময়ী ছায়া, এখন তাঁহার পুরোভাগে প্রসারিত হইয়াছিল। তিনি, আত্মকুলের অধোগতি দেখিয়া, দিন দিন ম্রিয়মাণ হইতেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বা দুর্য্যোধনের আদেশের বিরুদ্ধাচরণে, তাঁহার অধিকার ছিল না। তিনি, অসামান্য ক্ষমতাশালী হইয়াও, উদাসীনভাবে রাজকীয় বিগর্হিত মন্ত্রণার বিকাশ দেখিতেছিলেন। দুর্য্যোধন, তাঁহার সৎপরামর্শের বশবর্ত্তী না হইলেও, তিনি তাঁহাকে সিংহাসনভ্রষ্ট করিতে উদ্যত হন নাই। অন্নদাতা, প্রতিপালক প্রভুর প্রতিকূলাচরণ, তিনি, মহাপাপ বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার লোকোত্তর চরিত, এইরূপ দেবভাবে পূর্ণ ছিল। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই, তদীয় মহান্ স্বার্থত্যাগ ও মহীয়সী কর্ত্তব্যবুদ্ধির নিদর্শন লক্ষিত হইতেছিল। যুধিষ্ঠির প্রভৃতির প্রতি অত্যাচারে,

তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, কিন্তু, তাঁহার অনুপম আত্মসংযম ও অলোকসাধারণ সহিষ্ণুতার বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয় নাই। এখন, পাণ্ডবগণ মাতার সহিত নিরাপদে ও অক্ষতশরীরে রহিয়াছেন, অধিকন্তু, অর্জ্জুন, সমাগত রাজমণ্ডলীর মধ্যে, লক্ষ্যভেদ করিয়া, দ্রুপদের দুহিতারত্নলাভ করিয়াছেন, এই সংবাদে, বর্ষীয়ান্ মহাপুরুষের কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ ও অপাঙ্গদেশ অশ্রুপরিপূর্ণ হইল। মহাপুরুষ, গলদশ্রুলোচনে সিদ্ধিদাতা বিধাতার নিকট, সমাতৃক পাণ্ডবদিগের কুশলকামনা করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবগণ, পাঞ্চালের রঙ্গভূমিতে বিজয়শ্রীর অধিকারী হইয়াছেন শুনিয়া, ভীষ্মবিদুরপ্রভৃতি, যেরূপ সন্তোষলাভ করিলেন, ধৃতরাষ্ট্রদুর্য্যোধনপ্রভৃতি, সেইরূপ অন্তর্দাহে বিদগ্ধ হইতে লাগিলেন। কুরুকুলে, এক দিকে, বিষণ্ণতার বিমলিনভাব বিকাশ পাইল, অপর দিকে, প্রসন্নতার প্রশান্তকান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। এক পক্ষ, অস্তগমনোন্মুখ শশধরের ন্যায় পরিম্লান হইলেন, অপর পক্ষ, সৌরকরসম্পৃক্ত, উদ্ভিন্ন কমলের ন্যায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। পাণ্ডবদিগকে জতুগৃহে দগ্ধ করিবার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল দেখিয়া, দুর্য্যোধন, পিতৃসমীপে অন্যরূপ কৌশলের উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। কর্ণ, ষড়যন্ত্রের পরিবর্ত্তে, সম্মুখসমরে, বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে নির্জ্জিত করিতে কহিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, যদিও দুর্য্যোধনের একান্তপক্ষপাতী ছিলেন, তথাপি, ভীষ্মপ্রভৃতির জন্য, সহসা কিছু করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি, প্রতিহারীদ্বারা ভীষ্ম, বিদুর ও দ্রোণকে ডাকিয়া

পাঠাইলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র, প্রথমে ভীষ্মের নিকটে, পাণ্ডবদিগের সম্বন্ধে, কি কর্ত্তব্য, জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্রকে প্রশান্তভাবে ও গম্ভীরস্বরে কহিলেন, বৎস! আমার সমক্ষে, তুমি ও পাণ্ডু, উভয়ই তুল্য। আমি, উভয়কেই সমান স্নেহে প্রতিপালিত করিয়াছি, উভয়কেই সমান যত্নে শিক্ষা দিয়াছি, এবং উভয়েরই সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধনে, সমান তৎপরতা দেখাইয়াছি। তোমার পুত্রেরা, আমার যেরূপ স্নেহভাজন, পাণ্ডুর পুত্রেরাও,আমার সেইরূপ স্নেহাস্পদ। পাণ্ডবদিগের প্রতি-পালন ও রক্ষাসাধন, আমার যেরূপ কর্ত্তব্য, তোমারও সেইরূপ। পাণ্ডবগণ ও দুর্য্যোধনপ্রভৃতি কৌরববর্গ, সকলেই আমার তুল্যরূপ আত্মীয়। এরূপ স্থলে, পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে, কিরূপে আমার অভিরুচি হইতে পারে? আত্মবিগ্রহ সর্ব্বতোভাবে অক-র্ত্তব্য। পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিয়া, আত্মীয়ভাবে কালযাপন করাই, তোমার উচিত। অনন্তর, ভীষ্ম, দুর্য্যোধনকে কহিলেন, বৎস! তুমি, যেমন মনে করিতেছ, ইহা আমার পৈতৃক রাজ্য; পাণ্ডবগণও সেইরূপ মনে করিয়া থাকে। যদি পাণ্ডবেরা রাজ্য প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে, তুমি কোন্ বিধি অনুসারে রাজ্য-লাভ করিবে? আর, তোমার পর, ভরতবংশে যেসকল রাজকুমার জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারাই বা, কি বলিয়া, রাজ্য প্রাপ্ত হইবে? ধর্ম্মানুসারে রাজ্যাধিকারী হইয়াছি বলিয়া, যদি তুমি মনে করিয়া থাক, তাহা হইলে, ইতঃপূর্ব্বেই পাণ্ডবদিগের রাজ্যাধিকার হইয়াছে। অতএব, আমার মত এই, প্রীতিপ্রকাশপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান কর। বিবাদে কোন প্রয়োজন নাই। আত্মবিগ্রহ অনন্ত অনর্থের মূল। রাজ্যার্দ্ধপ্রদান করিলে, উভয় পক্ষেরই মঙ্গল; ইহার অন্যথাচরণ করিলে, কাহারও মঙ্গল হইবে না, তোমারও অতিমাত্র অপকীর্ত্তি ঘোষিত হইবে। অতএব, বৎস! কীর্ত্তিরক্ষণে যত্নশীল হও। ভূমণ্ডলে কীর্ত্তিই মানবের পরম ধন। কীর্ত্তিবিহীন ব্যক্তির জীবনধারণ করা, বিড়ম্বনা মাত্র। কীর্ত্তিমান ব্যক্তি, লোকান্তরগত হইলেও, ইহলোকে জীবিত থাকে; কীর্ত্তিহীন ব্যক্তি, জীবিত থাকিলেও, মৃত বলিয়া কথিত হয়। তুমি, এখন কীর্ত্তিরক্ষারূপ কুলোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, এবং পূর্ব্বপুরুষদিগের অবলম্বিত পথের অনুবর্ত্তী হও। আমাদের সৌভাগ্যক্রমেই, সমাতৃক পাণ্ডবগণ জীবিত রহিয়াছেন। পাপাত্মা পুরোচন, পূর্ণমনোরথ না হইতেই, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি, যদবধি শুনিয়াছি, মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ, দগ্ধ হইয়াছেন, তদবধি লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারি নাই; দুর্ব্বিষহ মনস্তাপে তদবধি জীবন্মৃত রহিয়াছি। লোকে, পুরোচনকে দোষী না বলিয়া, তোমাতেই দোষারোপ করিয়া থাকে। এক্ষণে, পাণ্ডবদিগকে আনয়ন ও রাজ্যার্দ্ধ সমর্পণ করিয়া, আত্মকলঙ্কক্ষালন কর। পাণ্ডবগণ একহৃদয়, একমতাবলম্বী ও ধর্ম্মনিরত, তাঁহারা, অধর্ম্মদ্বারা তুল্যাধিকার রাজ্যে বঞ্চিত হইতেছেন। যদি ধর্ম্মরক্ষা কর্ত্তব্য হয়, আমার প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠানে, যদি অভিলাষ হয়, এবং যদি অবিচ্ছিন্ন আত্মকুশলের কামনা থাকে, তাহা হইলে, পাণ্ডবদিগকে রাজ্যার্দ্ধপ্রদান কর।

ভীষ্ম, এই বলিয়া, তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মসঙ্গত, উদার উপদেশ ফলোন্মুখ হইল। আচার্য্য দ্রোণ ও ধর্ম্মবৎসল বিদুর, উভয়েই, প্রশস্তমনে, তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন। কর্ণ, এজন্য তাঁহাদের নিন্দা করিলেন। কিন্তু, অসামান্য গাম্ভীর্য্যশালী ভীষ্ম, তাহাতে বিচলিত হইলেন না। বর্ষীয়ান্ আচার্য্য ও বিদুরও, তাহাতে নিরতিশয় উপেক্ষাপ্রদর্শন করিলেন।

অনন্তর, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্মের উপদেশানুসারে, পাণ্ডবদিগকে আনিবার জন্য, বিদুরকে দ্রুপদরাজ্যে পাঠাইলেন। বিদুর, পাঞ্চালরাজ্যে উপস্থিত হইলে, যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ, মাতা ও নবপরিণীতা পত্নীর সহিত হস্তিনাপুরীতে যাত্রা করিলেন। পাণ্ডবগণ, সমাতৃক ও সস্ত্রীক আসিতেছেন শুনিয়া, ধৃতরাষ্ট্র, তাঁহাদের প্রত্যুদ্গমন জন্য, আচার্য্য কৃপ, দ্রোণ ও কতিপয় কৌরবপ্রধানকে পাঠাইয়া দিলেন। পুরবাসিগণ পাণ্ডবদিগের আগমনে, পরম প্রীত হইয়া, কহিতে লাগিল, যিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে আমাদের প্রতিপালন করিতেন, আজ, সেই ধর্ম্মাত্মা, পুরুষশ্রেষ্ঠ, যুধিষ্ঠির পিতৃরাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতেছেন, ইঁহার আগমনে, বোধ হইতেছে, যেন লোকপ্রিয় মহারাজ পাণ্ডু, আমাদের হিতসাধনার্থ, লোকান্তর হইতে প্রত্যাগত হইতেছেন। পাণ্ডবদিগের প্রত্যাগমনে, আজ আমাদের কতই আহ্লাদ, কতই আমোদ হইতেছে। যদি, আমরা কখন দান করিয়া থাকি, যদি, কখন হোম করিয়া থাকি, তপস্যাদ্বারা, যদি কখন, আমাদের পুণ্যলাভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে, সেই

সুকৃতির বলে, যেন পাণ্ডুনন্দনগণ, শতায়ুঃ হইয়া,এই নগরে অবস্থিতি করেন। পাণ্ডবগণ, পৌরবর্গের মুখে, এইরূপ প্রীতিকর বাক্য শুনিতে শুনিতে, রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক ভীষ্মধৃতরাষ্ট্রপ্রভৃতি গুরুজনের পাদবন্দনা করিলেন। কৌরবগণ, সমাগত হইয়া, তাঁহাদের কুশলজিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ভীষ্ম, তাঁহাদিগকে নয়নজলে পরিষিক্ত করিয়া, আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহারাও, সকলকে সাদরসম্ভাষণে সম্প্রীত করিয়া, বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অনন্তর, ভীষ্ম, তাঁহাদিগকে ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে আসিতে, ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা, বিনীতভাবে, ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপনীত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠিরকে অর্দ্ধরাজ্যপ্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের বাসের জন্য, খাণ্ডবপ্রস্থনগর নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ, ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে উদ্যত হইলেন। দুর্য্যোধনের সহিত পুনরায় বিবাদ না হয়, এই জন্যই, ধৃতরাষ্ট্র, তাঁহাদের স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। এবিষয়, ভীষ্মেরও অনুমোদিত হইল। পাণ্ডবেরা প্রসন্নমনে, অরণ্যপথে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পাণ্ডবদিগের আগমনে, খাণ্ডবপ্রস্থ, অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিল। যুধিষ্ঠির, পবিত্রস্থানে শান্তিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, নগরের রমণীয়তা পরিবর্দ্ধিত করিতে যত্নশীল হইলেন। তাঁহার যত্নে, তদীয় রাজধানী শোভাসম্পত্তিতে, হস্তিনাপুরীকেও অতিক্রম করিল। উহা, পরিখায় পরিবেষ্টিত ও সমুন্নত প্রাচীরে অলঙ্কৃত হইল। সুবিস্তৃত রাজপথের উভয় পার্শ্বে, সুচ্ছায় বৃক্ষসকল শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত হইয়া, উহার অনুপম শোভার বিকাশ করিয়া দিল। পরমরমণীয় সৌধমালা, বিচিত্র শিল্পচাতুরীর পরিচয় দিতে লাগিল। স্থানে স্থানে উদ্যান সকল, সুদৃশ্য পুষ্পরাজিতে অলঙ্কৃত, এবং সুরম্য লতাবিতানে সজ্জিত হইল। স্বচ্ছসলিলপূর্ণ সরোবরসমূহ, হংস, বক, চক্রবাকপ্রভৃতি বারিবিহঙ্গকুলে শোভিত হইয়া উঠিল। সর্ব্ববেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ, সর্ব্বভাষাবিৎ ব্যক্তিগণ, সর্ব্বস্থানগামী, ধনাকাঙ্ক্ষী বণিক্‌গণ ও সর্ব্ববিধকারুকার্য্যনিপুণ শিল্পিগণে, ইন্দ্রপ্রস্থ, ক্রমে পরিপূর্ণ হইল।

পাণ্ডবগণ, ইন্দ্রপ্রস্থের রমণীয়তা ও জনবহুলতা দেখিয়া, প্রীতিলাভ করিলেন। ভীষ্ম, পরমস্নেহসম্পদ যুধিষ্ঠিরের নবীন রাজধানীর শোভাসম্পত্তির বিষয় অবগত হইয়া,

অপরিসীম সন্তোষপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি, যুধিষ্ঠিরের গুণপক্ষপাতী হইলেও, হস্তিনাপুরীতে ধৃতরাষ্ট্রের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্নেহ ও প্রীতি সার্ব্বজনীন ছিল। তিনি, যুধিষ্ঠিরের অভ্যুদয়ে, যেরূপ সন্তুষ্ট হইতেন, দুর্য্যোধনের উন্নতিতেও, সেইরূপ সন্তোষ-প্রকাশ করিতেন। যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মপ্রবণতা, ভীমের বলশালিতা ও অর্জ্জুনের অস্ত্রকুশলতাদর্শনে, তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছিল যে, পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে থাকিয়া, সুনিয়মে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে পারিবেন। অধিকন্তু, সর্ব্বনীতিবিশারদ, ভগবান্ বাসুদেব, যাঁহাদিগকে পরিচালিত করিতেছেন, কোন বিষয়ে, তাঁহাদের কোনরূপ ত্রুটি হইবে না। এইরূপ আত্ম-প্রত্যয়প্রযুক্ত ভীষ্ম, পাণ্ডবদিগের সহিত বাস করিলেন না। তিনি, বাল্যে, যেস্থানে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, যৌবনে, যে স্থানে কালযাপন করিয়াছিলেন, প্রৌঢ়াবস্থায়, যে স্থানের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, এবং পরমারাধ্য পিতৃদেবের পরিতোষ-সাধন জন্য, সুবিস্তৃত রাজ্য ও অপরিমিত ধনসম্পত্তিতে জলাঞ্জলি দিয়া, যে স্থানের অর্থে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন না। ভীষ্ম, পূর্ব্বের ন্যায় কুরু-রাজের অধীনতা স্বীকার করিয়া, কৌরবরাজধানীতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এইরূপে, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে, খাণ্ডবপ্রস্থে রাজধানী স্থাপিত করিয়া, অবহিতচিত্তে রাজ্যশাসন ও

অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অপ্রমেয় রাজনীতির গুণে, জনপদ সকল সমৃদ্ধ হইল, অরাতিকুল নির্ম্মূল হইল, এবং প্রকৃতিবর্গ উন্মার্গগামী না হইয়া, স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর হইল। বিভিন্ন রাজ্যের ভূপতিগণ, জিগীষাশূন্য হইয়া, উপহারদানে ও প্রিয়কার্য্যসম্পাদানে, তাঁহার সন্তুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন। তদীয় ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের বীরত্বে ও পরাক্রমে, সসাগরা পৃথিবী, তাঁহার করতলগত হইল। অর্জ্জুন উত্তর দিক, ভীম পশ্চিম, সহদেব দক্ষিণ ও নকুল পূর্ব্বদিক জয় করিয়া, রাশীকৃত ধনরত্ন লইয়া, খাণ্ডবপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির, নিখিল রাজমণ্ডলের অধিপতি ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া, কৃষ্ণের মতানুসারে, রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

অবিলম্বে যজ্ঞের সমুচিত আয়োজন হইতে লাগিল। শিল্পকরেরা যুধিষ্ঠিরের আদেশে, সুপ্রশস্ত যজ্ঞায়তন ও নিমন্ত্রিতদিগের পৃথক পৃথক বাসের জন্য, সুদৃশ্য গৃহসকল নির্ম্মিত করিল। আচার্য্য ধৌম্যের নির্দ্দিষ্ট যজ্ঞসম্ভারের সংগ্রহ ও নিমন্ত্রণার্থ বিভিন্ন স্থানে দূতপ্রেরণের ভার, সহদেবের উপর সমর্পিত হইল। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উপস্থিত, হইয়া, বেদনিষ্ণাত ব্রাহ্মণদিগকে যজ্ঞের পৃথক পৃথক কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণপ্রভৃতি গুরুজন ও দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃগণের নিমন্ত্রণার্থে, নকুল, হস্তিনাপুরীতে প্রেরিত হইলেন।

নকুল, হস্তিনায় যাইয়া, বিনয়নম্রবচনে, ভীষ্মপ্রভৃতি

গুরুজন ও আচার্য্যপ্রমুখ বিপ্রগণের নিমন্ত্রণ করিলেন। যুধিষ্ঠির, রাজসূয় মহাযজ্ঞে ব্রতী হইয়াছেন শুনিয়া, ভীষ্ম সন্তোষসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি, যাঁহাকে প্রতিপালিত ও সুশিক্ষিত করিয়াছেন, তিনি, আজ মহারাজ চক্রবর্ত্তীর সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হইয়া, রাজসূয়ের অনুষ্ঠানে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, আজ, নিখিল রাজমণ্ডল, তাঁহার চরণপ্রান্তে, মস্তক অবনত করিতেছেন, ইহাতে, বৃদ্ধ, কৌরবশ্রেষ্ঠ আশ্বস্ত হইলেন। বহুদিনের পর, তাঁহার হৃদয়ানলে শান্তিসলিল প্রক্ষিপ্ত হইল। আত্মসাধনার সিদ্ধিতে, বর্ষীয়ান পুরুষসিংহ, আজ, পুলকিতদেহে, নয়নজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিলেন। হস্তিনাপুরবাসী কৌরবগণ, প্রসন্ন চিত্তে নিমন্ত্রণ গ্রহণপূর্ব্বক খাণ্ডবপ্রস্থে সমাগত হইলেন। যুধিষ্ঠির, যথোচিত বিনয়সহকারে, পিতামহ ও অপরাপর গুরুজনের চরণে প্রণাম করিয়া, তাঁহাদিগকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আমি রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছি। আপনারা অনুগ্রহপ্রকাশপূর্ব্বক আমার সহায় হউন। আমার প্রভূত ধনসম্পত্তিতে আপনাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে, আপনারা, আমার সমস্ত সম্পত্তি, আপনাদের জ্ঞান করিয়া, যাহাতে আমার সর্ব্বাঙ্গীন শ্রেয়োলাভ ও আরব্ধ কার্য্য, সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে, মনোযোগী হউন। যুধিষ্ঠির এই বলিয়া নিবৃত্ত হইলে, তাঁহারা সকলেই, সন্তুষ্টচিত্তে, যোগ্যতানুসারে পৃথক পৃথক কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। অজাতশত্রুর শত্রুতাবোধ নাই। দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন, খাণ্ডব-

প্রশ্নে পরমসমাদরে পরিগৃহীত হইলেন। যুধিষ্ঠির, উভয়কেই সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া, উভয়ের উপর উভয়বিধ কার্য্যের ভার দিলেন। ভীষ্ম ও দ্রোণ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেচনার ভার গ্রহণ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র গৃহপতির ন্যায় রহিলেন। কৃপাচার্য্য, ধনরত্নসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও দক্ষিণাপ্রদানে নিযুক্ত হইলেন। দুর্য্যোধনের প্রতি, উপায়নপ্রতিগ্রহের ভার সমর্পিত হইল। দুঃশাসন, ভোজ্য দ্রব্যাদির তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত হইলেন। অশ্বত্থামা, ব্রাহ্মণ-গণের ও সঞ্জয়, রাজগণের পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনের ভার গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহা-দের কিঙ্করকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

ক্রমে যজ্ঞস্থলে, নিমন্ত্রিতবর্গের সমাগম হইতে লাগিল। সদাত্মা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, সকলেরই নিমন্ত্রণ হইয়া-ছিল। সকলেই, আত্মীয়বর্গসমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন। অসংখ্য ঋষি, নৃপতি, পুরবাসী ও জনপদবাসীতে, যজ্ঞস্থল পরিপূর্ণ হইল। সমাগত জনগণ, যজ্ঞসভার শোভা, অভ্যর্থনার শৃঙ্খলা, পরিচর্য্যার পারিপাট্য ও যজ্ঞস্থলে রাশীকৃত ধনসম্পত্তি দেখিয়া, মুক্তকণ্ঠে ধর্ম্মরাজের প্রশংসা করিতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে, মহাযজ্ঞের আরম্ভ হইল। যুধিষ্ঠির, যেমন সহস্র সহস্র লোকের উপায়নগ্রহণ করিলেন, সেইরূপ মুক্তহস্তে দক্ষিণাদানে ব্রাহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া তুলিলেন। কেহই প্রার্থনীয় বিষয়-লাভে বঞ্চিত হইল না। যে, যে যে বিষয়ের প্রার্থনা করিতে লাগিল, তাহাকে, তত্তৎ বিষয়, বহুলপরিমাণে প্রদত্ত হইতে

লাগিল। এইরূপে, রাজসূয়যজ্ঞে, আড়ম্বর ও দানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইল।

ভীষ্ম, এই মহাযজ্ঞে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিচারের ভারগ্রহণ করিয়া, আপনার সমীক্ষ্যকারিতা ও গুণগ্রাহিতার সবিশেষ পরিচয় দিলেন। তিনি, যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৎস! আচার্য্য, ঋত্বিক, স্নাতক, নৃপতিপ্রভৃতি গুণশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ, অর্ঘ্যগ্রহণের যোগ্যপাত্র। ইঁহাদের মধ্যে, যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যজ্ঞভূমিতে অগ্রে অর্ঘ্যদ্বারা, তাঁহারই অর্চ্চনা কর। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিলেন, আর্য্য! আপনি, কোন্ অসাধারণ ব্যক্তিকে অগ্রে অর্ঘ্যপ্রদানের উপযুক্ত বিবেচনা করেন, নির্দ্দেশ করুন। ভীষ্ম, প্রকৃতিসিদ্ধ বিবেকশক্তিতে, ভগবান্ কৃষ্ণকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৎস! জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে, ভাস্কর যেমন সর্ব্বাতিশায়িনী প্রভাদ্বারা শ্রেষ্ঠতালাভ করিয়াছেন, সেইরূপ তেজ, বল ও পরাক্রমে, শ্রীকৃষ্ণই, এই সমস্ত লোকের শীর্ষস্থানে বিরাজ করিতেছেন। সৌরকরসমাগমে, পৃথিবী, যেমন উদ্ভাসিত হয়, বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চালনে, জীবহৃদয়, যেমন প্রফুল্ল হয়, কৃষ্ণসমাগমে আমাদের সভাও, সেইরূপ উদ্ভাসিত ও প্রফুল্ল হইয়াছে। অতএব, এই লোকশ্রেষ্ঠ, প্রধান পুরুষকেই অর্ঘ্যপ্রদান করা কর্ত্তব্য। ভীষ্ম, এইরূপ কহিলে, যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণকেই অর্ঘ্যদানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অনন্তর, সহদেব, ভীষ্মকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া, কৃষ্ণকে যথাবিধি অর্ঘ্য দিলেন। শ্রীকৃষ্ণও, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধান অনুসারে, অর্ঘ্যের

প্রতিগ্রহ করিলেন। সেই জনতাময়ী ও সমৃদ্ধিশালিনী সভায় দ্বারাবতীরাজকে সম্মানিত ও সম্পূজিত হইতে দেখিয়া, চেদিরাজ শিশুপাল, সাতিশয় অসূয়াপরতন্ত্র হইয়া, ভীষ্ম, কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করিতে করিতে, আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মপক্ষের রাজগণসমভিব্যাহারে, সভা হইতে প্রস্থানোন্মুখ হইলেন। যুধিষ্ঠির, প্রীতিস্নিগ্ধ, মধুরবচনে তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু, শিশুপাল কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। তিনি, পূর্ব্বের ন্যায় ভীষ্ম ও কৃষ্ণের নিন্দা করিয়া, আত্মপ্রাধান্যস্থাপনে বদ্ধপরিকর হইলেন।

যুধিষ্ঠিরের প্রণয়গর্ভবচনেও, শিশুপালকে শান্ত না দেখিয়া, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৎস! লোকপূজিত শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা, যাঁহার অভিমত নয়, এবিষয়ে হিতকর বাক্য বলিলেও, যে, অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠে, তাহার অনুনয় করিয়া কি হইবে? অনন্তর, তিনি শিশুপালকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, চেদিরাজ! কৃষ্ণের তেজোবলে পরাভূত না হইয়াছেন, এমন একটি মহীপালও এই রাজসমাজে, দৃষ্ট হয়েন না। অচ্যুত, কেবল আমাদের অর্চ্চনীয় নহেন, ত্রিভুবনেও ইহার অর্চ্চনা হইয়া থাকে। এই জন্য, আমরা, বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে অতিক্রম করিয়াও, কৃষ্ণকেই অর্ঘ্যদান করিয়াছি। এবিষয়ে, তোমার অসূয়া বা গর্ব্বপ্রকাশ করা উচিত নয়। আমি, অনেক স্থানে, অনেক লোক দেখিয়াছি, অনেক জ্ঞানবৃদ্ধ সাধুপুরুষের সহবাস করিয়াছি, সকলেই, মুক্তকণ্ঠে

কৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। অলোকসাধারণ শৌর্য্য, অনন্যসাধারণ বীর্য্য ও লোকাতিশায়িনী কীর্ত্তিতে, জগদর্চ্চিত অচ্যুত, সর্ব্বত্র প্রাধান্যলাভ করিয়াছেন। তিনি, বয়সে বালক হইলেও, নিখিল বেদবেদাঙ্গে পারদর্শী ও সমধিক বিক্রমশালী। মানবলোকে, তাঁহার ন্যায় বেদবেদাঙ্গসম্পন্ন, বিনয়শালী, যশস্বী ও তেজস্বী মহাপুরুষ, দ্বিতীয় নাই। আমরা, কোনরূপ সম্বন্ধের অনুরোধে বা উপকারের প্রত্যাশায়, তাঁহার অর্চ্চনা করি নাই। তদীয় অসামান্য গুণাবলীর সম্মাননার জন্যই, তাঁহাকে অর্ঘ্যদান করিয়াছি। এ বিষয়ে, আমাদের কোনরূপ পক্ষপাত নাই; কোনরূপ উপরোধপরতন্ত্রতা নাই; বা, কোনরূপ অভিনিবেশ-শূন্যতা নাই। আমরা, অভিনিবেশসহকারে, গুণাবলীর পর্য্যা-লোচনা করিয়া, পুরুষপ্রধান কৃষ্ণকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। তুমি, বালচাপল্যের বশবর্ত্তী হইয়াই, কৃষ্ণের অনন্য-সাধারণ গুণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছ না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, ধর্ম্মের মর্ম্ম যেরূপ বুঝিতে পারেন, অন্যে সেরূপ পারে না। এই মহতী সভায় সমাগত ঋষিগণ, বিপ্রগণ ও মহীপালগণমধ্যে, কোন্ ব্যক্তি অচ্যুতকে অর্চ্চনীয় বলিয়া বোধ করেন না? কেই বা, তাঁহার প্রতি অনাদরপ্রদর্শন করিয়া থাকেন? গুণি-সমাজে গুণই, পূজার বিষয়, কেবল বয়োবৃদ্ধ হইলেই, লোকে পূজনীয় হয় না। শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা, যদি ন্যায়সঙ্গত না হয়, তাহা হইলে, তোমার যেরূপ অভিরুচি হয়, কর।

ভীষ্ম, সভামধ্যে, এইরূপ উদারতা ও গুণগ্রাহিতার পরিচয়

দিলেন। তাঁহার মহীয়সী বিবেকবুদ্ধি দেখিয়া, সকলে বিস্মিত হইল, সকলেই পুলকিত হইয়া, তৎপ্রতি দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিল। তিনি, বয়োবৃদ্ধ হইয়াও, অল্পবয়স্ক ব্যক্তির গুণের যেরূপ মর্য্যাদারক্ষা করিলেন, তাহাতে, তদীয় মহানুভাবতার একশেষ প্রদর্শিত হইল। কিন্তু, বিমূঢ় ব্যক্তির কঠোর হৃদয়, ইহাতে দ্রবীভূত হইল না। ভীষ্মের বাক্যাবসানে, শিশুপাল ও তৎপক্ষীয় ভূপাল-গণ কোলাহল করিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের বিদ্বেষ নিবারিত হইল না। তাঁহারা, অধিকতর উত্তেজিত হইয়া, ক্রোধারক্ত-নয়নে ও কঠোরবচনে শ্রীকৃষ্ণের ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির, রাজমণ্ডলকে এইরূপ সংক্ষুব্ধ দেখিয়া, সাতিশয় চিন্তিত হইয়া, ভীষ্মকে কহিলেন, আর্য্য! শিশুপাল ও তৎসহযোগী রাজগণ উত্তেজিত হইয়াছেন, যাহাতে যজ্ঞের বিঘ্ন ও প্রজা-লোকের অহিত না হয়, তাহার উপায়বিধান করুন। ভীষ্ম, যুধিষ্ঠিরকে অভয় দিয়া কহিলেন, বৎস! উৎকণ্ঠিত হইও না। আরব্ধ যজ্ঞের কোনরূপ বিঘ্ন হইবে না। আমাদের অর্চ্চিত কৃষ্ণ, স্বয়ং এই উত্তেজনার গতিরোধ করিবেন। এই অবসরে, শিশুপাল বলিয়া উঠিলেন, ভীষ্মের জীবন, এই মহীপালদিগের ইচ্ছাধীন রহিয়াছে। এই কথা শুনিবামাত্র, তেজস্বী পুরুষশ্রেষ্ঠ, তেজস্বিতায় অটল হইয়া, জলদগম্ভীরস্বরে শিশুপালকে কহিলেন, চেদিরাজ! তুমি কহিতেছ, আমি এই মহীপালদিগের ইচ্ছানুসারে জীবিত রহিয়াছি, কিন্তু আমি, ইঁহাদিগকে তৃণতুল্যও মনে করি না। আমার জীবন, আত্মতেজোবলে রক্ষিত হইবে। আমি,

চিরকাল তেজস্বিতার সম্মান করিয়া আসিতেছি, চিরকাল তেজস্বী পুরুষগণের সমক্ষে, অবিচলিতভাবে অবস্থিতি করিতেছি, এবং চিরকাল আত্মতেজের বলে আত্মসম্মানরক্ষায় উদ্যত রহিয়াছি। আমি, সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া, যুধিষ্ঠিরকে যে পরামর্শ দিয়াছি, তজ্জন্য, কেহ আমার বিরোধী হইলেও, আমি তাঁহার নিকটে মস্তক অবনত করিব না। যতদিন, পবিত্র ক্ষত্রিয়-শোণিতের শেষ বিন্দু, ধমনীতে বর্ত্তমান থাকিবে, যতদিন, মহীয়সী বীরত্বকীর্ত্তি, বীরেন্দ্রসমাজের একমাত্র সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে, এবং যতদিন তেজস্বী পুরুষের আত্মাদর ও আত্মসম্মান, সর্ব্বাবস্থায় অটলতার পরিচয় দিবে, ততদিন, ভীষ্ম, আত্মতেজে জলাঞ্জলি দিয়া, পরপদানত হইবে না।

ভীষ্ম, এই বলিয়া নিবৃত্ত হইলে, সেই মহতী সভা কোলাহলময়ী হইয়া উঠিল। শিশুপালপক্ষীয় নরপতিগণ, নিরতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, কেহ কেহ ভীষ্মের কুৎসা করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা কহিলেন, এই দুর্ম্মতি ভীষ্ম ক্ষমাযোগ্য নহে। অতএব ইহাকে পশুর ন্যায় নিহত অথবা প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ কর। তেজস্বী ভীষ্ম, ইহা শুনিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় অটলভাবে ও গম্ভীরস্বরে সেই নৃপতিদিগকে কহিলেন, রাজগণ! আমি দেখিতেছি, তোমাদের বাক্য শেষ হইবার নহে। উত্তরোত্তর যত কহিবে, ততই কথা চলিবে। তোমরা, আমাকে পশুর ন্যায় নিহত বা প্রজ্বলিত পাবকেই বিদগ্ধ কর, আমি, তোমাদিগকে অতি

সামান্য জ্ঞান করিয়া থাকি। আমরা, কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিয়াছি, কৃষ্ণও সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছেন, যাঁহার মৃত্যুকামনা ও রণকণ্ডূয়ন হইয়া থাকে, তিনি বাসুদেবকে সমরে আহ্বান করুন।

ভীষ্মের কথা শুনিয়াই, শিশুপাল দ্বন্দ্বযুদ্ধে উদ্যত হইলেন। তিনি, কৃষ্ণের অর্চ্চনাদর্শনে সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া ছিলেন। কৃষ্ণের সমক্ষে, তাঁহার প্রাধান্যস্থাপনবাসনা বলবতী হইয়া উঠিয়া ছিল। সুতরাং তিনি, কালবিলম্ব না করিয়া, অসিগ্রহণপূর্ব্বক বাসুদেবকে সমরে আহ্বান করিলেন। কিন্তু তাঁহার বাসনা ফলবতী হইল না। বাসুদেবের বিক্রমে, যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হইলেন। যুধিষ্ঠির, অনুজগণদ্বারা তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া, তদীয় পুত্রকে চেদিরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

অনন্তর, অসীম সমারোহে রাজসূয়যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইল। যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মানুরাগে, ধনঞ্জয়ের ধৈর্য্যে, বৃকোদরের পরাক্রমে, নকুলের শুদ্ধতায়, সহদেবের গুরুশুশ্রূষায়, কৃষ্ণের সার্ব্বজনীন প্রভুতায়, সর্ব্বোপরি ভীষ্মের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিচারে, মহাযজ্ঞের কোনও অঙ্গহানি হইল না। যজ্ঞান্তে, নিখিল রাজমণ্ডল, যুধিষ্ঠিরকে সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট বলিয়া, তৎপ্রতি সমুচিত সম্মানপ্রদর্শন করিলেন। এইরূপে রাজসূয় মহাযজ্ঞে রাজমণ্ডলের মধ্যে, যুধিষ্ঠিরের প্রাধান্য স্থাপিত হইল। যুধিষ্ঠিরকে সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া, ভীষ্ম, সাতিশয় হর্ষলাভ করিলেন। কৃষ্ণের আহ্লাদের সীমা রহিল না। বয়োবৃদ্ধ অতীতবেদীরা কহিতে লাগিলেন, ঈদৃশ সমৃদ্ধিপূর্ণ, ঈদৃশ শৃঙ্খলাসম্পন্ন ও

ঈদৃশ ভূরিদক্ষিণ মহাযজ্ঞ কখনও তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। এই মহাযজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের চক্রবর্ত্তিত্বলাভ সর্ব্বতোভাবে ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে। যজ্ঞের সমাপন হইলে, নিমন্ত্রিতগণ, পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট ও ধনমানে সম্পূজিত হইয়া, বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। যুধিষ্ঠিরের আদেশে তদীয় অনুজগণ স্বাধিকারের সীমাপর্য্যন্ত, সকলের অনুগমন করিয়া, রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণ প্রস্থান করিলে, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার অনুষ্ঠিত মহাযজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল দেখিয়া, আমি চরিতার্থ হইয়াছি। তুমি, সসাগরা পৃথিবীর রাজমণ্ডলকে বশীভূত করিয়া, সম্রাটপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছ, অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন ও ন্যায়ানুসারে সাম্রাজ্যশাসন করিতেছ, এবং বলবতী ধর্ম্মনিষ্ঠায় ভূলোকে ধর্ম্মরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছ। ইহা অপেক্ষা, আমার আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে? স্বহস্তরোপিত বৃক্ষ, শ্যামলপত্রাবলীতে সুশোভিত ও অমৃতময়ফলে অবনত দেখিলে, যেরূপ আহ্লাদের সঞ্চার হয়, তোমার অসামান্য বিনয়সহকৃত অভ্যুদয়ে, আমার হৃদয়, সেইরূপ প্রফুল্ল হইয়াছে। আমি, অনুক্ষণ সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাদের কুশলকামনা করিতেছি। ভগবান্ বাসুদেবের সহায়তায়, তোমাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক, দেখিয়া আমি পরিতৃপ্ত হই। তোমার অলোকসাধারণ ক্ষমতায় ও ধর্ম্মনিষ্ঠায়, আমাদের পবিত্রকুল উজ্জ্বল ও রাজশক্তি গৌরবান্বিত হইল। আমি, বহু-

বৎসর হইল, রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি, এবং বহুবৎসর, অবিকার-চিত্তে কুরুরাজের শুশ্রূষা করিয়া, এখন বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। এই অন্তিমকালে, তোমাতে ভুবনবিজয়িনী রাজ-শক্তি সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম, ইহাই আমার পরম-লাভ। আমি, এইরূপ সফলমনোরথ হইয়া, মরিতে পাইলেই, অনির্ব্বচনীয় আত্মপ্রসাদ লাভ করিব। ভীষ্ম, এই বলিয়া, বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রাদির সহিত হস্তিনাপুরে প্রস্থানোন্মুখ হইলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণও দ্বারাবতীতে গমন করিলেন।

হস্তিনাপুরীতে প্রত্যাগত হইয়া, দুর্য্যোধন বিষণ্ণচিত্তে কালা-তিপাত করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের অতুল্য সমৃদ্ধি, যুধিষ্ঠিরের অনন্যসাধারণ ক্ষমতা, ইহার উপর যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বমণ্ডলাধিপত্য দেখিয়া, তিনি, আবার অসূয়াপরতন্ত্র হইলেন। যুধিষ্ঠির, খাণ্ডব-প্রস্থে, তাঁহার প্রতি যেরূপ স্নেহপ্রদর্শন করিয়াছিলেন, এবং যেরূপ সৌভ্রাত্র দেখাইয়া, তাঁহার উপর আত্মীয়ভাবে যজ্ঞীয় কার্য্যের ভার দিয়াছিলেন, তাহা তিনি ভুলিয়া গেলেন। এখন সেই পরম-প্রীতিময় জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনিষ্টসাধনই, তাঁহার প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইয়া উঠিল। কিরূপে যুধিষ্ঠিরের ক্ষমতা বিলুপ্ত, ধনসম্পত্তি স্বহস্তগত ও সাম্রাজ্য স্বাধিকারভুক্ত হয়, এখন তিনি অনুক্ষণ তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত ছিলেন। এজন্য সুবলনন্দন, পণ রাখিয়া যুধিষ্ঠিরকে কপটদ্যূতে পরাজিত করিবার প্রস্তাব করিলেন। এবিষয় ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনের অনু-মোদিত হইল। ভীষ্ম, দ্যূতক্রীড়ার অনিষ্টকারিতার সম্বন্ধে, দুর্য্যো-

ধনকে অনেক উপদেশ দিলেন। বিদুর দ্রোণপ্রভৃতিও, ভীষ্মের উপদেশের অনুমোদন করিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র বা দুর্য্যোধন, সে উপদেশের বশবর্ত্তী হইলেন না। যুধিষ্ঠির, ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে হস্তিনায় আসিয়া, অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। সুবলতনয়ের কপটক্রীড়ায়, প্রথমবারে যুধিষ্ঠিরের পরাজয় হইল। পণে বিজিতা হওয়াতে, দ্রৌপদী, দুর্য্যোধনের আদেশে, কৌরবসভায় যারপর নাই লাঞ্ছিতা ও নিগৃহীতা হইলেন। সুবলকুমারের কপটতায়, দ্বিতীয় বারেও যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত হইতে হইল। দ্বিতীয় বারে পণ ছিল, দুর্য্যোধনের পক্ষ পরাজিত হইলে, তাঁহারা রাজ্য পরিত্যাগ ও অজিন পরিধানপূর্ব্বক প্রচ্ছন্নবেশে দ্বাদশবৎসর অরণ্যে বাস করিবেন, তৎপরে, তাঁহাদিগকে এক বৎসর, কোন জনসমাকীর্ণ স্থানে, অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে, যদি তাঁহারা পরিজ্ঞাত হয়েন, তাহা হইলে আবার দ্বাদশ বৎসরের জন্য মহারণ্যে প্রবেশ করিবেন। যুধিষ্ঠির পরাজিত হইলে, তাঁহাকেও অনুজগণ ও কৃষ্ণার সহিত ঐরূপ বনবাস ও অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে।

যুধিষ্ঠির, দ্যূতে পরাজিত হইয়া, পণানুসারে রাজবেশপরিত্যাগ ও অজিনপরিধান পূর্ব্বক অনুজগণ এবং কৃষ্ণার সহিত ভীষ্মধৃতরাষ্ট্রপ্রভৃতি গুরুজনের চরণবন্দনা করিয়া, অরণ্যযাত্রায় উদ্যত হইলেন। ভীষ্ম ও কুন্তী, গলদশ্রুলোচনে তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। পুরবাসিগণ, তাঁহাদিগকে অরণ্যবাসে উদ্যত দেখিয়া, হাহাকার করিতে লাগিল। বালকবালিকা, অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহাদের সমীপবর্ত্তী হইল, যুবকযুবতী, বিষণ্নবদনে

তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিল, এবং বর্ষীয়ানবর্ষীয়সী, আর্ত্তনাদ করিতে করিতে, তাঁহাদের অনুগমন করিল। সমগ্র খাণ্ডবপ্রস্থ ও হস্তিনাপুর, যেন, দুঃখে অতিমাত্র কাতর হইয়া, করুণস্বরে তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন ও নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিল। যুধিষ্টির, পুরবাসীদিগকে স্নিগ্ধবাক্যে কহিলেন, পৌরগণ! আমরা ধন্য, যে হেতু, আমাদের কোন গুণ না থাকাতেও, আপনারা করুণাবশবর্ত্তী হইয়া গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। আমি, ভ্রাতৃগণের সহিত আপনাদিগকে যাহা জানাইতেছি, আপনারা, আমার প্রতি স্নেহ ও অনুকম্পাবশতঃ তাঁহার অন্যথা করিবেন না। হস্তিনাপুরে, পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ধর্ম্মবৎসল বিদুর ও জননী কুন্তী রহিলেন। তাঁহারা শোকসন্তাপে অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, আপনারা, আমাদের হিতকামনায়, যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। আমি, আত্মীয়দিগকে আপনাদের হস্তে সমর্পিত করিলাম। সম্প্রতি আপনারা, আমাদের অনুগমনে নিবৃত্ত হউন, তাহা হইলেই, আমি পরিতুষ্ট হইব।

যুধিষ্ঠিরের এইরূপ মধুরবচনে পৌরগণ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে নিবৃত্ত হইল। পাণ্ডবগণও কৃষ্ণার সহিত পুণ্যসলিলা জাহ্নবীতীরে গমন করিলেন। অনন্তর, তাঁহারা সংযতচিত্ত হইয়া, তপোবনবিহারী, পবিত্রাত্মা তাপসের বেশে, সে স্থান, হইতে অরণ্যচারী হইলেন। যুধিষ্ঠিরের সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য দুর্য্যোধনের হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যুধিষ্ঠিরাদির দুর্দ্দশা দেখিয়া, ভীষ্ম, আবার গভীর শোকসাগরে মগ্ন হইলেন। কৌরবসভায় পতিপ্রাণা কৃষ্ণার লাঞ্ছনা ও অবমাননাই, তাঁহাকে যাতনায় অধিকতর কাতর করিতে লাগিল। যেন তীব্র হলাহল তাঁহার শরীরের প্রতিস্থানে প্রসারিত হইল। তিনি, সেই হলাহলে অবসন্ন হইয়া, অনুক্ষণ সর্ব্ববিধ্বংসকারী মহাপ্রলয়ের করাল মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-দর্শনে তাঁহার যেরূপ আহ্লাদের সঞ্চার হইয়াছিল, এখন যুধিষ্ঠিরাদির বনবাসে, তাঁহার সেইরূপ বিষাদের আবির্ভাব হইল। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনের পাপবুদ্ধিতে, শীঘ্র ঘোরতর আত্মবিগ্রহ ঘটিবে। সেই আত্মবিগ্রহে, আত্মকুলের বিধ্বংস হইবে। ভীমসেন যেরূপ অসহিষ্ণু, অর্জ্জুন যেরূপ পরাক্রান্ত, তাহাতে কখনই তাঁহারা, দুর্য্যোধনকৃত অবমাননা সহিতে পারিবেন না। ভীষ্ম, এইরূপ দুশ্চিন্তায়, সাতিশয় বিষণ্ণচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে পাণ্ডবগণ, অতিকষ্টে অরণ্যে অরণ্যে, দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন। অতঃপর, তাঁহারা অপরিজ্ঞাতভাবে মৎস্যরাজ্যের অধিপতি বিরাটের ভবনে ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত করিবার ইচ্ছা করিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির

কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইল না। তাঁহারা, দুরারোহ পর্ব্বতের শিখরস্থিত এক প্রকাণ্ড শমীবৃক্ষে, আয়ুধসকল সংস্থাপিত করিয়া, প্রচ্ছন্নবেশে বিরাটভবনে গমন করিলেন, এবং তথায় ভিন্ন ভিন্ন নাম পরিগ্রহপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। যুধিষ্ঠির, কঙ্কনামধারণ করিয়া, রাজা বিরাটের অক্ষক্রীড়ক বয়স্য হইলেন। ভীম, বল্লবনামপরিগ্রহপূর্ব্বক সূপকার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। অর্জ্জুন, স্ত্রীবেশধারণপূর্ব্বক বৃহন্নলা নামে পরিচয় দিয়া, বিরাটরাজকুমারী উত্তরাকে নৃত্যগীতশিক্ষা দিতে লাগিলেন। নকুল, গ্রন্থিকনামে পরিচিত হইয়া, বিরাটের অশ্বপালনভার গ্রহণ করিলেন, সহদেব গোপবেশধারণ ও অরিষ্টনেমিনামপরিগ্রহ করিয়া, গোপালনকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। আর কৃষ্ণা, সৈরিন্ধ্রীনামে পরিচিতা হইয়া, বিরাটমহিষী সুদেষ্ণার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবগণ, অজ্ঞাতবাসসময়ে সাধারণের, পরিজ্ঞাত হইয়া উঠেন, এই উদ্দেশ্যে, রাজা দুর্য্যোধন, তাঁহাদের অনুসন্ধানার্থে স্থলপথে ও জলপথে চরপ্রেরণ করিয়াছিলেন। চরগণ, নানাস্থানে নানাবেশে অনুসন্ধান করিয়াও, পাণ্ডবদিগের কোন সংবাদ পাইল না। যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি বিরাটনগরে, এরূপ প্রচ্ছন্নবেশে অবস্থিতি করিয়া, অবলম্বিত কার্য্য, এরূপ সুনিয়মে সম্পন্ন করিতে ছিলেন যে, দুর্যোধনপ্রেরিত চরগণ, কোন ক্রমে, সে গুহ্য বিষয়ে উদ্ভেদ করিতে পারিল না। তাহারা, বিফলমনোরথ হইয়া, হস্তিনায় প্রত্যাগত হইল। মহারাজ দুর্য্যোধন, ভীষ্ম-দ্রোণ-

প্রভৃতি মন্ত্রিবর্গ ও ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া, সভায় সমাসীন রহিয়াছেন, এমন সময়ে, প্রতিহারী আসিয়া, চরগণের আগমনসংবাদ জানাইল। দুর্য্যোধন, তাহাদিগকে ত্বরায় সভায় আনিতে আদেশ দিলেন। কুরুরাজের আদেশে, চরেরা সভায় উপস্থিত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ! আমরা অপ্রতিহত যত্নসহকারে, বিবিধ পাদপরাজিসমাবৃত, নানামৃগপরিপূর্ণ, দুরবগাহ অরণ্য, উত্তুঙ্গ শৈলশেখর, দুষ্প্রবেশ দুর্গসমূহ, নানাজনসমাকীর্ণ রাজ্য ও বিচিত্র-সৌধমালাপরিবৃত রাজধানীপ্রভৃতি সমুদয়স্থলেই অনুসন্ধান করিলাম, পাণ্ডবগণ, কৃষ্ণার সহিত কোন্ পথে কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন, কোন্ স্থানে কি ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, কিছুই জানিতে পারিলাম না। বোধ হয়, তাঁহারা বিজন মহারণ্যে, শ্বাপদগণ-কর্ত্তৃক বিনষ্ট বা অপরিচিত প্রদেশে, অরাতিগণকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। আমরা, বিরাটরাজ্যে যাইয়া শুনিলাম, রাজা বিরাটের সেনাপতি, ভবদীয় পরমশত্রু কীচক গভীর নিশীথে অপরিচিত ও অপরিদৃষ্ট গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। এখন সবিশেষ পর্য্যা-লোচনা করিয়া, যাহা কর্ত্তব্যবোধ হয়, অনুমতি করুন।

রাজা দুর্য্যোধন, চরদিগের কথা শুনিয়া, উদ্বিগ্নচিত্তে কিয়ৎ-ক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, ভীষ্মপ্রমুখ মন্ত্রিগণকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্দ্ধারণ করিতে কহিলেন। মহামতি ভীষ্ম, রাজা দুর্য্যোধনের অন্নে প্রতিপালিত ও তাঁহার অভীষ্টকার্য্যসাধনে নিযুক্ত থাকিলেও, পাণ্ডবদিগের অহিতকারী ছিলেন না। এসময়ে, তাঁহার যেরূপ পাণ্ডবপ্রীতির পরিচয় পাওয়া গেল, সেইরূপ তদীয় উপদেশের

ন্যায়ানুগত, মহান্ ভাবও প্রকাশিত হইল। তিনি দুর্যোধনকে কহিলেন বৎস! যাহাতে যুধিষ্ঠিরের অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা, তদ্বিষয়ে মাদৃশ লোকের উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। আমি, তোমার যেরূপ শুভকামনা করি, যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতিরও সেইরূপ মঙ্গলেচ্ছা করিয়া থাকি। অজ্ঞাতবাসসময়ে পাণ্ডবগণ, তোমার পরিজ্ঞাত হউন, আবার তাঁহারা নিবিড় অরণ্যপ্রদেশে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করুন, ইহা আমার কখনও অভিপ্রেত নহে। এবিষয়ে, আমি যাহা কহিতেছি, তাহা যুক্তিসঙ্গত; ঈর্ষ্যামূলক নহে। অধিকন্তু, সত্যশীল ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি, সভামধ্যে ন্যায়ানুগত ও যথার্থ উপদেশই দান করিয়া থাকেন, সুতরাং আমি যথার্থ কথা না কহিলেও, ধর্ম্মপরিভ্রষ্ট হইব। তুমি যখন আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন আমি তোমায় স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছি, যুধিষ্ঠির সত্য, ধৃতি, ক্ষমা, তেজস্বিতা, সরলতাপ্রভৃতি সদ্গুণের অদ্বিতীয় পাত্র। সামান্য লোকের কথা দূরে থাকুক, তত্ত্বদর্শী দ্বিজগণও তাঁহাকে সম্যক্ অবগত হইতে সমর্থ নহেন। তিনি, যে স্থানে অবস্থিতি করিবেন, সে স্থান, তদীয় পুণ্যবলে দোষস্পর্শশূন্য হইবে। সে স্থানের অধিবাসিগণ সদাচরণে ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে, নিয়ত ব্যাপৃত থাকিবে। যুধিষ্ঠিরের অনন্যসাধারণ ধর্ম্মবুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া, তাহারা অনুক্ষণ ধর্ম্মপথে বিচরণ করিবে। ভীষ্ম এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, আচার্য্য দ্রোণপ্রভৃতি বয়োবৃদ্ধ ও ধর্ম্মানুরক্ত ব্যক্তিগণ, তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন, বিরাটসেনাপতি কীচকের নিধনসংবাদে

উৎসাহিত হইয়া, কর্ণপ্রভৃতির পরামর্শে, ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ বীর-গণের সহিত বিরাটের গোধনহরণে যাত্রা করিলেন। গোগৃহে কুরুসৈন্য সমাগত হইলে, বিরাটকুমার উত্তর, সুসজ্জিত সৈনাসহ গোধনরক্ষায় উদ্যত হইলেন। বৃহন্নলাবেশধারী অর্জ্জুন, উত্তরের সারথিপদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু, বিরাটকুমারকে কৌরব বীরগণের সম্মুখে চিন্তাকুল দেখিয়া, অর্জ্জুন শমীবৃক্ষ হইতে চিরপ্রসিদ্ধ গাণ্ডীব শরাসন ও শায়কসমূহগ্রহণপূর্ব্বক উত্তরকে সারথি করিয়া, স্বয়ং যুদ্ধে উদ্যত হইলেন। কৌরবসৈন্য, গাণ্ডীব-ধারী অর্জ্জুনকে সহজেই চিনিতে পারিল। ভীষ্ম, অর্জ্জুনের বিপুল উদ্যম, অনন্ততেজোময় উৎসাহ, বীরত্বোদ্ভাসিত মুখমণ্ডল ও জ্যাযুক্ত গাণ্ডীবে নিশিতশরজালের সমাবেশ দেখিয়া, যুগপৎ আহ্লাদ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। বীরপুরুষ, বীরের প্রকৃত গুণগ্রাহী ছিলেন। কৌরবসভায়, দ্রোণব্যতিরিক্ত আর কেহই, ভীষ্মের ন্যায় অর্জ্জুনের অলোকসাধারণ বীরত্ব ও অস্ত্রকুশলতার মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ ছিলেন না। ভীষ্ম, অর্জ্জুনকে যুদ্ধবেশে সমাগত দেখিয়া, আপনাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বুঝিতে পারি-লেন। অজ্ঞাতবাসকালে অর্জ্জুনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং, তাঁহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে, আবার দ্বাদশ বৎসর মহারণ্যে বাস করিতে হইবে, দুর্য্যোধন এই বলিয়া, যখন আহ্লাদপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন ভীষ্ম, তাঁহাকে কহি-লেন, কুরুরাজ! পাণ্ডবেরা, কৃতী, লোভবিহীন ও পরমধার্ম্মিক। তাঁহারা ধর্ম্মপরিভ্রষ্ট হইবেন, ইহা কখনও সম্ভব নহে। আমি,

গণনা করিয়া দেখিয়াছি, অজ্ঞাতবাসে, তাঁহাদের পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হইয়াও, পাঁচ মাস অধিক হইয়াছে। অর্জ্জুন, ইহা জানিয়াই, যুদ্ধার্থ সমাগত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। পাণ্ডবদিগের যদি কোন অসদুপায়দ্বারা রাজ্যলাভের অভিলাষ থাকিত, তাহা হইলে, সেই কপটদ্যূতক্রীড়াসময়েই, তাঁহারা বিক্রমপ্রকাশ করিতেন। তাঁহারা, অবলীলায় মৃত্যুমুখে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, কিন্তু, কখনও অসত্যপথে পদার্পণ করেন না। ইহা বলিয়া, ভীষ্ম, অস্ত্রচালনায় অর্জ্জুনের প্রাধান্যকীর্ত্তন করিলেন। দ্রোণও, অর্জ্জুনের প্রাধান্যনির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, দুর্য্যোধন ও কর্ণ, ইহাতে উপেক্ষা করিয়া আত্মপ্রাধান্যপ্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হইলেন। ভীষ্ম, কুরুরাজের কার্য্যসাধনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে রণস্থলে অর্জ্জুনের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে হইল। তিনি ব্যূহরচনা করিয়া, অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু, সমরে অর্জ্জুনের জয়লাভ হইল। কৌরবগণ, গোধনহরণে অকৃতকার্য্য হইয়া, হস্তিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

রাজা বিরাট, উত্তরের নিকট, অর্জ্জুনের পরিচয় ও গোধনরক্ষার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, নিরতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, পরে যখন, কৃষ্ণাসমবেত পাণ্ডবগণ তাঁহার পরিচিত হইলেন, তখন তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি, স্বীয় কন্যারত্নকে অর্জ্জুনের হস্তে সমর্পিত করিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু, অর্জ্জুন, সংবৎসরকাল, বিরাটকুমারীর শিক্ষাদানকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন,

তিনি, স্বীয় শিষ্যার প্রতি যেরূপ স্নেহপ্রদর্শন করিতেন, শিষ্যাও, সম্মানভাজন আচার্য্য বলিয়া, তৎপ্রতি সেইরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখাইতেন। অধিকন্তু, অর্জ্জুন, জিতেন্দ্রিয় ও ভোগাভিলাষ-পরিশূন্য ছিলেন। এখন, বিরাটকুমারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলে লোকে, তাঁহার অনন্যসাধারণ, পবিত্র চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিতে পারে, এই সকল বিবেচনা করিয়া, অর্জ্জুন, উত্তরাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। এই সৎপ্রস্তাব, রাজা বিরাটের অনুমোদিত হইল। অনন্তর, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের তনয় অভিমন্যুকে লইয়া, আত্মীয়গণের সহিত বিরাটরাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা দ্রুপদও স্বগণসমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন। বিরাট-নগরে মহাসমারোহে অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ হইল।

বিবাহোৎসবের অবসানে, পাণ্ডবগণ, কৃষ্ণদ্রুপদপ্রভৃতি আত্মীয়গণের সহিত সম্মিলিত হইয়া, রাজ্যপুনঃপ্রাপ্তির পরামর্শ করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষে সন্ধিস্থাপনজন্য, রাজা দ্রুপদের পুরোহিতকে হস্তিনাপুরে পাঠাইবার সিদ্ধান্ত স্থির হইল। পুরোহিত, হস্তিনাপুরে সমাগত হইলে, প্রতিহারী কৌরবসভায় ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! একজন বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বিরাটনগর হইতে পাণ্ডবদিগের সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন, অনুমতি হইলে, সভায় উপস্থিত হইতে পারেন। ধৃতরাষ্ট্র, তাঁহাকে ত্বরায় সভায় আনিতে আদেশ দিলেন। প্রতীহারী, ধৃতরাষ্ট্রের, আদেশে সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, পাঞ্চালরাজের পুরোহিতকে সঙ্গে করিয়া,

পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল। সভাস্থিত ভীষ্মপ্রভৃতি কৌরবগণ, পুরোহিতের সমুচিত সংবর্দ্ধনা করিলেন। ব্রাহ্মণ, আসনপরিগ্রহ পূর্ব্বক, সকলের কুশলবার্ত্তা বিজ্ঞাপন ও অনাময়জিজ্ঞাসা করিলেন, অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও সভাস্থিত কৌরবপ্রধানদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কঠোর ভাষায় দুর্য্যোধনের ভর্ৎসনা, পাণ্ডবদিগের গুণগৌরব ঘোষণা ও যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপ্রার্থনা করিলেন। ধীরপ্রকৃতি ভীষ্ম ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া, কহিলেন, ভগবন্! সৌভাগ্যবলে, পাণ্ডবগণ কুশলে কালযাপন করিতেছেন, সৌভাগ্যবলে, তাঁহারা সহায়সম্পন্ন ও ধর্ম্মপথে অবিচলিত রহিয়াছেন, এবং সৌভাগ্যবলেই, সংগ্রামাভিলাষপরিহারপূর্ব্বক সন্ধিপ্রার্থনা করিতেছেন। আপনি, যাহা কহিলেন, তাহার যাথার্থ্যবিষয়ে আমার অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু, আপনার বাক্য সাতিশয় কঠোর বোধ হইল। বোধ হয়, আপনি ব্রাহ্মণসুলভ কোপনস্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই, এইরূপ উগ্রতার পরিচয় দিয়াছেন। যাহা হউক, পাণ্ডবগণ যে, অরণ্যবাসে ক্লিষ্ট, অজ্ঞাতবাসে নিপীড়িত, এবং অধুনা ধর্ম্মতঃ পৈতৃকরাজ্যের অধিকারী হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। মহারথ অর্জ্জুন যে, অসামান্য বলশালী, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। অর্জ্জুনের পরাক্রম সহিতে পারে, ত্রিভুবনে এরূপ ব্যক্তি পরিদৃষ্ট হয় না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং দেবরাজও, তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ নহেন। ভীষ্ম, এই বলিয়া, নিবৃত্ত হইলে, দুরাশয় কর্ণ, অর্জ্জুনের প্রশংসাবাদশ্রবণপূর্ব্বক অসহিষ্ণু হইয়া, দুর্য্যোধনের মুখের দিকে চাহিয়া, ভীষ্মের নিন্দা ও ব্রাহ্মণের বাক্যে

অনাদরপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু, ধীরপ্রকৃতি ভীষ্ম, কর্ণের চাপল্যে ও কঠোর বাক্যে, ধীরতার সীমা অতিক্রম করিলেননা। তিনি ধীরভাবে পাঞ্চালরাজপুরোহিতের ন্যায়সঙ্গত বাক্যের অনুমোদন করিয়াছিলেন, ধীরভাবে তাঁহার বাক্য-পরুষতার নির্দ্দেশ করিয়া, যথার্থবাদিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, এখন ধীরভাবে কর্ণকে কহিলেন, ওহে কর্ণ! তুমি মুখে অহঙ্কার করিতেছ বটে, কিন্তু অর্জ্জুনের অতুল্য বীরত্ব একবার স্মরণ করিয়া দেখ। শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ যাহা কহিলেন, যদি আমরা, তদনুরূপ অনুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে সংগ্রামে আমাদের নিধন হইবে। আমরা পার্থশরে সমরশায়ী ও পাংশুজালে সমাবৃত হইব, সন্দেহ নাই।

ধৃতরাষ্ট্র যদিও কর্ণের ভর্ৎসনা ও ভীষ্মের বাক্যের অনুমোদন করিলেন, তথাপি দুর্য্যোধনের অমতে সন্ধিস্থাপন তাঁহারও অভি-প্রেত হইল না। তিনি, পাঞ্চালাধিপতির পুরোহিতকে বিদায় দিয়া, আপনার প্রিয় পাত্র সঞ্জয়কে পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন।

সঞ্জয়, বিরাটভবনে উপস্থিত হইলে, যুধিষ্ঠির, তাঁহার সাদর-সম্ভাষণ করিয়া, অন্ততঃ পাঁচখানি গ্রাম লইয়াও সন্ধিস্থাপনের অভিপ্রায় জানাইলেন। সঞ্জয়, পাণ্ডবদিগের নিকট বিদায়-গ্রহণ পূর্ব্বক হস্তিনাপুরীতে প্রত্যাগত হইয়া, ধৃতরাষ্ট্রকে সমস্ত কথা বিজ্ঞাপিত করিলেন। কিন্তু, পাণ্ডবদিগের সহিত প্রীতিস্থাপন দুর্য্যোধনের অভিমত হইল না। ধৃতরাষ্ট্রও, পাঁচখানি ক্ষুদ্র গ্রামের

মমতা পরিত্যাগ করিয়া, শান্তিস্থাপনে উদ্যত হইলেন না। দুর্য্যোধন সমরের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, কৃষ্ণ, স্বয়ং পাণ্ডবদিগের দূতপদে নিযুক্ত হইয়া, সুদৃশ্য চতুরশ্বসংযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক, সন্ধিবন্ধনজন্য, হস্তিনাপুরে আসিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, দূতমুখে শ্রীকৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া, তাঁহার প্রত্যুদ্‌গমন ও সভাজনের আয়োজনে তৎপর হইলেন। ভীষ্ম নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়া অচ্যুতের অর্চ্চনায় মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্মের ন্যায় সদাশয়তার পরিচয় দিলেন না। তিনি নানাবিধ বহুমূল্য উপায়ন দিয়া ও আত্ম-সমৃদ্ধির আড়ম্বর দেখাইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে, ইচ্ছা করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, এই জন্য, বাসুদেবের আগমনপথে নানারত্নশোভিত; সুগন্ধিপুষ্পদামপরিবৃত ও বিবিধভোজ্যদ্রব্যপরিপূর্ণ, বিচিত্র গৃহাবলী নির্ম্মিত, এবং সুসজ্জিত হয়, হস্তী স্থাপিত করিবার আদেশ দিলেন। দুর্য্যোধন, তদীয় আদেশে ধনরত্নাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন। কুরুরাজধানীর সন্নিকটভূমি, কৌরবের অতুল্য সমৃদ্ধিতে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল।

ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় বুঝিয়া, সাতিশয় ব্যথিতহৃদয়ে তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! কৃষ্ণের অর্চ্চনা কর, আর নাই কর, তিনি কখনও ক্রুদ্ধ হইবেন না। তথাপি, তাঁহারে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। তিনি অবজ্ঞার পাত্র নহেন। তাঁহার ক্ষমতা অলোকসাধারণ, তাঁহার তেজস্বিতা অতুল্য, এবং তাঁহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি সর্ব্বাতিশায়িনী। তিনি, কখনও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া,

ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিবেন না। উভয়পক্ষের শান্তিবিধান করাই, তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি যাহা কহিবেন, অসন্দিগ্ধচিত্তে তৎ-সম্পাদনে অগ্রসর হওয়া, তোমার কর্ত্তব্য। সেই মহাত্মারে অবলম্বন করিয়া, পাণ্ডবদিগের সহিত অবিলম্বে সন্ধিস্থাপন কর। পাণ্ডবগণ, তোমার পুত্রস্বরূপ; তুমি তাঁহাদের পিতৃ-স্বরূপ। তাঁহারা বালক, তুমি বৃদ্ধ। তাঁহারা তোমাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করেন, তুমিও তাঁহাদিগকে সন্তানসদৃশ জ্ঞান কর।

ভীষ্ম, এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, দুর্য্যোধন, পাণ্ডব-দিগের সহিত সন্ধিস্থাপনে সাতিশয় অনিচ্ছাপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু, তিনি কৃষ্ণকে হস্তিনাপুরে অবরুদ্ধ করিয়া, সসাগরা পৃথিবীশাসনের অভিপ্রায় জানাইলেন। দুর্য্যোধনের এইরূপ দুরভিসন্ধিতে, ভীষ্মের প্রকৃতিসিদ্ধ ধীরতাও বিচলিত হইল, প্রশস্ত ললাটফলক আকুঞ্চিত হইল, এবং নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত ও দীপ্তিময় হইয়া উঠিল। ভীষ্ম, সাতিশয় ক্রোধসহকারে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, রাজন্! তোমার এই কুসন্তানের নিতান্তই মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে। সুহৃজ্জনেরা হিতকামনা করিলেও, ইনি, সর্ব্বদাই অহিতকামনা করিয়া থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তুমিও সুহৃদ্‌বর্গের বাক্যে উপেক্ষাপ্রদর্শন করিয়া, এই উৎপথবর্ত্তী পাপাত্মারই অনুবর্ত্তন করিতেছ। তোমায় আর অধিক কি বলিব, দুরাত্মা দুর্য্যোধন, যদি অপাপবিদ্ধ কৃষ্ণের অনিষ্টাচরণে উদ্যত হয়, তাহা হইলে

সমূলে বিনিষ্ট হইবে। এই দুরাত্মার অনর্থকর বাক্যশ্রবণে কোন ক্রমেই প্রবৃত্তি হয় না। এই বলিয়া, ভীষ্ম, ক্রোধভরে ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রও, দুর্য্যোধনের কঠোর বাক্যে ব্যথিত হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন বৎস! ওরূপ কথা আর মুখে আনিওনা। উহা ধর্ম্ম-সঙ্গত নহে। কৃষ্ণ, দূত হইয়া আসিতেছেন, বিশেষতঃ, তিনি আমাদের আত্মীয় ও প্রিয়, তাঁহাকে নিরুদ্ধ করা কোন ক্রমে বিধেয় নহে। ধৃতরাষ্ট্র এই বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের আগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে, কৃষ্ণ কৌরবদিগের সুসজ্জিত রত্ন-রাজির প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন।

ভীষ্ম, দুর্য্যোধনের প্রতি নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেও, কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হইলেন না। তিনি, দ্রোণপ্রভৃতির সহিত কৃষ্ণের প্রত্যুদ্‌গমন করিলেন। কৃষ্ণ, সমাগত হইয়া, রথ হইতে অব-রোহণপূর্ব্বক বিনীতভাবে ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণপ্রভৃতিকে অভিবাদন ও বয়ঃক্রমানুসারে অন্যান্য কৌরবদিগের যথাযোগ্য সংবর্দ্ধনা করিলেন; পরে, বিদুরের গৃহে যাইয়া, কুন্তীর চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহাকে পাণ্ডবদিগের কুশলবার্ত্তা জানাইলেন। কৃষ্ণের অভ্যর্থনার কোন ক্রটি না হয়, ভীষ্ম সে বিষয়ে নিরতিশয় যত্নশীল ছিলেন। তিনি, আচার্য্য দ্রোণ ও কৃপ-প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া, বিদুরের গৃহে যাইয়া কৃষ্ণের সংবর্দ্ধনা করিলেন। কৃষ্ণ, তাঁহার অভ্যর্থনায় সম্প্রীত হইয়া, সবিশেষ শিষ্টতাসহকারে, তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।

পর দিবস সুসজ্জিত সভামণ্ডপে ভীষ্মপ্রমুখ কৌরবগণ, দ্রোণপ্রমুখ আচার্য্যগণ ও কর্ণপ্রমুখ সেনাপতিগণ সমবেত হইলেন। মহর্ষি নারদ সমাগত ও ভীষ্মকর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া, যথাস্থানে আসনপরিগ্রহ করিলেন। পুরবাসিগণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হইল। কৃষ্ণ, সভাগৃহে উপনীত হইলে, ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রপ্রভৃতি দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। অনন্তর, সকলে যথাস্থানে উপবেশন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ জলদগম্ভীর-স্বরে, সর্ব্বপ্রথম ধৃতরাষ্ট্র পরে দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া, পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধিপ্রার্থনা করিলেন। তাঁহার ন্যায়-সঙ্গত ও মহার্থ বাক্য, দুর্য্যোধন ও তৎসদৃশ ক্রূরমতি সভাসদগণ ব্যতীত সকলেরই মনঃপূত হইল। তিনি, সন্নীতির অনুসারিণী যুক্তিসহকারে ভ্রাতৃবিরোধের অনিষ্টকারিতা বুঝাইলেন; ভয়াবহ সমরের শোচনীয় কুফলসমূহের নির্দ্দেশ করিলেন, সৌভ্রাত্রের গুণগৌরবকীর্ত্তনে তৎপরতা দেখাইলেন, এবং সমীচীনতাসহকারে শান্তির অমৃতময় ফলের মহত্ত্বকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপদেশগর্ভ বাক্য শুনিয়া, ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে কহিলেন, বৎস! সুহৃদ্গণের শান্তিকামনায়, মহাত্মা কৃষ্ণ, তোমাকে যাহা কহিলেন, তুমি তাহার অনুবর্ত্তী হও। কদাচ ক্রোধ বা বিদ্বেষের বশীভূত হইওনা। কৃষ্ণের উপদেশবাক্যে উপেক্ষা করিলে, কিছুতেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে না। তুমি কখনও প্রকৃত সুখ বা কল্যাণের দর্শন পাইবে না। কৃষ্ণ, তোমাকে ধর্ম্মসঙ্গত কথাই বলিতেছেন,

তুমি তাঁহার কথায় সম্মত হও; অনর্থক প্রজাক্ষয় করিওনা। আমরা, তোমাকে চিরকাল ন্যায়সঙ্গত উপদেশ দিয়া আসিতেছি। তুমি, তাহাতে ঔদাস্য দেখাইয়া, কর্ণ-প্রভৃতির মতানুসারে চলিতেছে। এখন কৃষ্ণের বাক্য অতিক্রম করিলে ঘোরতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে। তোমার অত্যাচারে, কুরুকুলের রাজলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইবেন, তোমার অহঙ্কারে, কৌরবগণ আত্মীয়গণসহ জীবিতভ্রষ্ট হইবেন, এবং তোমার ব্যবহারে, ত্বদীয় পিতা ও মাতা গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া নিরন্তর হাহাকার করিবেন। এখনও অর্জ্জুন, কবচ-পরিগ্রহ করিয়া সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হয়েন নাই, এখনও গাণ্ডীব-শরাসন আনত ও জ্যাযুক্ত হয় নাই, এখনও ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির, ক্রুদ্ধ হইয়া, তোমার সেনাগণের প্রতি তীব্রদৃষ্টিপাত করেন নাই, এখনও বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় ও মহাবল বৃকোদর, তোমার ব্যূহভেদে অগ্রসর হয়েন নাই, এখনও নকুল ও সহদেব, বিরাট ও ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুদ্ধস্থলে বিক্রমপ্রকাশ করেন নাই, এখনও গাণ্ডীবনিঃসারিত, নিশিত শরজাল তোমার সেনাগণের কবচবদ্ধ বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হয় নাই, এখনও পুরোহিত ধৌম্য, পাণ্ডবদিগের বিজয়িনী শক্তির সংবর্দ্ধনার জন্য, পবিত্র যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন নাই। এই অবসরে, সেই বিষম বিরোধের শান্তি হউক, তুমি যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন কর, যুধিষ্ঠির তোমাকে আলিঙ্গন করুন। মহাবাহু বৃকোদর, প্রশান্তচিত্তে তোমার কুশল-জিজ্ঞাসা করুন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব, তোমার সংবর্দ্ধনা করুন,

তুমিও স্নেহসহকার তাঁহাদের সহিত প্রীতিসম্ভাষণ কর, দেখিয়া আমরা অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে অভিষিক্ত হই; তোমার পিতা ও মাতা, প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে ও শান্তভাবে শান্তিময় জীবন অতিবাহিত করুন। কুরুরাজ্যে শান্তির মঙ্গলময়ী পতাকা উড্ডীয়মান হউক, জনপদে জনপদে, শান্তির মহিমা ঘোষিত হইতে থাকুক, তুমি, জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্দ্ধপ্রদানপূর্ব্বক বিগত-সন্তাপ হইয়া, প্রশান্তভাবে ও সৌভ্রাত্রসহকারে সসাগরা পৃথিবী ভোগ কর। বৎস! আমি যেরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়া, রাজপদগ্রহণ ও দারপরিগ্রহে বিমুখ রহিয়াছি, তাহা তোমার অবিদিত নাই। রাজপদ প্রাপ্ত না হইলেও, কখনও আমার বিষাদ বা পরিতাপের আবির্ভাব হয় নাই। আমি, স্বকৃত প্রতিজ্ঞার পরি-পালনপূর্ব্বক সন্তুষ্টচিত্তে জীবনধারণ করিতেছি। অস্মৎকুলের হিতসাধনে আমার কখনও ঔদাস্য জন্মে নাই। আমি, চিরকাল কনিষ্ঠদিগের অধশ্চর ও পোষ্য হইয়া রহিয়াছি। পাণ্ডু, যখন রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন, তদীয় পুত্রেরা, অবশ্যই তাঁহার উত্তরাধিকারী। আমি, অবলীলায় যে রাজ্য পরি-ত্যাগ করিয়াছি, তুমি তাহারই জন্য নিঃসঙ্কোচে, শোকাবহ ভ্রাতৃবিরোধে প্রবৃত্ত হইতেছ। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? এখন কদাচ আমার বাক্যে, অনাস্থা করিও না। আমি, নিরন্তর কেবল তোমাদেরই শান্তিকামনা করি-তেছি। আমি তোমাকে যাহা কহিলাম, বিদুরদ্রোণপ্রভৃতিরও তাহাই অভিমত। বৎস। বৃদ্ধদিগের বাক্য অবশ্যই শুনা

উচিত। আমার কথা শুনিয়া, নিখিল ভূমণ্ডলের মঙ্গলসাধন কর। নিরর্থক সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হওয়া, কোন মতেই বিধেয় নহে।

ভীষ্ম, এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, দ্রোণবিদুর-প্রভৃতি সকলেই, তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন। পতি-প্রাণা গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে, সভায় সমাগতা হইয়া, পুত্রকে উপদেশ দিলেন, কিন্তু অব্যবস্থিতচিত্ত ও অনাশ্রব দুর্য্যোধন, কাহারও উপদেশের বশবর্ত্তী হইলেন না। তিনি, অম্লানবদনে ও অসঙ্কুচিতচিত্তে, কৃষ্ণকে কহিলেন, আমি যৎকালে পরাধীন ও বালক ছিলাম, পিতা অজ্ঞানতাবশতঃই হউক, বা ভয়-প্রযুক্তই হউক, তৎকালে আমার রাজ্য, পাণ্ডবদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। এখন আমি, জীবিত থাকিতে, পাণ্ডবগণ কখনও তাহা প্রাপ্ত হইবেক না। অধিক কি, সুতীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগ দ্বারা যতটুকু ভূমি বিদ্ধ হইতে পারে, পাণ্ডবদিগকে তাহাও প্রদত্ত হইবে না। এই বলিয়া, দুর্য্যোধন নীরব হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র, কৃষ্ণের বাক্যের অনুমোদন করিলেও, দুর্য্যোধনের অনভিমতে কার্য্য করিতে উদ্যত হইলেন না। কৃষ্ণ, অকৃতার্থ হইয়া, সকলের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরসমীপে গমন করিলেন। অবশ্যম্ভাবী মহাহবে, কুরুকুলের বিনাশদশা উপস্থিত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভীষ্ম অপ্রতিবিধেয় আত্মবিরোধে মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি, শান্তির একান্ত পক্ষপাতী ও ভ্রাতৃবিরোধের একান্ত বিদ্বেষী হইয়া, পাণ্ডবদিগের পক্ষসমর্থনে সবিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যখন কৃষ্ণ স্বয়ং দৌত্যগ্রহণ করিয়াছেন, তখন, উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হইবে। তিনি এই বিশ্বাসপ্রযুক্ত, প্রসন্নহৃদয়ে ও সর্ব্বান্তঃকরণে, দুর্য্যোধনকে, কৃষ্ণের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। যখন কৃষ্ণ, সুসজ্জিত সভা-মণ্ডপে সমুপবিষ্ট কৌরবদিগের সমক্ষে, দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবদিগের প্রাপ্য রাজ্যাংশ দিতে অনুরোধ করেন, তখন ভীষ্ম, তদীয় বাক্যের অনুমোদন করিয়াছিলেন, যখন দুর্য্যোধন সন্ধিবন্ধনের প্রস্তাবে সাতিশয় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্ম্মতি দুঃশাসনের বাক্যে, গুরুজনের প্রতি অনাদরপ্রদর্শনপূর্ব্বক সসম্ভ্রমে সভা হইতে প্রস্থান করেন, তখন ভীষ্ম, ভ্রাতৃবিরোধে সর্ব্বনাশ হইবে বলিয়া, তাঁহাকে নিরস্ত করিতে প্রয়াসবান্ হইয়াছিলেন, যখন শোকাকুলা কুন্তী, কৃষ্ণের সম্মুখে, বিদুলার কথাকীর্ত্তন করিয়া, তেজস্বিতা সহকারে কহিয়াছিলেন, আমার সন্তানগণ যেন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে অণুমাত্রও বিচলিত না হইয়া, তেজস্বিতাপ্রদর্শন করে, সমরে অরাতিনিপাতের জন্যই, তাহাদের জন্ম হইয়াছে, তখনও ভীষ্ম, ভীমের অলৌকিক বাহুবল, অর্জ্জুনের অসা-

মান্য পরাক্রম, কৌরবসভায় কৃষ্ণার নিগ্রহ, ও পাণ্ডবদিগের বৈরনির্য্যাতনসঙ্কল্পের উল্লেখ করিয়া, দুর্য্যোধনকে আত্মকুল-বিধ্বংসের পরিবর্ত্তে, শান্তিস্থাপনের পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহার উপদেশে কোন ফল হইল না। দুর্য্যোধন, কাহারও কথা না শুনিয়া, সমরের আয়োজন করিলেন। এদিকে পাণ্ডবগণও, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া, যুদ্ধের অনুষ্ঠানে কৃতসংকল্প হইলেন। অবিলম্বে, উভয়পক্ষের মিত্র ও আত্মীয়ভূপতিগণ, স্ব স্ব সৈন্যদল লইয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়পক্ষ, সংগৃহীত সৈন্যের বিভাগ ও সেনাপতির নির্দ্ধারণ করিলেন। সুবিস্তৃত কুরুক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সৈন্যসমাগম হইতে লাগিল। অনতিবিলম্বে, সেই বিশাল প্রান্তরে উভয় পক্ষের বিশাল সৈনিকদল, পরস্পরের পরাক্রম-স্পর্দ্ধী হইয়া উঠিল।

দুর্য্যোধন, সর্ব্বপ্রথম ভীষ্মকে সেনাপতি করিতে উদ্যত হইলেন। ভীষ্ম, কুরুরাজের আজ্ঞাবহ ছিলেন, সুতরাং তদীয় আদেশের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি, দুর্যোধনের কথায়, কৌরবসৈন্যের অধ্যক্ষতাগ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধের সময়নির্দ্দেশ ও নিয়মাবলীর নির্দ্ধারণ করিলেন। তাঁহার যেরূপ অসাধারণ পরাক্রম, সেইরূপ অসামান্য ধর্ম্মশীলতা ছিল। যুদ্ধে কোনক্রমে অধর্ম্মের প্রশ্রয় না হয়, তজ্জন্য, তিনি, যুদ্ধের প্রারম্ভে আত্মপক্ষ ও প্রতিপক্ষের সেনাপতিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, নিয়ম করিলেন, সমযোগ্য ব্যক্তিরাই পরস্পরন্যায়যুদ্ধে অগ্রসর হইবে, যুদ্ধে কেহই কোনরূপ প্রতারণা করিতে পারিবে না, আরব্ধ

যুদ্ধের নিবৃত্তি হইলে, আবার পরস্পরের মধ্যে, প্রীতি স্থাপিত হইবে। উভয়পক্ষে এইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইলে, অর্জ্জুন ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনের সারথিপদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন, সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া,সম্মুখভাগে, যখন পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য্য দ্রোণপ্রভৃতি গুরু জনকে দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহার গভীর বিষাদের সঞ্চার হইল, এবং ললাটরেখা আকুঞ্চিত ও প্রসন্ন মুখমণ্ডল মলিন হইয়া উঠিল। তিনি, বিষণ্ণ হইয়া,কাতরভাবে কৃষ্ণকে কহিলেন, মিত্র! আমার সম্মুখে পলিতকেশ বৃদ্ধ পিতামহ অবস্থিতি করিতেছেন, পরমগুরু দ্রোণ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইঁহাদের দর্শনে, আমার শরীর অবসন্ন,মুখ বিশুষ্ক ও হস্ত শিথিল হইতেছে। গাণ্ডীব শিথিল মুষ্টি হইতে স্খলনোন্মুখ হইতেছে। হৃদয় যেন উদ্ভ্রান্ত হইতেছে। শৈশবে, আমি যখন ধূলিক্রীড়ায় আসক্ত ছিলাম, তখন পিতামহ, একদা আমাকে ক্রোড়ে লইয়া,আদর করিতেছিলেন,তাঁহার বাহুদ্বয় আমার দেহস্থিত ধূলিতে সমাবৃত হইয়াছিল। আমি আধ আধ কথায় তাঁহাকে পিতা বলিয়া, সম্বোধন করিয়াছিলাম। তিনি, ঈষৎ হাসিয়া, গভীর স্নেহসহকারে আমার মুখচুম্বন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, বৎস! আমি, তোমার পিতার পিতা। এখন কি করিয়া, সেই পরমপূজনীয়, অতিবৃদ্ধ পিতামহের প্রতি শরনিক্ষেপ করিব? কি করিয়া, তাঁহার শোণিতপাতে অগ্রসর হইব? তাঁহার সেই প্রশান্ত ভাব, সেই অনির্ব্বচনীয় স্নেহসহকৃত প্রীতি, সেই নিরুপম বাৎসল্য মনে করিয়া, আমি যাতনায় কাতর

হইতেছি। আমার হৃদয় অবসন্ন মস্তক বিঘূর্ণিত ও নেত্রদ্বয় নিষ্প্রভ হইতেছে। আমি আর জয়শ্রী, রাজ্য বা সুখের আশা করি না। যাঁহাদের নিমিত্ত রাজ্য, যাঁহাদের নিমিত্ত ধনসম্পত্তি, যাঁহাদের নিমিত্ত সুখ, তাঁহারাই যখন যুদ্ধে দেহপাতে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছেন, তখন আমার বিপুলরাজ্যে প্রয়োজন কি? অপরিমিত ধনসম্পত্তির আবশ্যকতা কি? সুখেরইবা সার্থকতা কি? তাঁহারা, আমাকে নিহত করিলেও, আমি তাঁহাদের প্রতি অস্ত্রাঘাত করিতে পারিব না। এই সসাগরা পৃথিবী দুর্য্যোধনের হউক। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সুখে কালাতিপাত করুক, তাঁহাদের ভোগাভিলাষ চরিতার্থ হউক, আমি যুদ্ধে নিবৃত্ত হই। ধনঞ্জয়, এই বলিয়া, শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক, বিষণ্ণবদনে ও শোকাকুলচিত্তে রথপার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

কৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে এইরূপ শোকবিমুগ্ধ দেখিয়া কহিলেন, বয়স্য! তুমি বিষয়নিস্পৃহ, বিজ্ঞ জনের ন্যায় কথা কহিতেছ, কিন্তু তোমার এই বাক্য ক্ষত্রিয়োচিত নহে। তুমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ক্ষত্রিয়োচিত নিয়মানুসারে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়াছ, এখন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হওয়াই, তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য। আত্মীয়ই হউন, বা বন্ধুই হউন, বয়োজ্যেষ্ঠই হউন, বা বয়ঃকনিষ্ঠই হউন, যিনি ন্যায়যুদ্ধে অগ্রসর হইবেন, তাঁহার সহিত ন্যায়ানুসারে প্রতিযুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিলে, ক্ষত্রিয়কে লোকান্তরে নিরয়গামী হইতে হয়। তুমি প্রকৃত ক্ষত্রিয় হইয়া, আত্মধর্ম্মে উপেক্ষা করিও না;

গাণ্ডীবগ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। বীরেন্দ্রসমাজে তোমার পূজা হউক, তুমি সমরে বিজয়লক্ষ্মীলাভ পূর্ব্বক, অনন্তধামে যাইয়া, সুরগণের অর্চ্চনীয় হও। কৃষ্ণ, এই বলিয়া, অর্জ্জুনকে যুদ্ধোন্মুখ করিলেন।

অনন্তর, যুধিষ্ঠির অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া, বিনীতভাবে তদীয় চরণবন্দনাপূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! আমি, আপনার সহিত যুদ্ধ করিব, প্রসন্নচিত্তে অনুমতিপ্রদান ও আশীর্ব্বাদ করুন। ভীষ্ম, প্রীতিবিস্ফারিতনেত্রে যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি, অনুজ্ঞাগ্রহণার্থ আমার নিকট না আসিলে, আমি সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইতাম; এক্ষণে, তোমার আগমনে নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম; অনুমতি করিতেছি, তুমি অসঙ্কুচিতচিত্তে যুদ্ধ করিয়া, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন কর। মানুষ অন্নের দাস। আমি, যৌবনে রাজ্যলালসা পরিত্যাগ করিয়া, কুরুরাজের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছি, এক্ষণে, আমার বার্দ্ধক্যদশা উপস্থিত হইয়াছে। এতদ্দিন, যাঁহাদের অন্নে জীবনধারণ করিলাম, এখন তাঁহাদের আদেশপালন, আমার অবশ্যকর্ত্তব্য। তোমরা ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ, উভয় পক্ষই, আমার সমক্ষে তুল্য। কিন্তু, আমি ধৃতরাষ্ট্রতনয়ের অন্নগ্রহণ করিতেছি, সুতরাং প্রতিপালক প্রভুর আজ্ঞানুবর্ত্তী না হইলে, সর্ব্বথা ধর্ম্মপরিভ্রষ্ট হইব। ভীষ্ম, এই বলিয়া নিবৃত্ত হইলেন, যুধিষ্ঠির ও তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক শিবিরে, প্রত্যাগমন করিলেন।

অনন্তর, উভয় পক্ষ, পরস্পর সম্মুখীন হইলে, তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ভীষ্ম নয় দিন, অতুল্যবিক্রমে ও অসামান্য তেজস্বিতার সহিত যুদ্ধ করিলেন। নয় দিন, পাণ্ডবদিগের কেহই, বর্ষীয়ান্ বীরপুরুষের ক্ষমতা বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইলেন না। বীরপ্রবর, বার্দ্ধক্যেও যেন, নবযৌবনসুলভ তেজস্বিতায় পূর্ণ হইয়া আলোকসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। পরিশেষে, অর্জ্জুন, কৃষ্ণের পরামর্শে, দ্রুপদতনয় শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া, ভীষ্মের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীষ্ম, স্ত্রী বা ক্লীবের প্রতি কখনও অস্ত্রক্ষেপ করিতেন না। তিনি, শিখণ্ডীর প্রতি শরনিক্ষেপে বিমুখ হইলেও, শিখণ্ডী তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। এদিকে, অর্জ্জুনও নিশিত শরজাল-বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীষ্ম, শিখণ্ডীর শরে আহত হইলেও, তৎপ্রতি বাণনিক্ষেপ করিলেন না। তিনি, অর্জ্জুনকেই লক্ষ্য করিয়া, শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাপুরুষের লোকোত্তর চরিত, এই রূপ পবিত্র ভাবে পূর্ণ ছিল। শিখণ্ডী, মুহুর্মুহুঃ তাঁহার প্রতি শরক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ, বৃদ্ধ পুরুষ, বীরধর্ম্মের অবমাননা করিলেন না, এবং অন্তিমকালেও প্রতিজ্ঞা হইতে স্খলিত হইলেন না। তিনি শিখণ্ডীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, অর্জ্জুনকেই প্রবলপরাক্রমে আক্রমণ করিলেন। ক্রমে, অর্জ্জুন ও শিখণ্ডীর নিশিত সায়কসমূহে, তাঁহার সর্ব্বশরীর সমাকীর্ণ হইল। তিনি, পুনঃ পুনঃ শরাঘাতে কাতর হইলেন। তাঁহার শরীরে অঙ্গুলিপরিমিত স্থানও অস্ত্রপাতশূন্য রহিল না।

ভীষ্ম, এইরূপ অবিশ্রান্ত অস্ত্রাঘাতে, ক্রমে পরিশ্রান্ত ও হতোৎসাহ হইলেন। তাঁহার দেহ অবসন্ন, নেত্রদ্বয় নিমীলিত ও নিঃশ্বাস-নিরুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল। তিনি, সায়ংকালে রথ হইতে ভূপতিত হইলেন। ভীষ্ম, রথ হইতে পতিত হইয়াও, ভূমিস্পর্শ করিলেন না। তিনি শরজালে এরূপ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন যে, সেই সকল শরই, ধরাতলে তাঁহার শয্যাস্থানীয় হইল।

অনন্তর, পাণ্ডব ও কৌরবগণ অস্ত্রপরিত্যাগপূর্ব্বক ভীষ্মের নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং গলদশ্রুলোচনে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। ভীষ্ম, তাঁহাদিগকে সমীপাগত জানিয়া, প্রসন্নবদনে সকলের কুশলজিজ্ঞাসাপূর্ব্বক দুর্য্যোধন ও তদীয় ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, বৎসগণ! এখন আমার মস্তক অতিশয় লম্বমান হইতেছে, অতএব, আমায় উপাধানপ্রদান কর। ইহা শুনিয়া, দুর্য্যোধন কোমল ও উৎকৃষ্ট উপাধানসকল আনিয়া দিলেন। ভীষ্ম, তৎসমুদয় গ্রহণ না করিয়া, সহাস্যবদনে কহিলেন, বৎস! এসকল উপাধান, ঈদৃশী শয্যার উপযুক্ত নহে। অনন্তর, তিনি, অর্জ্জুনের দিকে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিলেন। অর্জ্জুন, তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া, অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! আপনার ভৃত্য অর্জ্জুন, উপস্থিত রহিয়াছে, কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। ভীষ্ম, তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! আমার মস্তক নিরবলম্ব রহিয়াছে। তুমি ধনুর্দ্ধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্রধর্ম্মে অভিজ্ঞ, আমায় উপযুক্ত উপাধানদান কর। ইহা শুনিয়া, অর্জ্জুন গাণ্ডীবগ্রহণপূর্ব্বক ভীষ্মকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, তদীয়

মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে তীক্ষ্ণ শরত্রয়নিক্ষেপ করিলেন। উহা, ভীষ্মের মস্তক বিদ্ধ করিয়া, তাঁহার উপাধানস্বরূপ হইল। ভীষ্ম, যেরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, অর্জ্জুন তদনুরূপ কার্য্য করিলেন।

ভীষ্ম, অর্জ্জুনের কার্য্যে অতিমাত্র প্রীত হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমিই আমার শয্যার অনুরূপ উপাধানের আহরণ করিয়াছ। পবিত্র সমরক্ষেত্রে, এইরূপ শয্যায়, এইরূপ উপাধান অবলম্বনপূর্ব্বক শয়ন করাই ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণের কর্ত্তব্য। ধনঞ্জয়কে এইরূপ কহিয়া, তিনি পার্শ্বস্থিত, মহীপালদিগকে বলিলেন, রাজগণ! দেখ, বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়, আমায় কেমন উপাধান দিয়াছেন। সূর্য্যের উত্তরায়ণে আবর্ত্তন পর্য্যন্ত, আমি এই শয্যাতেই শয়ন করিয়া থাকিব। যখন, দিবাকর উত্তরায়ণে আবর্ত্তিত হইবেন, তখন, আমি প্রাণবিসর্জ্জন করিব। তোমরা শক্রতাপরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধে বিরত হও। ভীষ্ম, এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। অনন্তর, ক্ষতপ্রতীকারকোবিদ ও শল্যোদ্ধরণকুশল চিকিৎসকগণ দুর্য্যোধনের আদেশে, সর্ব্বপ্রকার উপকরণ লইয়া, ভীষ্মের নিকটে সমাগত হইলেন। ভীষ্ম, তাঁহাদিগকে দেখিয়া, দুর্য্যোধনকে কহিলেন, বৎস! চিকিৎসকদিগকে সৎকৃত ও অর্থদ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া, বিদায় দাও। আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবিহিত পরমগতিলাভ করিয়াছি, আমার এরূপ অবস্থায়, চিকিৎসকের প্রয়োজন নাই। আমাকে এই সমস্ত শরের সহিত দগ্ধ করিতে হইবে। ভীষ্মের বাক্যে, দুর্য্যোধন, চিকিৎসকদিগকে যথোচিত অর্থ দিয়া, বিদায় করিলেন।

ক্ষত্রিয় বীরগণ, ভীষ্মের অমানুষী কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও মহীয়সী তেজস্বিতা দেখিয়া, বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। অনন্তর, কৌরব ও পাণ্ডবগণ, শরশয্যাশায়ী ভীষ্মকে প্রণাম, ও প্রদক্ষিণপূর্ব্বক, তাঁহার চতুর্দ্দিকে যথোপযুক্ত রক্ষক নিযুক্ত করিয়া, স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে, কৌরব, পাণ্ডব ও তৎসহকারী ভূপালগণ ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে কালিমার সঞ্চার নাই, নেত্রদ্বয়ে অপ্রসন্নভাবের বিকাশ নাই, ললাটফলকে বিষম অন্তর্দাহসূচক ভ্রূকুটিভঙ্গী নাই, তিনি সেই বীর শয্যায় প্রশান্তভাবে সমাধিস্থ রহিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ প্রশান্তভাব ও যোগতৎপরতা দেখিয়া, সমাগত বীরগণ, বিস্ময়সহকারে তাঁহার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ, ভীষ্মের জন্য, নানাবিধ সুখাদ্য দ্রব্য ও সুপেয় বারি সঙ্গে আনিয়াছিলেন; ভীষ্ম, তৎসমুদয় দেখিয়া, তাঁহাদিগকে কহিলেন, বৎসগণ! আমি শরতল্পশায়ী হইয়া, মানবলোক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছি। এখন মানবোচিত ভোগসকল গ্রহণ করিতে পারি না। এই বলিয়া, তিনি অর্জ্জুনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি, তোমার শরজালে সমাবৃত হইয়াছি, আমার সর্ব্বশরীর বিদগ্ধ ও মুখ বিশুষ্ক হইতেছে। এই অবসরে, তুমি আমাকে উপযুক্ত পানীয়দানে সমর্থ; অতএব আমায় সুশীতল পানীয় দিয়া, পরিতৃপ্ত কর। মহারথ অর্জ্জুন,

যে আজ্ঞা বলিয়া, গাণ্ডীবশরাসনে জ্যারোপণ পূর্ব্বক ভীষ্মকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, শরসন্ধান করিলেন; এবং অমিততেজে ভীষ্মের দক্ষিণ পার্শ্বে পৃথ্বীতল বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অবিলম্বে সেই শরবিদীর্ণ ভূগর্ভ হইতে সুশীতল ও সুস্বাদ জলধারা উদ্গত হইয়া, ভীষ্মের মুখে পতিত হইতে লাগিল। অপরাপর বীরগণ অর্জ্জুনের এই অসামান্য কার্য্য দেখিয়া, অতিমাত্র বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহাদের নেত্র বিস্ফারিত, সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত ও হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহারা লোকাতীতক্ষমতাসম্পন্ন অর্জ্জুনকে দেবরাজ ইন্দ্রের সমকক্ষ বলিয়া,মনে করিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম, সেই অমৃতোপম শীতল বারিধারায় পরিতৃপ্ত হইয়া, অর্জ্জুনকে কহিলেন, বৎস! তুমি অলৌকিক ক্ষমতাপ্রদর্শন করিয়া অন্তিম সময়ে সুশীতল জলদানে, আমার তৃষ্ণাশান্তি করিলে, ঈদৃশ কার্য্য তোমার পক্ষে বিচিত্র নয়। আমি, তোমার কার্য্যে সন্তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার শ্রেয়োলাভ হউক। আমি,দুর্য্যোধনকে শান্তিস্থাপনে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলাম। ধর্ম্মবৎসল বিদুর, আচার্য্য দ্রোণ, ভগবান বাসুদেব, সুশীল সঞ্জয়ও সেইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু, দুর্বুদ্ধি দুর্য্যোধন, তাহাতে শ্রদ্ধাপ্রকাশ করেন নাই। তিনি, বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধদিগের উপদেশে উপেক্ষা করিয়া, যে যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন, সেই যুদ্ধেই তাঁহার পরাজয় হইবে।

ভীষ্মের বাক্যে, দুর্য্যোধন গভীর বিষাদগ্রস্ত হইলেন। ভীষ্ম, তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া কহিলেন, বৎস! আমার কথায় দুঃখিত

হইও না। আমি, চিরকাল তোমার হিতকামনা করিয়াছি, চিরকাল, তোমার কার্য্যসাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছি, এবং চিরকাল, তোমার রাজশ্রী দীর্ঘস্থায়িনী করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। নিরবচ্ছিন্ন কুরুকুলের সেবাতেই, আমার জীবন পর্য্যবসিত হইয়াছে। আমি, রাজাধিরাজতনয় হইয়াও, অবিকারচিত্তে যৌবন হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত, তোমাদের সেবকপদে নিযুক্ত রহিয়াছি। অবলম্বিত ব্রত-পালনে আমার কখনও ঔদাস্য হয় নাই। আমি, যে পরম প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলাম, যে পরম কর্ম্মসাধনে নিয়োজিত রহিয়াছিলাম, এবং যে পরমা তপস্যায় আত্মসংযত হইয়াছিলাম, আজ আমার সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ, সেই কর্ম্ম সম্পন্ন ও সেই তপস্যা পরিসমাপ্ত হইল। তুমি, আমার বাক্যে অশ্রদ্ধা করিলেও, আমি, তোমার আদেশানুবর্ত্তী হইয়া, তোমারই কার্য্যে দেহপাত করিলাম। মহারথ পার্থ, যে অমৃতগন্ধ জলধারার উৎপত্তি করিলেন, তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিলে। জগতে আর কেহ, এরূপ কার্য্যসাধনে সমর্থ নহেন। যে বীরশ্রেষ্ঠের এতাদৃশ লোকাতীত ক্ষমতা, তাঁহাকে, তুমি যুদ্ধে কখনও পরাজিত করিতে পারিবে না। বৎস! আসন্নমৃত্যু, বৃদ্ধ সেবকের কথায় উপেক্ষা করিও না। এখন ক্রোধ সংযত করিয়া, পাণ্ডবদিগের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপিত কর। যুধিষ্ঠির রাজ্যার্দ্ধ প্রাপ্ত হইয়া, প্রসন্নচিত্তে খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করুন। তুমি স্বজনদ্রোহী হইয়া, অপকীর্ত্তিসংগ্রহ করিও না। ধনঞ্জয় এপর্য্যন্ত যাহা করিয়াছেন, তাহাতেই যুদ্ধের অবসান হউক। পিতা, পুত্রকে, ভ্রাতা, ভ্রাতাকে এবং বন্ধু, বন্ধুকে প্রাপ্ত

হইয়া প্রীতিলাভ করুন। ভীষ্মের মৃত্যুতেই, এই ঘোরতর সমরানলে শান্তিসলিল প্রক্ষিপ্ত ও পৃথিবী শান্তিময় হউক। ভীষ্ম, এই বলিয়া, মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক সমাহিতচিত্ত হইলেন। কিন্তু, যেরূপ মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধে অভিরুচি হয়না, সেইরূপ ভীষ্মের হিতকর বাক্যে, দুর্য্যোধনের শ্রদ্ধা হইল না।

অনন্তর কর্ণ, অশ্রুপূর্ণনয়নে ভীষ্মের পদতলে পতিত হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, আর্য্য! যে, আপনার বাক্যে নিরন্তর উপেক্ষা-প্রদর্শন ও পাণ্ডবদিগের প্রতি বিদ্বেষপ্রকাশ করিত, আপনি, পাণ্ডবগণের গুণকীর্ত্তন করিলে,যে, অসহিষ্ণু হইয়া, আপনার নিন্দাবাদে ব্যাপৃত থাকিত, যাহাকে আপনি বিদ্বেষসহকারে দেখিতেন, এবং যাহার অসহিষ্ণুতায় নিরন্তর অশান্তিভোগ করিতেন, সেই দুর্ম্মতি রাধেয়, আপনার চরণপ্রান্তে নিপতিত রহিয়াছে। ভীষ্ম, এই বাক্যশ্রবণ পূর্ব্বক, ধীরে ধীরে নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিলেন, এবং এক হস্তে কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া, সস্নেহবচনে কহিলেন, বৎস! তোমার প্রতি আমার বিদ্বেষ নাই। তুমি, বিনা কারণে পাণ্ডবদিগের নিন্দাবাদ করিতে, এইজন্য, আমি তোমায় অনেক বার তিরস্কার করিয়াছি। কেবল কুলভেদভয়েই, তোমাকে সদুপদেশ দিতাম। আমি, তোমার অসামান্য শৌর্য্য, মহীয়সী দানশীলতা ও অচলা ব্রাহ্মণভক্তির বিষয় অবগত আছি। এখন, পূর্ব্বতন সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হইয়া, পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধিবন্ধন কর। যাহা হইবার, হইয়াছে, আর কুলক্ষয়কর আত্মবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইও না। আমাকে দিয়াই, তোমাদের শত্রুতা পর্য্যবসিত

হউক। অন্তিম সময়েও, শান্তিস্থাপনে, ভীষ্মের এইরূপ আগ্রহ দেখিয়া, কর্ণ, বাষ্পনিরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, আর্য্য! আমি দুর্য্যোধনের ঐশ্বর্য্যভোগ করিতেছি, সুতরাং কায়মনোবাক্যে দুর্য্যোধনেরই প্রিয়কার্য্যসাধন করিব। বাসুদেব, যেমন পাণ্ডবদিগের হিত-সাধনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, আমিও সেইরূপ দুর্য্যোধনের প্রীতিকর কার্য্যসম্পাদনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। দুর্য্যোধন, যেপথে যাইবেন, আমাকেও সেই পথে যাইতে হইবে। আমি, অকৃতজ্ঞতা-দূষিত হইয়া, জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিনা। যুদ্ধই ক্ষত্রিয়দিগের একমাত্র ধর্ম্ম। আমি, যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইযাছি। আপনি প্রসন্ন-চিত্তে অনুমতি করুন। আপনার অনুজ্ঞা লইয়া, যুদ্ধ করি, ইহাই আমার মানস! আর, আমি ক্রোধ বা চাপল্যপ্রযুক্ত আপনার যে প্রতিকূলাচরণ করিয়াছি, তদ্বিষয়ে ক্ষমাপ্রদর্শন করুন।

ভীষ্ম, কর্ণের কথা শুনিয়া কহিলেন, বৎস! যদি নিদারুণ শত্রু-তার পরিহারে অসমর্থ হও, এবং যদি দুর্য্যোধনের অভিমতেরই অনুমোদন কর, তাহা হইলে, তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, স্বর্গকাম হইয়া যুদ্ধ কর। ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত, ক্ষত্রিয়দিগের প্রিয় কর্ম্ম আর কিছুই নাই। তুমি ন্যায়ানুসারে দুর্য্যোধনের কার্য্যসম্পাদন করিয়া, ক্ষত্রিয়োচিত লোকলাভ কর। কিন্তু, বৎস! আমি সত্য কহিতেছি, শান্তিস্থাপনের জন্য, অনেক দিন, সবিশেষ যত্ন করিলাম, অন্তিম কালেও, এবিষয়ে দুর্য্যোধনকে যথাশক্তি উপদেশ দিলাম, কিন্তু, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। এই বলিয়া, ভীষ্ম নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া, সমাধিস্থ হইলেন। আর

তাঁহার চেতনার সঞ্চার হইল না। বীরশ্রেষ্ঠ পুরুষসিংহ, পবিত্র বীরশয্যায়, যোগাশ্রয়পূর্ব্বক অনন্তপদধ্যান করিতে করিতে, দিবাকরের উত্তরায়ণে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

এইরূপে ভীষ্ম, মানবলীলার সংবরণ করিলেন, তাঁহার ন্যায় সত্যপ্রতিজ্ঞ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ, কখনও ভূমণ্ডলে আবির্ভূত হয়েন নাই। তিনি, ভূলোকে ধর্ম্মের চিরপবিত্র, স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিবার জন্যই, বোধ হয়, জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার লোকাতীত কার্য্যপরম্পরা, সর্ব্বসময়ে ও সর্ব্বস্থলেই সকলের শিক্ষার বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। তিনি, পিতার পরিতোষসাধনজন্য, রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, কখনও দারপরিগ্রহ না করিয়া, জিতেন্দ্রিয়তার দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছেন, নির্ব্বিকারচিত্তে সত্যের পালন করিয়া, সত্যপ্রতিজ্ঞতার সম্মানরক্ষা করিয়াছেন, এবং অনন্যসাধারণ বীরত্বসম্পন্ন হইয়াও, অপরের আনুগত্যস্বীকারপূর্ব্বক বীতস্পৃহতা, ন্যায়নিষ্ঠতা ও আত্মসংযমের একশেষ দেখাইয়াছেন। একাধারে ঈদৃশ অসাধারণ গুণসমূহের সমাবেশ, কখন, কাহারও দৃষ্টিপথবর্ত্তী বা শ্রুতিবিষয়বর্ত্তী হয় নাই। তাঁহার ন্যায় রাজাধিরাজতনয়, তাঁহার ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে অসামান্য ক্ষমতাশালী ও তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইয়া, কেহ, বোধ হয়, তাঁহার মত, আজীবন পরসেবায় সময় অতিবাহিত করেন নাই।

সম্পূর্ণ।